

## ১৯৭৮ সালের ১ ডিসেম্বর

[প্রধান বিচারপতি, ওয়াই ভি. চন্দ্রচূড়, এবং বিচারপতিগণ, পি.এন. ভগবতী, ভি.আর. কৃষ্ণ আইয়ার, আর. এস. সরকারিয়া, এন. এল. উন্টওয়ালিয়া, এস. মুর্তজা ফজল আলী এবং পি. এন. শিঙ্গল]

ভারতের সংবিধান- অনুচ্ছেদ ১৪৩—এর ব্যাপ্তি।

বিশেষ আদালত বিল-সংসদ যদি বিলটি প্রণয়ন করার ক্ষমতা রাখে--এর কোনো বিধান ১৪ এবং ২১ অনুচ্ছেদের অধীনে অধিকার লঙ্ঘন করে কিনা।

বিশেষ আদালত বিল ১৯৭৮ খসড়া সংসদে একটি প্রাইভেট সদস্য দ্বারা উত্থাপিত হয়েছে বিশেষ আদালত নামে পর্যাপ্ত সংখ্যক আদালত তৈরি করার জন্য। বিলে বিধান করা হয়েছে যে একটি বিশেষ আদালত তার আগে স্থাপিত বা এটিতে স্থানান্তরিত করা মামলাগুলির বিবেচনা করবে বা বিচার করবে। যদি কেন্দ্রীয় সরকার মনে করে যে জরুরী অবস্থার সময় ভারতে উচ্চ সরকারী বা রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত একজন ব্যক্তির দ্বারা সংঘটিত অপরাধের প্রাথমিক প্রমাণ রয়েছে এবং উক্ত অপরাধটি মোকাবেলা করা উচিত আইনের অধীনে, আদালত তার মতামত প্রকাশ করে রায় দেবে। কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া ঘোষণাকে কোনো আদালতে প্রশ্ন করা যাবে না। বিলের (৭) সাত ধারা বলে যে একটি বিশেষ আদালতের সভাপতিত্ব করবেন ভারতের একটি হাইকোর্টের একজন বর্তমান বিচারক বা এমন একজন ব্যক্তি যিনি ভারতের একটি হাইকোর্টের বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং ভারতের প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ করে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মনোনীত। ১০(১) ধারা বলে যে ফৌজদারি কার্যবিধিতে যা কিছুই থাকুক না কেন, একটি বিশেষ আদালতের যেকোন রায় এর বিরুদ্ধে ভারতের সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা যাবে ঘটনার সত্যতা ও আইনের বিষয় নিয়ে।

রাষ্ট্রপতি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৩(১)-এর অধীনে সুপ্রিম কোর্টে একটি রেফারেন্স করেছেন, বিশেষ আদালত বিল ১৯৭৮ বা এর কোনো বিধান প্রণয়ন করা হলে তা সাংবিধানিকভাবে অবৈধ হবে কিনা সেই প্রশ্ন বিবেচনার জন্য।

রেফারেন্সের বৈধতা সম্পর্কে প্রাথমিক আপত্তিগুলি এই ভিত্তিতে উত্থাপিত হয়েছিল যে (i) রেফারেন্সটি একটি অনুমানমূলক এবং ভবিষ্যৎ কল্পনাভিত্তিক এবং অস্পষ্ট, সাধারণ এবং সর্বজনীন ছিল; (ii) যেহেতু সংসদ বিলটি গ্রহণ করেছিল বিলটির সাংবিধানিকতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া তার একচেটিয়া কাজ এবং আদালত যদি তার বিবেচনা ও প্রতিবেদনের জন্য সেই প্রশ্নটি প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলে এটি সংসদের কার্যাবলী এবং সুযোগ-সুবিধাগুলিকে লঙ্ঘন করবে, (iii) যদি রেফারেন্সটি গ্রহণ করা হয় তবে এটি সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের সম্মানজনক বিধানকে প্রতিস্থাপন করবে, (iv) আদালতের মতামত নির্বিশেষে এটি সংসদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে বিলটি নিয়ে আলোচনা করার জন্য এবং সংশোধন সহ বা না করে এটি পাস করা বা না করা, এবং (v) রেফারেন্সটি সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছে যার উত্তর দেওয়া থেকে আদালতকে বিরত থাকতে হবে।

ধার্য হয়েছেঃ [প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ- প্রধান বিচারপতি, ওয়াই ভি. চন্দ্রচূড়, বিচারপতিগণ, পি.এন. ভগবতী, আর.এস. সরকারিয়া এবং এস. মুর্তজা ফজল আলী]

১. (ক) অনুচ্ছেদ ১৪৩(১)-এর অধীনে যে প্রশ্নটির বিষয়ে এই আদালতের মতামত চাওয়া হয়েছে সেই প্রশ্নটি আসলে উত্থাপিত হওয়ার প্রয়োজন নেই কারণ রাষ্ট্রপতির এটা রেফারেন্স করতে সক্ষম যদি তিনি

সন্তুষ্ট হন যে সেই প্রশ্ন উঠেছে বা উঠার সম্ভাবনা রয়েছে। অনুচ্ছেদ ১৪৩(১) এর অধীনে আদালতের সাধারণ দায়িত্ব এবং কাজ হল যে প্রশ্নটির উপর রেফারেন্স তৈরি করা হয়েছে তা বিবেচনা করা এবং রাষ্ট্রপতিকে সেই মতামত জানানো, যদি প্রশ্নটি উত্থাপিত হতে সক্ষম হয় এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আদালতের ক্ষমতার মধ্যে পড়ে। যদি কোন কারণে আদালত প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া সঠিক বা সম্ভব না বলে মনে করে ন তবে এটি উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা নির্দেশ করে রেফারেন্স ফেরত দেওয়ার অধিকারী হবে। একটি রেফারেন্সের উত্তর এই আদালতের না দেওয়ার অধিকার শুধুমাত্র ব্যবহৃত বিভিন্ন বাক্যাংশের দ্বারা চালিত হয় না যেমন, প্রকরণ (১) তে "হতে পারে" (May) এবং প্রকরণ (২) তে "হবে" (Shall)। এমনকি প্রকরণ (২) এর অধীন উদ্ভূত বিষয়গুলিতেও, আদালত এর রেফারেন্স ফিরিয়ে দেওয়া ন্যায়সঙ্গত হতে পারে, যদি এটি কোন বৈধ কারণে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অক্ষম বলে মনে করে। [৫০২সি-এফ]

(খ) বিলটি এখনও আইনে পরিণত হয়নি এই কারণে এটি একটি অনুমানমূলক বা ভবিষ্যৎ কল্পনাভিত্তিক বলা যায় না। অনুচ্ছেদ ১৪৩-এর অধীনে প্রতিটি রেফারেন্সের অনুমান এমন একটি প্রেক্ষাপট বা শর্তের পরম্পরা হতে হবে যার ভিত্তিতে আইন বা বাস্তবতার প্রশ্ন উত্থাপিত হয় বা উদ্ভূত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু পরিবর্তনের সম্ভাবনা, এমনকি একটি মৌলিক পরিবর্তনও, ১৪৩ অনুচ্ছেদের অধীনে রাষ্ট্রপতির এখতিয়ারের কে অনুমানমূলক বা ভবিষ্যৎ কল্পনাভিত্তিক বলা যায় না। বর্তমান ক্ষেত্রে বিলটির অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন জল্পনা নেই এবং এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে অনুমানমূলক কিছু নেই কারণ বিলটি যে রূপে ছিল তেমন আছে। বিলটি ভবিষ্যতে পরিবর্তন মধ্য দিয়ে যেতে পারে এবং সংবিধান এর অনুচ্ছেদ ১৪৩ সহ, যার অধীনে রাষ্ট্রপতি এই আদালতের রেফারেন্স করেছেন সেটি পরিবর্তন হতে পারে। পূর্ববর্তী সম্ভাবনাটি রেফারেন্সটিকে অনুমানমূলক বা অনুমানমূলক করতে পারে না, পরবর্তী সম্ভাবনাটি এটিকে আরও বেশি করে তুলতে পারে। বিশেষ আদালত বিলটি অবিকল অবশ্যই যে কেউ দেখতে এবং পরীক্ষা করতে পারবে। এটি সেই রেফারেন্সটিকে টিকিয়ে রাখে, যা রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির উপর প্রতিষ্ঠিত যে বিলটির সাংবিধানিক বৈধতা সম্পর্কে একটি প্রশ্ন উঠার সম্ভাবনা রয়েছে এবং প্রশ্নটি এমন প্রকৃতির এবং এমন সারবজনি জনগুরুত্বপূর্ণ যে এ বিষয়ে এই আদালতের মতামত নেওয়া সমীচীন। [৫০৩ বি-ই]

(গ) একটি রেফারেন্স যা বিশেষতার সাথে নির্দিষ্ট করে না যার ভিত্তিতে বিল বা এর কোনো বিধান সংবিধানের অধীনে কোন অনুচ্ছেদ দ্বারা সমালোচিত হতে পারে তার উত্তর দেওয়া কঠিন কারণ এটি নির্দিষ্ট পয়েন্ট বা পয়েন্টগুলির কোন ইঙ্গিত দেয় না যার উপর আদালতের মতামত চাওয়া হয়। এই আদালতকে একটি বিল বা আইনের সাংবিধানিকতা নিয়ে তদন্তের জন্য আহ্বান জানানো উচিত নয়। এই ধরনের একটি কোর্স কার্যত সংবিধানের অধীনে সমস্ত যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমেয় চ্যালেঞ্জের বিষয়ে নির্মূল করার একটি প্রক্রিয়া গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা তৈরি করে। অনুচ্ছেদ ১৪৩-এর অধীনে একটি রেফারেন্সের উত্তর দেওয়ার সময়, এই আদালত থেকে এটি প্রত্যাশিত নয়, উঠে বসতে এবং আবিষ্কার করতে, অনুচ্ছেদ অনুসারে, সংবিধানের কোন বিধানটি আইনে পরিণত হলে বিলটির বৈধতাকে আক্রমণ করার জন্য সবচেয়ে বেশি আবেদন করা হবে। অনুমানমূলক মতামত বা অনুমানমূলক প্রশ্ন মূল্যহীন এবং এটি নীতির বিপরীত, অসুবিধাজনক এবং অপ্রয়োজনীয় যে এই ধরনের প্রশ্নগুলির উপর মতামত দেওয়া উচিত। যখনই সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৩-এর অধীনে এই আদালতে একটি রেফারেন্স করা হয়, আদালতের মতামতের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন ফ্রেম করার যত্ন নেওয়া উচিত। তাৎক্ষণিক রেফারেন্সে নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলিকে রেফারেন্সের শর্তাবলীর মধ্যে বোধগম্য বলে বিবেচনা করা সম্ভব কিন্তু একটি অস্পষ্ট এবং সাধারণ রেফারেন্স উত্তরহীন ফেরত যাওয়ার ঝুঁকিটি বাস্তব এবং তাদের মনোযোগ নিযুক্ত করা উচিত যাদের দায়িত্ব রেফারেন্স ফ্রেম করা। [৫০৫ ই-জি, ৫০৭বি]

(ঘ) বিলের বিধানগুলির সাংবিধানিকতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া এটির একচেটিয়া কাজ যা সংবিধানের অধীনে ক্ষমতার বিভাজনের পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতনতার অভাবকে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

আদালত উদ্বিগ্ন, ব্যক্তিগত ভবিষ্যদ্বাণীর উপর ভিত্তি করে কাল্পনিক তত্ত্বের সাথে নয়, সংবিধানের পরিকল্পনা এবং এর অন্তর্নিহিত দর্শনের সাথে। নীতিটি দৃঢ়ভাবে এবং বিজ্ঞতার সাথে সংবিধানে নিহিত করা হয়েছে যে আইনের নীতি এবং এটি পাস করার সমীচীনতা আইনসভার সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়, আইনের ব্যাখ্যা এবং তাদের বৈধতা সম্পর্কিত প্রশ্নগুলি আদালতের একচেটিয়া উপদেষ্টা বা বিচারমূলক কাজের মধ্যে পড়ে। [৫০৭] ডি-ই]

(৬) এই যুক্তিতে সমানভাবে কোন জোর নেই যে আদালত যদি বিলটি সংসদে বিবেচনার জন্য বিচারাধীন থাকা অবস্থায় বিলটির বৈধতার প্রশ্নটি প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলে আদালত সংসদের কার্যাবলী এবং সুযোগ-সুবিধাগুলিকে বেঁধে ফেলবে। রাষ্ট্রপতি অনুচ্ছেদ ১৪৩(১)-এর অধীনে একটি রেফারেন্স করেছেন এবং আদালতের একটি সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা হল রেফারেন্স বিবেচনা করা এবং রাষ্ট্রপতির কাছে রিপোর্ট করা। এটা বলা যাবে না যে সংসদের কোনো বিশেষ কাজ বা সুযোগ-সুবিধা এই আদালতের দ্বারা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। প্রশ্ন হল বিলের বিধানগুলি কোন সাংবিধানিক অকার্যকরতায় ভুগছে কিনা এই আদালতের বৈধ ডোমেনের মধ্যে পড়ে। সংসদ বিলটি নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক করতে পারে তবে আইনের বৈধতার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আদালতের হতে হবে, সংসদের নয়। আদালতের সামনে কোন ধরনের বিষয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বিশেষ সুযোগ-সুবিধাগুলি কী তা দেখানোর কোনও পাঠ্য বা কর্তৃপক্ষের অনুপস্থিতিতে সংসদের বিশেষাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে তা বলা অসম্ভব। যুক্তি যে বৃথা হবে বিলটির সাংবিধানিক বৈধতা বিবেচনা করা কারণ আদালত যে দৃষ্টিভঙ্গিই গ্রহণ করুক না কেন বিলটি নিয়ে আলোচনা করার জন্য এবং এটি পাস করা বা না করার জন্য সংসদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে, একটি অবাস্তব ভিত্তিতে এগিয়ে যায়। যদিও এই আদালতের মতামত সংসদকে বিল নিয়ে অগ্রসর হতে বা বাদ দেওয়া থেকে বিরত রাখতে পারে না, তবে এটা বলা যায় না যে এমনকি আদালত বিলটিকে অসাংবিধানিক বলে ধরে রাখলেও সংসদ যে ক্রটিগুলি থেকে ভুগতে হয়েছে তা দূর না করেই এটি পাস করার জন্য এগিয়ে যাবে। [৫০৮ এফ-এইচ; ৫১০ খ]

(৭) যুক্তি যে রেফারেন্সটি একটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্ন উত্থাপন করে তা বলবিহীন। বিলের নীতি এবং প্রেরকের উদ্দেশ্য হতে পারে উচ্চ জনসাধারণের বা রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করা যাদের জরুরী সময়ের সাথে সম্পর্কিত কিছু অপরাধ করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি অবশ্য আদালতকে বিলটি পাসের আকাঙ্ক্ষিততা বা এর অন্তর্নিহিত নীতির স্থিরতা সম্পর্কে পরামর্শ দিতে বলেননি। বিল বা এর কোনো বিধান সাংবিধানিকভাবে অবৈধ কিনা তা রাজনৈতিক প্রকৃতির প্রশ্ন নয় যার উত্তর দেওয়া থেকে আদালতকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে। এই আদালতের মতামতের জন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উল্লিখিত প্রশ্নটি সম্পূর্ণরূপে আইনি এবং সাংবিধানিক সমস্যাগুলি উত্থাপন করে যা এই আদালতের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার এবং কাজ। [৫১০ ডি-এফ]

বিলের ২, ৬ এবং ১০(১) প্রকরণগুলি সংসদের আইনী ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে। [৫২২ এইচ]

২. (ক) বিশেষ আদালত গঠনের বিধান করার জন্য সংসদের আইন প্রণয়ন ক্ষমতার প্রতি চ্যালেঞ্জের কোন যুক্তি নেই। অনুচ্ছেদ ২৪৬(২) গুণের দ্বারা সমসাময়িক তালিকার এন্ট্রি ১১এ সহ পঠিত, সংসদের স্পষ্টভাবে সংবিধান এবং সংস্থার বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রয়েছে, অর্থাৎ, বিশেষ আদালত গঠন ও স্থাপন করা। বিলের ২ নং প্রকরণ তাই, আইন করা সংসদের ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে। বিল সংসদের প্রকরণ ১০(১) অনুসারে সংসদের স্পষ্টভাবে তা প্রদান করার ক্ষমতা রয়েছে যে ফৌজদারি কার্যবিধিতে যা কিছু থাকুক না কেন, একটি বিশেষ আদালতের যেকোন রায় বা আদেশ থেকে সুপ্রিম কোর্টে সত্য এবং আইন উভয় ক্ষেত্রেই আপিল করা হবে। একটি আইন যা সুপ্রিম কোর্টকে তার এখতিয়ার বৃদ্ধি করে অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করে তা স্পষ্টতই সেই আদালতের "এখতিয়ার ও ক্ষমতা" সম্পর্কিত একটি আইন। [৫১৭ সি-ডি; ৫২১ এ-বি]

(খ) এই যুক্তি যে সংবিধানে আদালতের শ্রেণীবিন্যাসের জন্য প্রচুর পরিমাণে বিধান করা হয়েছে, সংসদের পক্ষে এমন একটি আদালত বা এমন একটি শ্রেণির আদালত তৈরি করা বৈধ নয় যা সেই ক্ষিমের মধ্যে পড়ে না বা উপযুক্ত নয়। সংবিধানে এমন কিছু নেই যা সংসদের বিশেষ আদালত গঠনের ক্ষমতার উপর এমন সীমাবদ্ধতা আরোপকে সমর্থন করবে। এন্টি ১১এ-এর শব্দগুলি সংসদকে কেবলমাত্র প্রাসঙ্গিক বিধানগুলিতে উল্লেখ করা একই ধরনের এবং পদমর্যাদার আদালত স্থাপন করতে নয় বরং গঠন ও সংগঠিত করতে, অর্থাৎ সুপ্রীম কোর্ট এবং হাইকোর্টের ক্ষেত্রে এন্টিতে উল্লেখিত সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে নতুন বা বিশেষ আদালত তৈরি করা। [৫২৪ এ এবং ডি]

(গ) বিশেষ আদালত হাইকোর্টের সাংবিধানিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করবে এবং ২৩৫ অনুচ্ছেদের অর্থের মধ্যে জেলা আদালত নয়, এই কারণে বলা ঠিক নয়, বিচারিক স্বাধীনতার সাংবিধানিক সুরক্ষার ক্ষতি বা ধ্বংস করার জন্য বিশেষ আদালতের সৃষ্টি গণনা করা হয়। [৫২৪এফ]

৩. (ক) বিশেষ আদালত বিল দ্বারা প্রদত্ত শ্রেণীবিভাগ বৈধ এবং এর বিরুদ্ধে কোন আপত্তি গ্রহণ করা যাবে না। [৫৩৭ই]

(খ) জরুরি অবস্থা জারি একটি জাতির জীবনে স্বাভাবিক ঘটনা নয় এবং হতে পারে না। জরুরি অবস্থার সময় সংঘটিত অপরাধগুলি নিজেদের দ্বারা একটি শ্রেণী গঠন করে এবং একইভাবে অভিযোগ করা হয় যে ব্যক্তির এই অপরাধগুলি করার জন্য একটি আবেদন হিসাবে তাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত উচ্চ সরকারী বা রাজনৈতিক অফিসগুলিকে ব্যবহার করেছেন। এই আদালত অভিযোগের সত্যতা বা অন্যথার সাথে সম্পর্কিত নয়, তার সামনে সংকীর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, প্রথম উদাহরণে, শ্রেণিবিন্যাসটি কিছু গুণ বা বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে যা একত্রে গোষ্ঠীভুক্ত সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যায় এবং অন্যদের মধ্যে নয় যারা বাদ পড়েছে। এই প্রশ্নের উত্তর এক এবং একমাত্র হতে পারে, যথা, ভারতে উচ্চ পাবলিক বা রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের দ্বারা জরুরি অবস্থার সময় যে অপরাধগুলি সংঘটিত হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে তা এক শ্রেণিতে আলাদা। জরুরি অবস্থার আবেদন এই ধরনের অফিসের ধারকদের আইনের শাসনকে নস্যাত্ত করার এবং সমাজে রাজনৈতিক অপরাধ সংঘটনের একটি অনন্য সুযোগ প্রদান করেছে। সেই গোষ্ঠীর বাইরে থাকা অন্যদের কাছে তা করার উপায় বা সুযোগ ছিল না, কারণ তাদের কাছে সরকারী অবস্থান থেকে আসা কর্তৃত্বের অভাব ছিল। এইভাবে বিশেষ আদালতের সামনে বিচারের জন্য বিল দ্বারা নির্বাচিত ব্যক্তিদের মধ্যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং যারা সেই গোষ্ঠীর বাইরে পড়ে তাদের অধিকারী নয়। [৫৩৮ বি; ৫৪০ এ-ডি]

(গ) গোষ্ঠীর বাইরের অপরাধগুলি মূলত ভিন্ন ধরনের এবং সাধারণত ভিন্ন প্রেরণা থাকে। জরুরি অবস্থা চালু না থাকলে মানুষের স্বাধীনতা দমনের কোনো সুবিধা নেওয়া যাবে না। জনগণের স্বাধীনতা দমন করা অপরাধের সহজ কমিশনকে সহজতর করে যখন জনসাধারণের সমালোচনা দমন করা হয়, সনাক্তকরণের ভয় থাকে না। জরুরি অবস্থার সময় যে অপরাধগুলি সংঘটিত হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয় সেগুলি তাদের নকশায় তির্যক এবং তাদের উদ্দেশ্য নির্বাচনী। তারা সাধারণত রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল এবং চিরস্থায়ী করার জন্য ডিজাইন করা হয়; এবং তারা ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। একটি উচ্চ সরকারী পদের অধিকারী যিনি ঘৃষ গ্রহণ করেন তিনি নিজেকে সমুদ্র করার জন্য এটি করেন। যদিও, এটি সর্বোচ্চ নিন্দার দাবি রাখে, এই ধরনের অপরাধ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বোনা হয় না। সমান আইন একই পরিস্থিতিতে সকলের জন্য প্রযোজ্য করতে হবে এবং আইনসভা ক্ষতি বা মন্দ ডিগ্রী স্বীকৃতি দিতে স্বাধীন। জনজীবনে বিশুদ্ধতা সব সময়ে এবং সব পরিস্থিতিতে একটি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। কিন্তু, এই আদালত একটি সুপার আইনসভা হিসাবে বসতে পারে না এবং সাংবিধানিক বিধিনিষেধ লঙ্ঘন না হওয়া পর্যন্ত স্কেরের কম-অন্তর্ভুক্তির ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগকে স্ট্রাইক করতে পারে না যে অন্যরা অস্পৃশ্য রয়ে গেছে। [৫৪০ ই-এইচ]

(ঘ) যদি শ্রেণীবিভাগ বৈধ হয় এবং এর ভিত্তি বিলের উদ্দেশ্যের সাথে যুক্তিসঙ্গত সম্পর্ক বহন করে, তাহলে অনুচ্ছেদ ১৪-এর অধীনে কোনো অভিযোগ গ্রহণ করা যাবে না। শ্রেণীবিভাগ অগত্যা যারা এটির মধ্যে পড়ে তাদের একটি ভিন্ন সেটের নিয়ম এবং পদ্ধতির অধীনতাকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা সাধারণত সাধারণ বিচারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য পদ্ধতির তুলনায় সম্ভবত আরও অসুবিধাজনক হতে পারে। প্রায় সমস্ত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে, বিশেষ আইন দ্বারা নির্ধারিত বিশেষ পদ্ধতি বিবেচনার জন্য উত্থাপিত প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রে সাধারণ বিচারগুলি পরিচালনা করে এমন পদ্ধতির চেয়ে স্পষ্টতই বেশি কঠিন ছিল। কিন্তু একবার দ্বৈত পরীক্ষার প্রয়োগের মাধ্যমে একটি শ্রেণীবিভাগ বহাল রাখা হলে, কঠোর আচরণ বা অসুবিধাজনক পদ্ধতির অধীনতা তার প্রাসঙ্গিকতা হারায়, এর কারণ হল অনুচ্ছেদ ১৪-এর উদ্দেশ্যে অসমতা অসম আচরণের অভিযোগ করতে পারে না। শ্রেণীবিভাগ অগত্যা শ্রেণীবদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে বৈষম্য বোঝায় এবং যারা সেই শ্রেণীর সদস্য নয়। এটি একটি শ্রেণিবিন্যাসের সারমর্ম যে শ্রেণির উপর দায়বদ্ধ দায়িত্ব এবং বোঝা সাধারণ জনগণের উপর নির্ভরশীলদের থেকে আলাদা। শ্রেণীবিভাগের ধারণাটি হল অসমতা, যাতে এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে বৈষম্যের নিছক বাস্তবতা কোনোভাবেই সাংবিধানিকতার বিষয়টি নির্ধারণ করে না। বিশেষ আদালতের সামনে আসামিদের উপর স্থাপিত বিলের কিছু সংশোধনী, সাধারণ আদালতে বিচারের জন্য আসা আসামিদের তুলনায় কিছু অসুবিধা, এমনকি কিছু অন্যান্য বিধান তাদের কিছু সুবিধা দেয় যা অন্যদের অস্বীকার করা হয়। [৫৪২ ই-এইচ]

*পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বনাম আনোয়ার আলী সরকার, [১৯৫২] এস সি আর ২৮৪; কাঠি রানিং রাওয়ত বনাম সৌরাষ্ট্র রাজ্য, [১৯৫২] এস সি আর ৪৩৫; লছমানদাস কেওয়ালরাম আহুজা ও অন্য বনাম বোম্বে রাজ্য, [১৯৫২] এস সি আর ৭১০; সৈয়দ কাসিম রাজভি বনাম হায়দ্রাবাদ রাজ্য ও অন্য, [১৯৫৩] এসসিআর ৫৮৯; হাবিব মোহাম্মদ বনাম হায়দ্রাবাদ রাজ্য, [১৯৫৩] এসসিআর ৬৬১; রাও শিব বাহাদুর সিং ও অন্য বনাম বিদ্য রাজ্য প্রদেশ, [১৯৫৩] এস সি আর ১১৮৮; কেদার নাথ বাজোরিয়া বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য, [১৯৫৪] এস সি আর ৩০; আসগারালি নাজারালি সিঙ্গাপোরাওয়ালিয়া বনাম বোম্বে রাজ্য, [১৯৫৭] এসসিআর ৬৭৮; উল্লেখ করা হয়েছে।*

(ঙ) জরুরী অবস্থা ঘোষণার পূর্বে নির্দিষ্ট অপরাধীদের স্ক্রিনিংয়ে নিজেদের নিয়োজিত করার অভিযোগে অন্যদের সাথে জরুরী অবস্থার সময় অপরাধ করেছে বলে অভিযোগ করা ব্যক্তিদের একত্রিত করা একই শ্রেণীতে একত্রিত হওয়ার সমতুল্য, যারা সাধারণ গণাবলী বা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয়। আইনসভার জন্য এটা মনে করা নিঃসন্দেহে যুক্তিসঙ্গত যে জরুরী অবস্থার সময় মানব স্বাধীনতার দমন উচ্চ সরকারী বা রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের জন্য গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করার জন্য গণনা করা হয় এমন গুরুতর অপরাধ করার সুযোগ দিয়েছিল। জরুরী সময়কালে সংঘটিত হয়েছে বলে অভিযুক্ত অপরাধগুলিকে সুই জেনারিস হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে জরুরী অবস্থা ঘোষণার আগেকার কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যাবে না। এই কাজগুলি জনসাধারণের সমালোচনার জন্য উন্মুক্ত ছিল এবং জরুরী অবস্থার আবরণ দ্বারা অরক্ষিত ছিল। একটি শ্রেণীবিভাগের বৈধতা বিস্তৃত বিবেচনার দ্বারা পরীক্ষা করা উচিত, বিশেষ করে যখন চার্জটি অন্তর্ভুক্ততার মধ্যে একটি। কিন্তু ব্যাপকভাবে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিদের, তাদের কার্যকলাপের সময়কালের সাথে সম্পর্কিত তাদের পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, কোন যুক্তিসঙ্গত মাপকাঠি দ্বারা একই শ্রেণীতে রাখা যাবে না। ২৫ জুন থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫ সালের জরুরী অবস্থার পূর্ব-ডেটিং সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক এবং অপরাধীদের স্ক্রিনিং এর ক্ষেত্রে একটি অনুমিত আবিষ্কার থেকে উদ্ভূত অযৌক্তিক বিবেচনা থেকে এগিয়ে। ২৭ ফেব্রুয়ারী থেকে ২৫ জুন, ১৯৭৫ পর্যন্ত সময়ের সাথে সম্পর্কিত অপরাধ এবং অপরাধীদের অন্তর্ভুক্তি একই শ্রেণীতে যাদের কথিত বেআইনি কার্যকলাপ জরুরী সময়কালকে কভার করে তা টিকিয়ে রাখা খুব কৃত্রিম। [৫৪৫ সি-এইচ]

(চ) জরুরী অবস্থার পূর্বে যাদের অপরাধ করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে তাদেরকে একই শ্রেণীতে রাখা যাবে কি না, সেই প্রশ্নের উত্তর নেতিবাচক হতে হবে। [৫৪৬ সি]

(ছ) বিলের প্রকরণ ৪(১) দ্বারা প্রদত্ত শ্রেণীবিভাগ সীমিত পরিমাণে বৈধ যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারকে উচ্চ সরকারী বা রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের দ্বারা জরুরী সময়কালে সংঘটিত অপরাধের বিষয়ে ঘোষণা করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। শ্রেণীবিভাগটি এখন পর্যন্ত অবৈধ কারণ এটি ২৭ ফেব্রুয়ারী এবং ২৫ জুন, ১৯৭৫ এর মধ্যে এই ধরনের ব্যক্তিদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধগুলিকে কভার করে। তাই বর্তমান শ্রেণীবিভাগের অধীনে সেই অপরাধগুলি এবং অপরাধীদের সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার কোনও ঘোষণা করতে পারে না। [৫৪৬ ডি]

(জ) যারা সঠিকভাবে একত্রিত হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে, যেহেতু শ্রেণীবিভাগ বৈধ, অনুচ্ছেদ ১৪-এর উদ্দেশ্যে এটি অপয়োজনীয় বিল দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিটি সাধারণ পদ্ধতির চেয়ে বেশি কঠিন কিনা তা বিবেচনা করা। বিশেষ পদ্ধতির কঠোরতা অনুচ্ছেদ ১৪-এর অধীনে উদ্ভূত বিবেচনার ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে, এই কারণে যে শ্রেণীবিভাগ বৈধ (উল্লিখিত পরিমাণে)। কিন্তু বিলটিকে সংবিধানের অন্যান্য বিধানের চ্যালেঞ্জও মোকাবিলা করতে হয়েছে, যতদূর পর্যন্ত কোনো বিশেষ বিধান আকৃষ্ট হয়েছে। [৫৪৬ এফ; ৫৪৭ ডি]

৪. (ক) এক বিশেষ আদালত থেকে অন্য আদালতে মামলা স্থানান্তরের জন্য বিলে কোনো বিধান নেই। এই ধরনের বিধানের অনুপস্থিতি বিশেষ আদালতের প্রতি জনগণের আস্থাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে। যে পদ্ধতিতে একজন বিচারক নিজেকে আচরণ করেন তা একটি পক্ষপাত প্রকাশ করতে পারে; অথবা একজন বিচারক প্রকৃতপক্ষে পক্ষপাতদুষ্ট নাও হতে পারেন এবং তবুও অভিযুক্ত ব্যক্তি একটি যুক্তিসঙ্গত আশংকা পোষণ করতে পারেন যে তিনি একটি ন্যায্য বিচার পাবেন না। একজন অভিযুক্তকে এমন আদালতের এখতিয়ারে দাখিল করতে বাধ্য করা যা প্রকৃতপক্ষে পক্ষপাতদুষ্ট বা যুক্তিসঙ্গতভাবে পক্ষপাতদুষ্ট বলে ধরা হয় প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের মৌলিক নীতির লঙ্ঘন এবং ন্যায্য খেলাকে অস্বীকার করা। অন্য একটি ক্ষেত্রে সুবিধা বা সুবিধার জন্য একটি মামলা স্থানান্তরের প্রয়োজন হতে পারে, এমনকি কোনো পক্ষপাত জড়িত না থাকলেও। [৫৪৯ডি-ই]

(খ) বিশেষ আদালতের বিচারক হিসাবে একজন বর্তমান হাইকোর্টের বিচারক নিয়োগের বিধান কোন ব্যতিক্রমের জন্য উন্মুক্ত। যদিও প্রশ্নাতীতভাবে হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিরা সমাজে সম্মান ও সম্মানের অবস্থানে আছেন, তবে সংবিধানের পদে কেউ চোখ বন্ধ করে রাখতে পারে না যেখানে অনুচ্ছেদ ২১৭ অনুসারে, হাইকোর্টের একজন বর্তমান বিচারক একটি নির্দিষ্ট বয়সে না পৌঁছানো পর্যন্ত মেয়াদের নিরাপত্তা ভোগ করেন, অবসরপ্রাপ্ত বিচারক সরকারের সন্তুষ্টির সময় বিশেষ আদালতের বিচারক হিসাবে তার পদে অধিষ্ঠিত হবেন। আনন্দ মতবাদ বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতাকে ধ্বংস করে। একটি বিশেষ আদালতের সভাপতিত্বকারী একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারক, যিনি শক্তি এবং স্বাধীনতা প্রদর্শন করেন সরকার তাদের ক্ষুণ্ণ করতে পারে এবং যখন খুশি তার নিয়োগ বাতিল করা থেকে বাধা দেওয়ার কিছু নেই। দাখিলে এমন কোন জোর নেই যে যদি নিয়োগটি ভারতের প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ করে করতে হয়, তবে নিয়োগের অবসানের জন্যও একই পরামর্শের প্রয়োজন হবে। পরামর্শ করার বাধ্যবাধকতা অগত্যা একজন নির্বাহীর উপর চেক হিসাবে কাজ নাও করতে পারে যা দূরবর্তী একটি অসুবিধাজনক দায়িত্বশীলের জন্য নির্ধারিত হয়। [৫৪৯ এইচ; ৫৫০ বি-ই]

(গ) বিলের ৭ ধারা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২১ লঙ্ঘন করে যে পরিমাণে একজন ব্যক্তি যিনি হাইকোর্টের বিচারক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন তাকে শুধুমাত্র ভারতের প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ করে একটি বিশেষ আদালতের সভাপতিত্ব করার জন্য নিযুক্ত করা যেতে পারে। [৫৫০ ই]

(ঘ) বিলের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিটি যা থেকে ভুগছে তা হল একমাত্র বাধ্যবাধকতা যা বিশেষ আদালতের সভাপতিত্ব করার জন্য একজন ব্যক্তিকে মনোনীত করার সময় প্রকরণ ৭ কেন্দ্রীয় সরকারের উপর আরোপ করা একমাত্র বাধ্যবাধকতা হল ভারতের প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ করা। বিষয়টিকে ভারতের প্রধান বিচারপতির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে না, প্রকৃতপক্ষে অভিযুক্তের দৃষ্টিকোণ এবং সমাজের প্রত্যাশা ও সংবেদনশীলতার দৃষ্টিকোণ থেকে সরকারের দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখতে হবে না। এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ন্যায্য ও অপ্রীতিকর ন্যায়বিচারের নামে, বিশেষ আদালতে বিচারক নিয়োগের পদ্ধতিটি কেবল অভিযুক্তদের নয়, সমগ্র সম্প্রদায়ের আস্থাকে অনুপ্রাণিত করবে। ন্যায়বিচারের প্রশাসনের একটি সামাজিক মাত্রা রয়েছে এবং সমাজের বৃহত্তরভাবে নিরপেক্ষ এবং সমান-হাতে ন্যায়বিচারের একটি অংশ রয়েছে। [৫৫০ এইচ; ৫৫১ এ-বি]

৫. সত্য যে বিচারটি হাইকোর্টের একজন বিচারকের চেয়ে কম একজন ব্যক্তির দ্বারা অনুষ্ঠিত হবে এবং এই আদালতে আপিল করার অধিকার রয়েছে এই বিলের প্রধান সুরক্ষা। [৫৫২ এইচ]

৬. সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৩(১) এর অধীনে এই আদালতের উপদেষ্টার এখতিয়ার প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত মতামত সংবিধানের ১৪১ অনুচ্ছেদের অর্থের মধ্যে এই আদালত কর্তৃক ঘোষিত আইন হিসাবে বাধ্যতামূলক কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন, ভবিষ্যতের উপলক্ষ্যে আরও সম্পূর্ণভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে তবে আশা করা যায় যে এই রেফারেন্সে উদ্ভূত প্রশ্নগুলি নির্ধারণে যে সময় ব্যয় করা হয়েছে তা বৃথা যাবে না। যদিও এই আদালতের দ্বারা ইতিমধ্যেই স্থির করা প্রশ্নটি পুনঃপরীক্ষা করার জন্য এবং এটির দ্বারা পূর্বে গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনে বাতিল করার জন্য এই আদালত সর্বদা উন্মুক্ত, যেখানে ভারতের ভূখণ্ডের অন্যান্য সমস্ত আদালত উদ্বিগ্ন, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৩(১) এর অধীনে উপদেষ্টার এখতিয়ার প্রয়োগের ক্ষেত্রেও এই আদালতের দ্বারা প্রকাশিত মতামতের সাথে তাদের আবদ্ধ হওয়া উচিত। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে এটি নির্দেশ করা হয়েছিল যে পরামর্শমূলক এখতিয়ার অনুশীলনে দেওয়া মতামত নাও হতে পারে বাঁধাই, এটা মহান ওজন অধিকারী হয়। এটা আশ্চর্যজনক হবে যে দুটি প্রাইভেট পক্ষের মধ্যে বিবাদে আইনের প্রশ্নে এই আদালতের দেওয়া সিদ্ধান্তটি এই দেশের সমস্ত আদালতের জন্য বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত কিন্তু উপদেষ্টা মতামতটি কাউকেই আবদ্ধ করা উচিত নয়, এমনকি তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, এটি সমস্ত আগ্রহী পক্ষকে বিজ্ঞপ্তি জারি করার পরে, সংশ্লিষ্ট সকলের কথা শোনার পরে এবং রেফারেন্সে উত্থাপিত প্রশ্নগুলির সম্পূর্ণ বিবেচনার পরে দেওয়া হয়। এই আদালতের সামনে বিলের পক্ষে এবং বিপক্ষে যা কিছু বলা যেতে পারে তার প্রায় সবই দাবি করা হয়েছিল এবং এটির মতামতকে অসারতার অনুশীলন বলে মনে করা গভীর হতাশাজনক। [৫৫৩ ডি-জি]

*এস্টেট ডিউটি বিল, [১৯৪৪] এফ সি আর ৩১৭, ৩২০, ৩৩২, ৩৪১; ইউ.পি. আইনসভা, [১৯৬৫] ১ এস সি আর ৪৩১, ৪৪৬-৪৭; সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, [১৯৭৫] ১ এস সি আর ১৭৩, ২০১-২০২; অন্টারিওর অ্যাটার্নি-জেনারেল বনাম অ্যাটার্নি-জেনারেল কানাডার জন্য, [১৯১২] এস সি ৫৭১, ৫৮৯;*

রাম কিশোর সেন বনাম ভারতের ইউনিয়ন, এ আই আর ১৯৬৫ ক্যাল. ২৮২; ছাবিলদাস মেহতা বনাম লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি গুজরাট রাজ্য, ১৯৭০ ॥ গুজরাট ল রিপোর্টার ৭২৯; দ্য প্রভিন্স অফ মাদ্রাজ বনাম মেসার্স বোডু পাইদামা, [১৯৪২] এফসিআর ৯০; কেন্দ্রীয় প্রদেশের মামলা, [১৯৩৯] এফসিআর ১৮; এইচ. এম. সিরভাই দ্বারা ভারতের সাংবিধানিক আইন, ২য় সম্পাদনা ভলিউম ॥, পৃষ্ঠা ১৪১৫, অনুচ্ছেদ ২৫. ৬৮, উল্লেখ করা হয়েছে।

বিলের অধীনে মামলা বিচারের এখতিয়ার সহ উচ্চ আদালতকে বিনিয়োগ করা, পরিস্থিতিতে প্রতিটি দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বোত্তম সমাধান বহন করতে পারে। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিরা, তাদের বিবেচনার ভিত্তিতে, তাদের আদালতের বিচারকদের জন্য নির্দিষ্ট মামলাগুলি বরাদ্দ এবং বরাদ্দ করবেন। বিলম্ব এড়াতে এবং দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার জন্য, বিলের অধীনে মামলা বা মামলার বিচারের জন্য প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত হাইকোর্টের বিচারককে অন্য কোন কাজ অর্পণ করা যাবে না। এটি একটি নির্দিষ্ট মামলার বিচারের জন্য একটি নির্দিষ্ট বিচারকের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মনোনয়নকে এড়িয়ে যাবে। [৫৫৪ সি-ডি]

রেফারেন্সের উত্তরগুলি নিম্নরূপ:

(১) সংসদের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা রয়েছে বিশেষ আদালত তৈরি করার এবং প্রদান করার জন্য যে একটি আপীল সুপ্রিম কোর্টে একটি বিশেষ আদালতের যেকোন রায় বা আদেশের অধিকার অনুযায়ী হবে। বিলের অনুচ্ছেদ ২ এবং ১০(১) তাই সংসদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে; [৫৫৪জি-এইচ]

(২) বিলের অনুচ্ছেদ ৪(১) তে প্রদত্ত শ্রেণীবিভাগটি সেই পরিমাণে বৈধ যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার এমন ব্যক্তিদের দ্বারা জরুরী অবস্থার সময় সংঘটিত হয়েছে বলে অভিযোগের বিষয়ে একটি ঘোষণা দেওয়ার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভারতে উচ্চ সরকারী বা রাজনৈতিক অফিসে অধিষ্ঠিত। জরুরী অবস্থা ঘোষণার আগে অপরাধ করেছে বলে অভিযোগ করা ব্যক্তিদের জরুরী অবস্থার সময় অপরাধ করেছে বলে অভিযোগ করা ব্যক্তিদের সাথে বৈধভাবে গোষ্ঠীভুক্ত করা যাবে না। অতএব, ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫ এবং ২৫ জুন, ১৯৭৫ এর মধ্যে অপরাধ করেছেন বলে অভিযোগ করা ব্যক্তিদের বিষয়ে বিলের ৪ (১) অনুচ্ছেদের অধীনে একটি ঘোষণা করা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে যোগ্য নয়। [৫৫৫ এ-সি]

(৩) অপরাধের বিচারের জন্য বিলের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি যার বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বিলের ৪(১) অনুচ্ছেদের অধীনে বৈধভাবে ঘোষণা করতে পারে তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলি ছাড়া ন্যায্য এবং ন্যায্য:

(ক) বিলের অনুচ্ছেদ ৭ এ বিধান, যার অধীনে হাইকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে বিশেষ আদালতের বিচারক হিসেবে নিয়োগ করা যেতে পারে;

(খ) অনুচ্ছেদ ৭ এ বিধান, যার অধীনে ভারতের প্রধান বিচারপতির সম্মতি ছাড়াই কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা বিশেষ আদালতে একজন বিচারক নিয়োগ করা যেতে পারে; এবং

(গ) একটি বিশেষ আদালত থেকে অন্য আদালতে মামলা স্থানান্তরের বিধানের অনুপস্থিতি।

(ঘ) বিলটি অন্য সকল ক্ষেত্রে বৈধ এবং সাংবিধানিক। [৫৫৫ ডি-ই]

বিচারপতি, কৃষ্ণ আইয়ার (সহমত)

১. দুর্নীতি এবং দমন-হইজ্যাক উন্নয়ন প্রক্রিয়া, এবং, দীর্ঘমেয়াদে, জাতীয় অগ্রগতি পিছিয়ে থাকা মানে সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি সাংবিধানিক উপায়ে জনগণের আস্থা হ্রাস করা।

এবং তাই, এই ভারী-ওজন অপরাধী যারা প্রায়ই জনসাধারণের নৈতিক ভারোত্তোলন এবং বহুবিন্দু ইশতেহার দ্বারা জনগণকে বিভ্রান্ত করে তাদের ট্র্যাক করা এবং সংক্ষিপ্ত পরিবর্তন করা একটি জরুরী আইনী মিশন আংশিকভাবে আলোচিত বিলের দ্বারা গৃহীত। শীর্ষ পদে এই ধরনের অতি-অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া, আইনগত পালানোর পথ বন্ধ করে দেওয়া এবং দ্রুতগতিতে তাদের বিচারের মুখোমুখি করা, অতীতে কমিশন এবং কমিটিগুলির দ্বারা নিরর্থকভাবে উচ্চারিত একটি ইচ্ছা এবং গতিশীলতার একটি মাত্রা। আইনের শাসনের এই বিল, জনগণের পদত্যাগ করা নিন্দাবাদের বিপরীতে নতুন ভিত্তি ভেঙে দিয়েছে যে সমস্ত উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত, প্রতিবেদন এবং সুপারিশগুলি আইন প্রণয়ন এবং বিচারমূলক অসারতার মধ্যে শেষ হয়, যে এই সমস্ত কার্যকর অনুশীলন কেবল শব্দ এবং ক্রোধের কিছুই বোঝায় না। [৫৫৭ এ-বি]

২. (ক) অনুচ্ছেদ ২১ এর সাথে সংঘর্ষ এড়াতে প্রধান বিচারপতির দ্বারা উল্লিখিত বড় পরিবর্তন সহ এই প্রকৃতির একটি আইন এবং অনুচ্ছেদ ১৪-এর সাথে শর্তাবলীতে আসার জন্য বিস্তৃত কভারেজের সাথে এটি দীর্ঘ সময়ের অপেক্ষা। [৫৭৭ জি-এইচ]

(খ) এই অপরাধীরা সম্পূর্ণরূপে সাংবিধানিক বিলটিকে একটি পৃথক শ্রেণী হিসাবে পূরণ করে যা দ্রুত বিচার এবং উচ্চ বিচার বিভাগ দ্বারা চূড়ান্ত শাস্তির যোগ্য যদি সাংবিধানিক শৃঙ্খলার শ্রদ্ধা বিশ্বাস পুনরুদ্ধার এবং গণতান্ত্রিক উন্নয়ন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে জনগণের মধ্যে টিকিয়ে রাখতে হয়। বিলের প্রস্তাবনা এই অভিযোজনের প্রকাশক। [৫৫৮ সি]

(গ) এই আইনটিতে একটি যুক্তিসঙ্গত শ্রেণীবিভাগ নিহিত আছে, কিন্তু এটি বিপজ্জনকভাবে কম-অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কাছাকাছি এবং তাই, অসম। কারণ এটি একটি সুস্পষ্টভাবে বিস্তৃত নীতির একটি ছাঁটাই করা প্রক্ষেপণ যে উচ্চতর অপরাধীদের ফৌজদারি আইন দ্বারা জরুরী গতিতে মোকাবেলা করা হবে যাতে সাধারণ মানুষ জানতে পারে যে যখন ব্যক্তিগত লাভ বা ব্যক্তিগত প্রতিশোধের জন্য জনশক্তির অপব্যবহার করা হয় তখন আইনের শাসন দ্রুত তাদের পতন ঘটাবে এবং আইন অনুযায়ী দ্রুত বিচারের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনবে। এই অর্থে বৃহৎ প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের দ্রুত প্রেরণের সাথে বিচার করা হবে এবং দোষী হলে শাস্তি দেওয়া হবে। সমস্ত ফৌজদারি মামলায় দ্রুত বিচার এবং প্রাথমিক শাস্তির প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু, কাঁচা বাস্তববাদ পরামর্শ দেয় যে ধীর গতির ন্যায়বিচারের ক্ষয়কারী পরিস্থিতিতে দ্রুত বিচার এবং দ্রুত শাস্তির জন্য একটি বিশেষ মামলা রয়েছে যেখানে অপরাধী প্রশাসনিক পিরামিডের শীর্ষে বসে। [৫৫৮ এইচ; ৫৫৯ এ-সি]

(ঘ) বিলটি অবশ্যই নৈতিকভাবে ব্যর্থ হবে যদি এটি অ-জরুরী অপরাধীদের ছাড় দেয় যাদের সম্পর্কে পূর্ব কমিশন রিপোর্ট, সাক্ষ্য বহন করে। এই বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গিতে, জরুরী অবস্থা একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নয় এবং বিলটি প্রায় ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫ এর অপারেশনের পূর্ব-ডেটিং দ্বারা স্বীকৃতি দেয় যখন কোন 'জরুরী' ছিল না। [৫৫৯ জি]

৩. ফৌজদারি আদালতের পদ্ধতিটি দীর্ঘায়িত, আপীল এবং সংশোধন এবং তত্ত্বাবধানের এখতিয়ারের উপর আপীল রয়েছে, বিভ্রান্তিকর এবং প্রসিকিউশনের দ্রুত অবসান ঘটানো, বিচার বিভাগের মৌলিক প্রয়োজনীয়তাগুলিকে অবহেলা করে প্রশাসনের দ্বারা বিলম্বে অবদানের কথা না বলা। ভি.ভি.আই.পি ত্যাগ করা নিয়মিতভাবে বিলম্বিত আইনি প্রক্রিয়া দ্বারা মোকাবেলা করা অভিযুক্ত একটি অনিবার্য মন্দ হিসাবে অবিরাম বিলম্ব আত্মসমর্পণ করা হয়। অতএব, আদালত সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াগত সমতা সম্পর্কে চূড়ান্ত হওয়া উচিত নয় এবং বিশেষ পরিস্থিতি দ্বারা বাধ্যতামূলক পদ্ধতি উদ্ভাবনে সৃজনশীল হতে হবে। [৫৫৯ এইচ]

৪. (ক) অনুচ্ছেদ ১৪-এর বাগধারা অবিশ্বাস্য। কথিত অপরাধীর ক্ষমতার অবস্থা, কথিত অপরাধের প্রকৃতির সাথে সাথে জনসাধারণের আস্থা এবং দ্রুত মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা হল বলার কারণ। দেশের উচ্চ সরকারী বা রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি এবং এই ধরনের অপরাধ সংঘটনের সাথে জড়িত অন্যদের দ্বারা সংঘটিত একটি পাবলিক প্রকৃতির অপরাধের 'দ্রুত বিচার' হল বিষয়টির মূল বিষয়। [৫৬০ ডি]

(খ) সেই নিষ্পত্তি মন্ত্রের সময়, অনেকে জঘন্য আচরণের শিকার হয়েছিল। বিলের প্রস্তাবনার কথায়, নাগরিক স্বাধীনতা অনেকাংশে প্রত্যাহার করা হয়েছিল, জনগণের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকারগুলি স্থগিত করা হয়েছিল, প্রেসের উপর কঠোর সেন্সরশিপ স্থাপন করা হয়েছিল এবং বিচারিক ক্ষমতাগুলিকে অনেকাংশে হ্রাস করা হয়েছিল। [৫৬০ এফ]

মূর্তি ম্যাচ ওয়ার্কস ইত্যাদি ইত্যাদি বনাম সেন্ট্রাল এক্সাইজের কালেক্টর, ইত্যাদি, [১৯৭৪] এসসিআর ১৩০-এ ১২১, উল্লেখ করা হয়েছে।

(সি) বস্তু এবং কারণগুলি হল তথ্যপূর্ণ উপাদান যা আদালতকে একটি আইনের উদ্দেশ্য এবং পার্থক্যের সম্পর্ক, যদি থাকে, তাহলে শেষ পর্যন্ত নির্দেশ দেয়া জরুরী সময়কাল সম্পর্কে কিছুই সেখানে একটি স্বতন্ত্র চিহ্ন হিসাবে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় না। সুস্পষ্ট সংকেত হল যে উচ্চপদস্থ পাবলিক পুরুষদের দ্বারা পাবলিক কর্তৃত্বের সমস্ত অপব্যবহার, শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ক্রান্তিকর বিলম্ব ছাড়াই শাস্তি দেওয়া হবে। [৫৬১ এফ]

মোহাম্মদ সুজাত আলী ও অন্যরা বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যরা., [১৯৭৫] ১ এস সি আর ৪৭৭-এ ৪৪৯; গুজরাট রাজ্য এবং অন্যজন বনাম শ্রী আশ্বিকা মিলস লিমিটেড, আহমেদাবাদ, [১৯৭৪] এস সি আর ৭৮২-এ ৭৬০; উল্লেখ করা হয়েছে।

(ঘ) নাগরিক স্বাধীনতা দমন করা হয়েছিল, প্রেস সেন্সরশিপ বন্ধ করা হয়েছিল এবং বিচারিক ক্ষমতা হ্রাস করা হয়েছিল। এমনকি যদি স্বাধীনতা খর্ব করা না হতো, প্রেসকে আটকানো হতো না বা রিটের এখতিয়ার কমানো হতো না, ফৌজদারি বিচার এবং আপিল ও সংশোধন তাদের নিজেদের অন্তর্হীন বিলম্ব করত। এটি ফরেনসিক বিলম্ব যা কুক্ষিগত করতে হবে এবং জরুরী অবস্থার দুষ্ণতার সাথে এর খুব একটা সম্পর্ক নেই। ফৌজদারি বিচারের জন্য সীমাবদ্ধতার কোন আইন নেই। [৫৬৪ এফ; ৫৬৫ বি]

(ঙ) উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জনসাধারণ এবং রাজনৈতিক অপরাধীরা জরুরি অবস্থার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য নয় তবে দীর্ঘকাল ধরে একটি চলমান ধারা এবং বিডগুলিকে প্রবাহিত করার জন্য ন্যায্যভাবে প্রবাহিত হয়েছে, তাই, ভাল ন্যায্যতা ছাড়া একটি দুর্নীতির ধারাবাহিকতা কাটা যাবে না। [৫৬৫ ই-এফ]

(চ) তাহলে প্রশ্ন হল, উচ্চ সরকারী বা রাজনৈতিক দফতরে অ-জরুরী অপরাধীদের দ্রুত বিচারের নাগালের বাইরে রাখার সাংবিধানিক যৌক্তিকতা আছে কি না। এই ধরনের একটি বিল, এটি কর্পাস জুরিতে একটি স্থায়ী সংযোজন এবং জনসাধারণের জন্য সরকারকে বাধ্য করার এখতিয়ার হিসাবে উপলব্ধ ছিল, এমনকি যদি অফিসে থাকা একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে একটি মামলা করা হয়, তাহলে হাইকোর্টের একজন বর্তমান বিচারকের সামনে বিচার শুরু করা যায়, ক্ষমতার পিরামিডগুলিতে ছড়িয়ে পড়া দুর্নীতির জন্য একটি স্বাস্থ্যকর সংশোধন হবে। [৫৬৫ জি-এইচ]

(ছ) সাংবিধানিক নীতির ভিত্তিতে, এই অস্থায়ী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব যা অপরাধ এবং অপরাধীদের বিচ্ছিন্ন করে একটি ক্ষতিকর সময়ের মধ্যে বাকিদের থেকে যারা একই অশুভ সম্পত্তি ভাগ করে নেয়। যখন একটি পরিত্রাণমূলক বিকল্প পাওয়া যায়, আদালতের এটির জন্য নির্বাচন করা উচিত যখন আক্রমণটি অনুচ্ছেদ ১৪-এর অধীনে থাকে, বিকল্প দ্বারা নির্ধারিত সত্যের অনুমানগুলি যুক্তিসঙ্গত, অযৌক্তিক নয়। প্রস্তাবনায় এক্স-রে করা জরুরী অবস্থার শরীরস্থান, সমস্ত অন্ধকার ছায়া। ভয়ঙ্কর অত্যাচারের আদেশ বা থামানোর জন্য বা উচ্চ-হাতের অযৌক্তিকতাকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য কোনও আদালতকে বেআইনি বলা যাবে না। যদি এটি একটি সম্ভাব্য বিপদ হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই একটি বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হয়, এবং দায়িত্বহীন ক্ষমতা একবার খুলে ফেলা হলে, এই ধরনের অপব্যবহারের উদ্বোধন এবং বৃদ্ধি একটি বাধ্যতামূলক ধারাবাহিকতায় পরিণত হয়। সাংবিধানিক অত্যাচার শালীন গণতন্ত্রের জন্য অত্যাচার। জনগণের নার্দাস ব্রেকডাউনের সেই অবস্থায়, দুর্নীতি বা ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য আদালতে যাওয়ার এবং কর্তৃত্ব নিরঙ্কুশের বিরুদ্ধে মামলা করার অধিকার অলীক।

যদি আপনি উচ্চ পদে থাকা অপরাধের বিরুদ্ধে কথা বলেন, আপনি যদি ক্ষমতার অপব্যবহারের বিষয়ে আদালতে অভিযোগ করেন, তাহলে আপনাকে দ্রুত আটকে রাখা এবং গোপন নির্যাতন, বিচার বিভাগীয় ত্রাণ এবং প্রেস প্রচারের লোক-জায়েড দিয়ে স্বাগত জানানো হতে পারে। যদি এইসব ভয়ঙ্কর ঘটনা ধরে নেওয়া হয়, জরুরী মরসুম এবং এই বিলের আওতায় থাকা জঘন্য অপরাধের মধ্যে একটি ক্ষতিকর সম্পর্ক থাকতে পারে। এটি অনুসরণ করে যে ডিফারেন্সিয়া এবং বস্তুর মধ্যে একটি রেক্লাস অনুমান করা খুব বেশি পুনর্নির্মাণ নয়। [৫৬৭ এ-বি]

(জ) জরুরী বাড়াবাড়ির ভীতিকর দৃশ্যকল্পের সাথে কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া এবং অপব্যবহারের বিচার বিভাগীয় চেক ঘুমে যাওয়ার সময় দুর্নীতি ও দমন-পীড়ন বৃদ্ধির সাথে একটি সম্পর্ক ছিল। [৫৬৮ এ-বি]

(ঝ) জরুরী অবস্থার আগে এবং সময়কালে অপরাধের ধরণ একই। বিশেষ আইনটি যেটি বৈধতা দেয় তা হল তৎকালীন অবস্থার অস্বাভাবিকতা, দুর্নীতিমূলক কার্যক্রমের নিবিড় পর্যায় এবং পুরানো অপরাধগুলি খননের অযোগ্যতা। আঞ্চিক মিলস (উপরিউক্ত) হল শ্রেণীবিভাগের বিচারিক ন্যায্যতা। [৫৭০সি]

৫. (ক) বিলটি কিছু ক্ষেত্রে অসাংবিধানিকতার (অনুচ্ছেদ ১৪) কাছাকাছি বিপদজনকভাবে ঘোরানো করে, তবে নজিরগুলির মধ্যে নিহিত বাস্তববাদী নীতিগুলির প্রয়োগের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে, তবুও, অতি রাজনৈতিক অপরাধীদের সাথে দৃঢ়ভাবে এবং অবিলম্বে মোকাবেলা করার জন্য একটি স্থায়ী আইন দ্বারা সামাজিক ন্যায়বিচারের ন্যায়বিচার করা সর্বোত্তম, কারণ এই 'অস্পৃশ্য' এবং 'অনুপস্থিত' ক্ষমতার চালকরা উন্নয়নশীল দেশগুলিতে উন্নয়নের অবিরাম সঙ্গী হয়ে উঠেছে। [৫৭০ ই]

ছাগানলাল মগনলাল (পি) লিমিটেড বনাম গ্রেটার বোম্বের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং অন্যান্য, [১৯৭৫] ১ এসসিআর ১, উল্লেখ করা হয়েছে।

(খ) পদ্ধতির মৌলিক ন্যায্যতা প্রয়োজন। বস্তুর সাথে একটি বোধগম্য পার্থক্য এবং বুদ্ধিমান নেক্সাস সহ একটি বৈধ শ্রেণিবিন্যাস প্রয়োজন। শ্রেণির মধ্যে একজনের জন্য আরও কঠিন পদ্ধতি এবং অন্যটির জন্য যথেষ্ট ভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করার কোন সম্ভাবনা থাকা উচিত নয়। এই ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতা অনুচ্ছেদ ১৪ লঙ্ঘন করে। [৫৭১ ডি]

(গ) বিলের অধীনে এবং সাধারণ কোডের অধীনে সুবিধাগুলি সমানভাবে ন্যায্য বলে ধরে নিয়ে, সরকার কি লট বা তাদের নামের প্রথম অক্ষরের ভিত্তিতে সাধারণ আদালত বা বিশেষ আদালতে একটি বা অন্যটিকে নির্দেশ করতে পারত, তাদের গায়ের রং নাকি অজ্ঞান মত? নং শিল্প প্রজ্ঞা ১৪ এমন বাতিক সহ্য করবে না। শ্রেণীবদ্ধ বা ধ্বংস, সংবিধানের অধীনে অনমনীয় সমতা থেকে বৈধ অব্যাহতির ক্লাসিক পরীক্ষা। [৫৭১ ই-এফ]

(ঘ) রেফারেন্স দ্বারা উত্থাপিত সমস্যার নিশ্চিত সমাধান, বিলের বর্তমান উদ্দেশ্যের সাথে ধারাবাহিকভাবে, হাইকোর্টকে নতুন এখতিয়ারের তত্ত্বাবধায়ক করা। [৫৭১জি]

বিচারপতি, উন্টওয়ালিয়া (সংখ্যাগরিষ্ঠের সাথে একমত)

১) ফেডারেল কোর্ট বা এই আদালতের দ্বারা উত্তর দেওয়া আগের রেফারেন্সগুলির মধ্যে একটি নজির এই বিশেষ রেফারেন্সে যা ঘটেছে তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বা অভিন্ন পাওয়া যায়। আদালত থেকে এমন কিছু পরামর্শ দেওয়ার পদ্ধতি অবলম্বন করার মধ্যে কোন ক্ষতি নেই যা একটি বিলের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সাংবিধানিক আক্রমণকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। এটা প্রয়োজন নাও হতে পারে বা এমনকি সংবিধানের ১৪৩ অনুচ্ছেদের অধীনে সমস্ত রেফারেন্সে এই ধরনের একটি কোর্স গ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। কিন্তু যদি কিছু ক্ষেত্রে এটি করা সমীচীন হয়, যেমন তাত্ক্ষণিকভাবে এটি করা হয়েছিল, এটি বিল থেকে কোনও প্রযুক্তিগত ত্রুটি দূর করতে জনসাধারণের অনেক সময় এবং অর্থ সাশ্রয় করে যদি সরকার মনে করে যে এটি করতে রাজি হতে পারে। বিলটি নিজেই একটি আইন নয়। সংসদে পাস হলে এটি একটি আইন হবে।

কিন্তু এমনকি বিলের পর্যায়ে যখন এই আদালতের মতামত চাওয়া হয়, প্রদত্ত ক্ষেত্রে কিছু পরামর্শ দেওয়া এবং অতঃপর সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবসমূহের গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে রেফারেন্সের উত্তর দিতে হবে। অন্যথায়, এই আদালতের পক্ষে রেফারেন্সের উত্তর দেওয়া যেমানান কারণ এটি আদালতের পরামর্শের সাথে সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া ছাড়গুলিকে বিবেচনায় না নিয়ে। এটা স্পষ্ট যে ৩ নং উত্তরে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতে নির্দেশিত তিনটি দুর্বলতাই সরকার কর্তৃক লিখিতভাবে গৃহীত হওয়ার পরে অদৃশ্য হয়ে যায় যে কথিত তিনটি দুর্বলতা সম্পর্কে আদালতের দেওয়া তিনটি পরামর্শ, যথা, ৩ (বি), এবং ৩ (সি) বিল থেকে সরানো হবে। [৫৭২ ডি-এ]

২. একটি বিশেষ আদালত থেকে অন্য আদালতে মামলা স্থানান্তরের বিধানের অনুপস্থিতি, পদ্ধতিটিকে অন্যায বা স্বৈচ্ছাচারী করে তোলে। কিন্তু কথিত দুর্বলতা, ৩(এ) এবং (বি), পদ্ধতিটিকে অন্যায বা স্বৈচ্ছাচারী করে না। ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত পরামর্শের পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর ৩ তে গণনা করা তিনটি দুর্বলতার (এ), (বি) এবং (সি) কোনটির ক্ষেত্রে পদ্ধতিটি অন্যায বা স্বৈচ্ছাচারী হওয়ার প্রশ্ন নেই। তাই রেফারেন্সটি সেইসব ছাড়ের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধিত হয়েছে এবং আদালতকে এখন সংশোধিত রেফারেন্সের উত্তর দিতে হবে যার অর্থ রেফারেন্স যেন প্রস্তাবিত বিলটি সরকার কর্তৃক প্রদত্ত তিনটি ছাড়কে অন্তর্ভুক্ত করে। এইভাবে বিলে নির্ধারিত পদ্ধতি নিঃসন্দেহে ন্যায্য ও ন্যায্য হয়ে ওঠে এবং আর কোনো অর্থেই স্বৈচ্ছাচারিতা থাকে না। [৫৭৩ সি-ডি]

বিচারপতি, শিংহাল (বিরোধিতা)

বিলের ৫ ও ৭ অনুচ্ছেদ অসাংবিধানিক ও অবৈধ। [৫৭৩ এইচ]

১) (ক) সাধারণ ফৌজদারি আদালতগুলিকে উল্লিখিত অপরাধের বিচার থেকে বাদ দেওয়ার জন্য বিলের উদ্দেশ্য এবং কারণগুলির বিবৃতিতে যে কারণটি দেওয়া হয়েছে তা হল কাজের ভিড় এবং সেই মামলাগুলি মোকাবেলা করার জন্য তাদের নিকৃষ্ট মর্যাদা বা অক্ষমতা নয়। বিলের সেই উদ্দেশ্যটি সাধারণ ফৌজদারি আদালতের মতো একই বিভাগের অতিরিক্ত আদালত তৈরি করে এবং বিচারে এড়ানো যায় এমন বিলম্ব বাদ দেওয়ার জন্য সেই প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনীয় বিবেচিত যে কোনও পদ্ধতিগত পরিবর্তন করার মাধ্যমে পরিবেশন করা হত। [৫৭৪ এফ]

(খ) সাধারণ ফৌজদারি আদালতগুলিকে আরও কাজের বোঝা থেকে বাঁচানোর জন্য এবং বিবেচনা করা মামলাগুলিকে দ্রুত সমাপ্ত করার জন্য এই ধরনের অতিরিক্ত আদালত তৈরি করা হলে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। যা প্রচলিত আইনে অনুমোদিত ছিল। কিছু পদ্ধতিগত পরিবর্তন প্রয়োজন মনে করলেও সেগুলো আইনের কাঠামোর মধ্যেই করা যেত। বিলে যে বিশেষ আদালতের কথা বলা হয়েছে, সেগুলি হল, আদালত, যেগুলির মতো ফৌজদারি কার্যবিধি বা অন্য কোনও আইনে দেওয়া হয়নি, এবং প্রকৃতপক্ষে দেশের ফৌজদারি আইনে অজানা, [৫৭৪ জি]

(গ) সংবিধান বিবেচনা করে যে হাইকোর্ট ব্যতীত একটি রাজ্যের সমস্ত দেওয়ানী এবং ফৌজদারি আদালত অধস্তন আদালত ছাড়া অন্য কোন হবে না যার উপরে উচ্চ আদালত সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধান এবং নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করবে এবং সেই আদালতের প্রিজাইডিং অফিসাররা হাইকোর্টের নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং অন্য কোন কর্তৃপক্ষের অধীনে থাকবে না। দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিষয়ে প্রতিটি আদালতের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য এটি প্রয়োজনীয়। [৫৭৬ ডি]

(ঘ) দেওয়ানী ও ফৌজদারি আদালত ২৩৬ অনুচ্ছেদে ব্যক্ত বা দেওয়ানী ও ফৌজদারি কার্যবিধিতে বিদ্যমান কোনো পদবি ছাড়া অন্য কোনো উপাধি সহ একটি রাষ্ট্র গঠন বা প্রতিষ্ঠা করা অনুমোদিত হতে পারে, কিন্তু তা এটা বলা থেকে অনেক দূরে যে সংবিধানে বর্ণিত আদালত ব্যতীত আদালতের উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠা করা বৈধ। [৫৭৬ ই]

২) (ক) সংবিধানে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতের প্রয়োজনীয় পরিপূরক সহ দেশে একটি শক্তিশালী, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় প্রশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট এবং কার্যকর বিধান করা হয়েছে। সংসদ বা রাজ্য আইনসভার জন্য সংবিধানের সেই পরিকল্পনাকে উপেক্ষা করা বা বাইপাস করা অনুমোদিত নয় একটি রাজ্যে একটি উচ্চ আদালতের সমান্তরাল একটি দেওয়ানি বা ফৌজদারি আদালত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বা একটি অতিরিক্ত বা অতিরিক্ত বা একটি দ্বিতীয় হাইকোর্ট বা হাইকোর্টের অধস্তন আদালত ছাড়া অন্য কোনো আদালতের মাধ্যমে। এই ধরনের যেকোন প্রচেষ্টা অসাংবিধানিক হবে এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতার উপর আঘাত হানবে যা এত মহৎভাবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং বছরের পর বছর ধরে এত যত্ন সহকারে লালনপালন করা হয়েছে। [৫৭৬ ডি]

(খ) সংবিধান রাজ্যে জেলা বিচারক এবং অন্যান্য বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিয়োগের বিধান করে। বিপুল সংখ্যক মামলায় এই আদালত ঘোষণা করেছিল যে এটি হাইকোর্ট যা রাষ্ট্রীয় বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণের একমাত্র তত্ত্বাবধায়ক যা প্রকৃতপক্ষে একটি স্বাধীন বিচার বিভাগীয় প্রশাসনের জীবন রক্ত এবং যে কোনও প্রকৃত বিচারিক ভবনের ভিত্তি। এমনকি হাইকোর্টের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা ম্যাজিস্ট্রেটদের অস্তিত্ব বা অব্যাহত থাকার বিষয়টিও সংবিধান কাম্য বলে মনে করেনি। এটা সন্দেহহীন যে সংবিধান হাইকোর্টের অধীনস্থ নয় এমন জেলা বিচারকের সভাপতিত্বে আদালতের মর্যাদার ফৌজদারি আদালত প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয় না এবং হাইকোর্টের অনুরূপ আদালত প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয় না বা হাইকোর্টের সমান্তরাল আদালত। [৫৭৭ সি; ৫৭৮ A-B]

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বনাম নুপেন্দ্র নাথ বাগচী, [১৯৬৬] ১ এস সি আর ৭৭১, চন্দ্র মোহন এবং অন্যান্য, বনাম ইউ.পি রাজ্য ও অন্যান্য [১৯৬৭] ১ এস সি আর ৭৭; আসাম রাজ্য ইত্যাদি বনাম রাজা মোহাম্মদ ও অন্যান্য, [১৯৬৭] এস সি আর ৪৫৪; ওড়িশা রাজ্য বনাম সুধাংসু শেখর মিশ্র ও অন্যান্য, [১৯৬৮] ২ এস সি আর ১৫৪; আসাম রাজ্য এবং অন্য বনাম এস এন সেন ও অন্যান্য, [১৯৭২] ২ এস সি আর ২৫১; শমসের সিং ও অন্যান্য বনাম পাঞ্জাব রাজ্য [১৯৭৫] ১ এস সি আর ৮১৪; পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট বনাম হরিয়ানা রাজ্য এবং অন্যান্য, ইত্যাদি, [১৯৭৫] এস সি আর ৩৬৫; হরিয়ানা রাজ্য বনাম ইন্দর প্রকাশ আনন্দ, এ.আই.আর. ১৯৭৬ এসসি ১৮৪১; অন্ধ্রপ্রদেশের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বনাম এল ডি এ দিক্সিতুলু ও অন্যান্য [১৯৭৯] ১ এস সি আর ২৬, উল্লেখ করা হয়েছে.

(গ) ফৌজদারি কার্যবিধি ১৯৭৩-এর ধারা ৬ বা ফৌজদারি আইন সংশোধনী আইন, ১৯৬২-এর ধারা ৬ এই যুক্তিটিকে সমর্থন করে না যে বিলটিতে বিবেচনা করা প্রকৃতির বিশেষ আদালতগুলি সংবিধানের পরিকল্পনার অধীনে তৈরি করা হবে। যদিও ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৬-তে বলা হয়েছে যে এতে বর্ণিত ফৌজদারি আদালতের পাঁচটি শ্রেণি হাইকোর্ট এবং আদালতের অতিরিক্ত হবে যা কোনো আইনের অধীনে গঠিত হতে পারে, এটি বলা যাবে না যে এটি সমান্তরাল আদালত গঠনের বিধান করে বা হাইকোর্ট বা ফৌজদারি আদালতের মতো একই ভিত্তিতে যা হাইকোর্টের অধীনস্থ নয়। একইভাবে, ফৌজদারি আইন সংশোধনী আইনের ধারা ৬-এর অধীনে নিযুক্ত বিশেষ বিচারকরা হাইকোর্টের অধীনস্থ এবং সংবিধান দ্বারা পরিকল্পিত বিচার বিভাগের স্বাধীনতার পরিকল্পনায় উপযুক্ত। [৫৭৮ ই-এফ]

(ঘ) সংবিধানের XIVA অংশের রেফারেন্স দ্বারা বিশেষ আদালত গঠনের ন্যায্যতা দেওয়ার প্রচেষ্টা যা প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠার বিধান করে তা টিকিয়ে রাখা যায় না কারণ এই ধরনের ট্রাইব্যুনাল ভারতীয় দণ্ডবিধিতে উল্লেখ করা অপরাধের বিচারের জন্য নয়। তাদের বলা যেতে পারে আধা-বিচারিক ট্রাইব্যুনাল, [৫৭৯ ডি]

(ঙ) বিলের ধারা ২ দ্বারা বিবেচনা করা বিশেষ আদালতগুলি হাইকোর্টের মতো একই স্তরে থাকবে না এবং অন্তত বলতে গেলে, কম বা নিম্নমানের আদালত হবে। [৫৭৯ ই]

(চ) বিলের ৭ নং ধারায় বলা হয়েছে যে একটি বিশেষ আদালতের সভাপতিত্ব একটি উচ্চ আদালতের একজন "বসা বিচারক" দ্বারা করা হবে, তবে এটি করা অনুমোদিত বা উপযুক্ত হবে না কারণ সেই আদালত উচ্চ আদালতের চেয়ে কম এবং নিম্নমানের। সমস্ত সম্ভাবনায়, হাইকোর্টের বর্তমান বিচারকগণ বিশেষ আদালতের সভাপতিত্বকারী বিচারক হিসাবে কাজ করতে অস্বীকার করবেন এবং সংবিধানে এমন কোন বিধান নেই যার অধীনে তাদেরকে বাধ্য করা যেতে পারে বা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আদেশ দেওয়া যেতে পারে সেখানে সেবা করতে। এই ঘটনাটি বিলের বিধানগুলিকে অকার্যকর করে তুলবে। যে কোনো হারে বিলের বিধান অকার্যকর হাইকোর্টের বর্তমান বিচারপতির বিশেষ আদালতের সভাপতিত্বকারী বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে রাজি নাও হতে পারেন, এবং তাদের প্রত্যাখ্যান বিচার প্রশাসনকে বিব্রত করবে এবং বিচার বিভাগের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করবে বিলের ৭ ধারার জন্য প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ করে তাদের মনোনয়নের বিধান রয়েছে। [৫৭৯ এফ-এইচ]

৩) (ক) আইনের সামনে সমতা, বা বর্তমান বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে বলতে গেলে, ফৌজদারি বিচারে সমতা, সমস্ত গণতান্ত্রিক সরকারের সার্বজনীন লক্ষ্য, কারণ কেউ কখনও অস্বীকার করতে পারে না যে অপরাধের জন্য অভিযুক্ত সমস্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই, আইন, বিচার বারে একই পায়ে দাঁড়ানো। যে সমতা শুধুমাত্র এক অভিযুক্ত এবং অন্য মধ্যে নিশ্চিত করা উচিত, কিন্তু প্রসিকিউশন এবং অভিযুক্তদের মধ্যে। সংবিধানে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য সতর্কতার সাথে, নিশ্চিতভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে এটির ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ২১ নিজেই, এটি বের করার জন্য যথেষ্ট। [৫৮০ সি-ডি]

(খ) অনুচ্ছেদ ২১-এর গ্যারান্টি পূরণের জন্য ফৌজদারি মামলার বিচারের জন্য আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিটি ন্যায্য, ন্যায্য এবং যুক্তিসঙ্গত হতে হবে এবং কল্পনাপ্রসূত, নিপীড়নমূলক বা স্বৈচ্ছাচারী নয়। বিলের ৫, ৭ এবং ৮ ধারাগুলি একত্রিত করে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন বিচারকের সভাপতিত্বে বিশেষ আদালত দ্বারা অভিযুক্তদের বিচারের বিধান রয়েছে এবং ধারা ৪, ৫ এবং ৭ বিশেষ আদালতকে মনোনীত করার ক্ষমতা ন্যস্ত করে, যেখানে একজন অভিযুক্তের বিচার একমাত্র সেই সরকারেই হবে। বিলাটি কেন্দ্রীয় সরকারকে তার মনোনীত বিচারকদের মধ্যে কোন অভিযুক্তের বিচার করবে তা নির্ধারণ করতে সক্ষম করে। এইভাবে যদি দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা বেশ কয়েকটি বিশেষ আদালত তৈরি করা হয় এবং সেগুলি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মনোনীত বিচারকদের দ্বারা সভাপতিত্ব করা হয়, তবে দিল্লিতে বিচারযোগ্য যে কোনও বিশেষ মামলার জন্য বিচারক মনোনীত করার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে। এই ধরনের পদ্ধতিকে অনুচ্ছেদ ২১-এর অর্থের মধ্যে ন্যায্য, ন্যায্য এবং যুক্তিসঙ্গত বলা যায় না এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতার উপর গুরুতর লঙ্ঘনের পরিমাণ। [৫৮১ জি; ৫৮২ ডি-এফ]

(গ) কেন্দ্র সরকার বা রাজ্য সরকার একটি নির্দিষ্ট মামলা মোকাবেলার জন্য সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টের একজন বিচারপতিকে মনোনীত করার প্রশ্ন ওঠে না এবং উঠতে পারে না। তাই অধস্তন আদালতের বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেটদের ক্ষেত্রেও উচ্চ আদালত কর্তৃক তাদের নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট আইনে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে কোনো বিশেষ অভিযুক্তের বিচারে সভাপতিত্ব করার জন্য নির্বাহী বিভাগের জন্য কোনো নির্দিষ্ট বিচারক বা ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা বৈধ নয়। এটি ন্যায্য, ন্যায্য এবং যুক্তিসঙ্গত এবং অভিযুক্তকে যেকোনো সম্ভাব্য নিপীড়ন থেকে মুক্তি দেয়। [৫৮৩ এ-বি]

(ঘ) তদুপরি, বিশেষ আদালতে বিচারের ক্ষেত্রে, উত্তরসূরি সরকারের ফিয়ার্ট দ্বারা বিচার, যদিও, ন্যায্য, সন্দেহের সাথে লক্ষ্য করা যায়। বিচার যে রাজনৈতিক বিবেচনায় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, যে এটি ন্যায্যসঙ্গত ও সুষ্ঠু হবে না বা এটি অন্যায়ের দিকে নিয়ে যাবে, এমন সন্দেহ অভিযুক্তদের মনে লুকিয়ে থাকবে। তাই অভিযুক্তসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে তা বোঝাতে হবে বিচারের আদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে নির্বাহীর সর্বোত্তম অভিপ্রায় ছিল এবং একটি খোলা ও নির্ভীক পদ্ধতিতে বিচারের জন্য একটি ন্যায্য ও সোজা এগিয়ে যাওয়ার পদ্ধতি এবং বিচারকদের মধ্যে পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা করেছিলেন। [৫৮৩ সি এবং ই]

(ঙ) যদি বিচারের ফলাফলকে সামগ্রিকভাবে জনগণের সাথে প্রত্যয় বহন করতে হয় এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের টিকে থাকার জন্য এবং রাজনৈতিক পরিচ্ছন্নতার জন্য অপরাধ করেছেন এমন ব্যক্তিদের প্রকৃত চরিত্রের সাথে তাদের পরিচিত করার জন্য বিলের বস্তু ও কারণের বিবৃতিতে যেমন বলা হয়েছে, ৪ ধারার অধীন ঘোষণাকারী ব্যক্তিদের স্বার্থে অভিযুক্তসহ সকলকে বোঝানোর জন্য যে বিচারটি উদ্দেশ্যমূলকভাবে দর্শনীয় নয় এবং যারা এর মুখোমুখি হচ্ছেন তাদের প্রকাশ করে না, সাধারণ আইনের অধীনে সাধারণ বিচারে অন্য কোনো অভিযুক্তের নেওয়া ঝুঁকির চেয়ে বেশি ঝুঁকিতে। মানবিক মর্যাদা সংবিধানে নিহিত একটি ধারণা এবং এই ধনটি আমাদের সকল সহ-নাগরিকদের অমূল্য সম্পদ এবং দৃঢ় আশা হওয়া উচিত, যাদের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত অপরাধের জন্য বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। [৫৮৩ এফ-এইচ]

(চ) বর্তমান বিলের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা হস্তান্তর করে নির্বাহী বিভাগে ন্যস্ত করার একটি প্রচেষ্টা বিচার বিভাগের স্বাধীনতার উপর একটি গুরুতর অনুপ্রবেশ এবং এটি গুরুতর পরিণতিতে পরিপূর্ণ। সুতরাং, এটিকে একেবারে শুরুতেই নামিয়ে দেওয়া হয়েছে কারণ এটি অন্যথায় এমন একটি সম্ভাবনার জন্ম দিতে পারে যা কল্পনা করা খুব ভয়ঙ্কর এবং আইনের অনুমোদন পাওয়ার জন্য খুব বিপজ্জনক। [৫৮৪ এইচ]

লিয়ানাগে ও অন্যান্য বনাম রেজিনা [১৯৬৬] ১ অল ই.আর. ৬৫০ উল্লেখ করা হয়েছে।

পরামর্শের এখতিয়ার: ১৯৭৮ সালের বিশেষ রেফারেন্স নং ১ (ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৩(১) এর অধীনে)।

এস.ভি. গুপ্তে, অ্যাটর্নি জেনারেল, আর.এন. সাচে এবং ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেলের জন্য ভারতের ইউনিয়নের আর.বি. দাতার।

এস.এন. কাকার, সলিসিটর জেনারেল, আর. এন. সাচে এবং এস. মারখান্দায়া।

কে ডি চ্যাটার্জি, অ্যাড জেনারেল (বিহার), অ্যাডভোকেট জেনারেল (বিহার)-এর পক্ষে ইউ.পি. সিং।

এ কে মালিক, অ্যাড. জেনারেল, (জে ও কে), আলতাফ আহমেদ এবং ব্রিজ বিহারী সিং এ.জি., জে ও কে।

আর.এন. বাইরা রেড্ডি, অ্যাড. জেনারেল., এস.এস. রে এবং একে. সেন. এন. নেটার, জে.এস. সিনহা এবং মিসেস আলভা মার্গারেট এ.জি. কর্ণাটকের জন্য

আব্দুল খাদের, অ্যাড. জেনারেল, কে.এম. কে. নাইর, এ.জি., (কেরল) এর জন্য।

আর এস ভোঁসলে, অ্যাড. জেনারেল, (মহারাষ্ট্র), ভি.সি. কোতওয়াল এবং এম.এন. শ্রফ, এজি মহারাষ্ট্রের জন্য।

বি এম পাটনায়েক, অ্যাড. জেনারেল, (উড়িষ্যা), মিস উমা মেহতা এবং আর. কে. মেহতা এ.জি., (উড়িষ্যা)।

আর কে রাস্তোগী, অ্যাড. জেনারেল (রাজস্থান), এস.এম. জৈন এবং এম.আই. খান, এ.জি., রাজস্থানের জন্য।

ভি.পি. রমন, অ্যাড. জেনারেল (তামিলনাড়ু) এবং এ. ভি রাঙ্গাম, এ.জি., তামিলনাড়ুর জন্য।

ওপি রানা, এজি (ইউপি) এর জন্য।

এস কে আচার্য, অ্যাড. জেনারেল (পশ্চিমবঙ্গ), সুকুমার বসু এবং জি এস চ্যাটার্জি, এজি, পশ্চিমবঙ্গের জন্য।

এফ.আর. মৃদুল, এইচ.কে. পূর্ত, বিজেন্দ্র জৈন, অরুণাশ্বর গুপ্ত, বিবেক শেঠি এবং বিজয় বহল, হস্তক্ষেপকারীর জন্য (মি. ভি. সি. শুক্লা)।

জে.এস. ওয়াসু এবং ও.পি. শর্মা, হস্তক্ষেপকারীর (গয়ানি জৈল সিং) জন্য।

এম.সি. ভান্ডারে এবং ও.পি. শারিনা, হস্তক্ষেপকারীর (হরিদেও যোশী) জন্য।

এ কে সেন, বিশ্বর লাল এবং মিস মনীষা গুপ্ত হস্তক্ষেপকারীর (ধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারী) জন্য।

এম.সি. ভান্ডারে, মিসেস সুনন্দা ভান্ডারে, আর. নাগরথনাম, ওয়াজির সিং এবং মিস মালিনী পোডুভাল, হস্তক্ষেপকারীদের জন্য (বংসি লাল, শিব কুমার আগরওয়াল এবং সুরিন্দর সিং)।

এ.এস. বোবদে, এম.আর. বারোট, মিসেস সুনন্দা ভান্ডারে, আর. নাগরথনাম, ওয়াজির সিং, মিস মালিনী পোডুভাল এবং আর.এন. মিত্তাল, হস্তক্ষেপকারীর (সি. এম. স্টিফেন) জন্য।

ফ্র্যাঙ্ক অ্যানথনি, মিসেস এস. ভান্ডারে, এম.আর. বারোট, আর.এন. মিত্তাল, আর. নাগরথনাম এবং মিস মালিনী পোডুভাল, হস্তক্ষেপকারীর (কমিলাপতি ত্রিপাঠী)।

পি. শিব শঙ্কর এবং বি. গোবর্ধন, হস্তক্ষেপকারীর (পর্ণব মুখার্জি) জন্য।

ডি.ডি. চাওলা এবং এন.এস. দাস বাহল, হস্তক্ষেপকারীর (আর. কে. ধাওয়ান) জন্য।

শিব পুজেন সিং, হস্তক্ষেপকারীর জন্য (জগমোহন এবং পি. এস. ভিন্ডার)।

এম.সি. ভান্ডারে, এন. নেত্তার, জে.এস. সিনহা এবং মিসেস আলভা মার্গারেট হস্তক্ষেপকারীর জন্য (দেব রাজ উরস)।

এ.এন.কারখানিস, হস্তক্ষেপকারীর জন্য (নারায়ণ দত্ত তিওয়ারি)।

এ.এস. বোবদে, জে.এন. মিশ্র, ভি.সি. মহাজন, রাম লাল, ডি. গোবর্ধন, হস্তক্ষেপকারীদের জন্য (জগন্নাথ মিশ্র এবং রাম লাল)।

এ.জি. নুরানি, মিস রানি জেঠামালানি এবং এইচ.এন. হিঙ্গোরানি, হস্তক্ষেপকারীর (রাম জেঠামালানি) জন্য।

পি. শিব শঙ্কর, ফ্র্যাঙ্ক অ্যান্টনি, পি. পি. রাও এবং জি.এন. রাও, অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্যের হস্তক্ষেপকারী।

এস এস রায়, পিএন রামালিঙ্গম এবং এ টি এম সম্পাথ আবেদনকারী হস্তক্ষেপকারীর জন্য (জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য এবং অ্যাডভোকেট জেনারেল, হরিয়ানার জন্য)।

এস.সি. মোহন্ত, অ্যাড. জেনারেল (হরিয়ানা), নওবত সিং (ডিঅয়ায় অ্যাড. জেনারেল), আর. এন. সাচে এবং গিরিশ চন্দ্র, অ্যাডভোকেট জেনারেল, হরিয়ানার হয়ে।

প্রধান বিচারপতি, চন্দ্রচূদ, বিচারপতিগণ, ভগবতী, সরকারিয়া এবং ফজল আলী এবং নিজের পক্ষে মতামত প্রদান করেন। বিচারপতিগণ, কৃষ্ণ আইয়ার, উন্টওয়ালিয়া এবং সিংহল, পৃথক মতামত প্রদান।

প্রধান বিচারপতি, চন্দ্রচূদ.- ১ আগস্ট, ১৯৭৮-এ ভারতের রাষ্ট্রপতি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৩(১) এর অধীনে এই আদালতে একটি রেফারেন্স দিয়েছেন যে প্রশ্নটি বিবেচনার জন্য "বিশেষ আদালত বিল, ১৯৭৮" বা এর কোনো বিধান যদি কার্যকর করা হয়, সাংবিধানিকভাবে অবৈধ হবে রেফারেন্সের সম্পূর্ণ পাঠ্য নিম্নরূপ:

"যেহেতু কমিশন অফ ইনকোয়ারি অ্যাক্ট, ১৯৫২ (১৯৫২ সালের কেন্দ্রীয় আইন ৬০) এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কিছু তদন্ত কমিশন রিপোর্ট জমা দিয়েছে যা ইঙ্গিত দেয় যে ২৫ জুন, ১৯৭৫ তারিখে জরুরি অবস্থা ঘোষণার সময় এবং সেই ঘোষণার ঠিক আগের সময়কালে উচ্চ রাজনৈতিক ও সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের দ্বারা বিভিন্ন অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বলে বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে;

এবং যেহেতু এই ধরনের অপরাধের তদন্ত আইন অনুযায়ী করা হচ্ছে এবং শীঘ্রই সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে;

এবং যেহেতু পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে ব্যক্তিদের বিষয়ে তদন্তে প্রকাশ করা হয়েছে যে প্রাথমিকভাবে একটি মামলা করা হয়েছে তাদের সেই উদ্দেশ্যে গঠিত বিশেষ আদালতে দ্রুত বিচার করা উচিত;

এবং যেখানে একটি প্রস্তাব করা হয়েছে যে বিলের আদলে এই ধরনের অপরাধের দ্রুত বিচারের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক বিশেষ আদালত গঠনের জন্য আইন প্রণয়ন করা উচিত, যার একটি অনুলিপি এখানে সংযুক্ত করা হয়েছে (এর পরে "বিল" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে);

এবং যেহেতু বিলের সাংবিধানিক বৈধতা এবং এর বিধান সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে;

এবং যেহেতু বিলের বিধানগুলির সাংবিধানিক বৈধতার সম্ভাবনা রয়েছে, যদি প্রণীত হয়, এবং এর অধীনে গৃহীত কোনো পদক্ষেপ, দীর্ঘস্থায়ী এবং এড়ানো যায় এমন মামলা-মোকদ্দমা জড়িত আইনের আদালতে চ্যালেঞ্জ করা হয়;

এবং যেহেতু এখানে আগে যা বলা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে, আমার কাছে মনে হচ্ছে যে পরবর্তীতে আইনের প্রশ্ন উঠার সম্ভাবনা রয়েছে এবং এটি এমন প্রকৃতির এবং এমন জনগুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়ে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের মতামত নেওয়া সমীচীন;

এখন, তাই, সংবিধানের ১৪৩ অনুচ্ছেদের ধারা (১) দ্বারা আমাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য, আমি, ভারতের রাষ্ট্রপতি নীলম সঞ্জীব রেড্ডি, এতদ্বারা নিম্নলিখিত প্রশ্নটি বিবেচনার জন্য ভারতের সুপ্রিম কোর্টে উল্লেখ করছি এবং তারপর রিপোর্ট করছি, যথা :-

### প্রশ্ন

(১) বিল বা উহার কোন বিধান প্রণীত হইলে সাংবিধানিকভাবে অবৈধ হইবে কিনা?

নতুন দিল্লি,

তারিখ ১লা আগস্ট, ১৯৭৮

ভারতের রাষ্ট্রপতি"

রেফারেন্সের আদেশের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে বিলের একটি অনুলিপি যা এইভাবে চলে:

"বিশেষ আদালত বিল, ১৯৭৮

ক

বিল

একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর অপরাধের বিচারের ব্যবস্থা করা

যেখানে কমিশন অফ ইনকোয়ারি অ্যাক্ট, ১৯৫২-এর অধীনে নিযুক্ত তদন্ত কমিশনগুলি দেশের উচ্চ পাবলিক বা রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের প্রাথমিক ফেইড প্রমাণের অস্তিত্ব প্রকাশ করে এমন রিপোর্ট প্রদান করেছে এবং ২৫ জুন, ১৯৭৫ তারিখের 'জরুরি ঘোষণার অপারেশন' চলাকালীন এই ধরনের অপরাধের কমিশনের সাথে যুক্ত অন্যরা, এবং ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫ শুরু হওয়ার পূর্ববর্তী সময়কালে যখন এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে অপরাধীদের তাদের আইনের আওতায় আনা যাদের দায়িত্ব ছিল তাদের দ্বারা স্ক্রিন করা হচ্ছে;

এবং যেহেতু সরকার কর্তৃক তার সংস্থাগুলির মাধ্যমে পরিচালিত তদন্তগুলিও উল্লিখিত সময়ের মধ্যে সংঘটিত অনুরূপ অপরাধগুলি প্রকাশ করেছে;

এবং যেহেতু পূর্বেক্ত আবৃত্তিতে উল্লিখিত অপরাধগুলি ২৫শে জুন, ১৯৭৫ তারিখের জরুরি অবস্থা জারি করার সময় সংঘটিত হয়েছিল বা অব্যাহত ছিল,

যার সময় সারা দেশে একটি গুরুতর জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল, নাগরিক স্বাধীনতা অনেকাংশে প্রত্যাহার করা হয়েছিল, জনগণের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকারগুলি স্থগিত করা হয়েছিল, প্রেসের উপর কঠোর সেন্সরশিপ স্থাপন করা হয়েছিল এবং বিচারিক ক্ষমতা অনেকাংশে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল;

এবং যেহেতু উল্লিখিত অপরাধের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিচার করা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক, আইনগত এবং নৈতিক দায়িত্ব;

এবং যেহেতু কাজের ভিড় এবং অন্যান্য কারণে সাধারণ ফৌজদারি আদালতগুলি এই বিচারগুলিকে দ্রুত সমাপ্ত করার জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে আশা করা যায় না;

এবং যেহেতু সংসদীয় গণতন্ত্রের কার্যকারিতা এবং ভারতের সংবিধান দ্বারা বা তার অধীনে সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য এটি অপরিহার্য যে পূর্বোক্ত আবৃত্তিগুলিতে উল্লিখিত অপরাধের কমিশন সর্বোচ্চ প্রেরণের সাথে বিচারিকভাবে নির্ধারণ করা উচিত;

এবং যেহেতু উল্লিখিত উদ্দেশ্যের জন্য ভারতের একটি হাইকোর্টের একজন বর্তমান বিচারক বা ভারতের একটি হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন এমন একজন ব্যক্তির সভাপতিত্বে অতিরিক্ত আদালত তৈরি করা প্রয়োজন;

এবং যেহেতু কিছু পদ্ধতিগত পরিবর্তন করা সমীচীন যেখানে বিচার করা ব্যক্তিদের অপরাধ বা নির্দোষতার চূড়ান্ত নির্ধারণে এড়ানো যায় এমন বিলম্ব একটি ন্যায্য বিচারের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে নির্মূল করা হয়;

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের ঊনবিংশতম বছরে এটি নিম্নরূপ সংসদ কর্তৃক প্রণীত হয়:-

১. (১) এই আইনটিকে বিশেষ আদালত আইন, ১৯৭৮ বলা যেতে পারে।

(২) এটি একবারে কার্যকর হবে।

২. কেন্দ্রীয় সরকার বিজ্ঞপ্তি দ্বারা বিশেষ আদালত নামে পর্যাপ্ত সংখ্যক আদালত তৈরি করবে।

৩. একটি বিশেষ আদালত তার আগে স্থাপিত বা এর পরে প্রদত্ত হিসাবে স্থানান্তরিত এই ধরনের মামলাগুলি বিবেচনা করবে বা বিচার করবে।

৪. (১) ভারতে উচ্চ পাবলিক বা পলি টাইল অফিসে অধিষ্ঠিত একজন ব্যক্তির দ্বারা প্রস্তাবনাতে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে একটি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বলে অভিযোগের প্রাথমিক প্রমাণ রয়েছে এবং এবং এই আইনের অধীনে এই অপরাধের মোকাবিলা করা উচিত এই প্রস্তাবনাতে নির্দেশিত নির্দেশিকা অনুসারে, কেন্দ্রীয় সরকার সেই প্রভাবের জন্য একটি ঘোষণা দেবে যে প্রতিটি ক্ষেত্রে এটি উল্লিখিত মতামত।

(২) এই ধরনের ঘোষণা কোন আদালতে প্রশ্নবিদ্ধ হবে না।

৫. এই ধরনের ঘোষণার ভিত্তিতে এই ধরনের অপরাধের বিষয়ে কোনো বিচারকাজ শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মনোনীত একটি বিশেষ আদালতে চালু করা হবে এবং ভারতের যেকোন আদালতে বিচারাধীন এই ধরনের অপরাধের বিষয়ে যে কোনো মামলা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মনোনীত একটি বিশেষ আদালতে স্থানান্তরিত হবে।

৬. যদি কোনো অপরাধের বিষয়ে ঘোষণার তারিখে এই ধরনের অপরাধের বিষয়ে প্রসিকিউশনে কোনো রায় বা আদেশের বিরুদ্ধে আপিল বা পুনর্বিবেচনা করা হয়, তা বিচারাধীন বা নিষ্পত্তি করা হোক না কেন, আপিল বা পুনর্বিবেচনার কোনো আদালতে মূলতুবি থাকে, এটি ভারতের সুপ্রিম কোর্টে নিষ্পত্তির জন্য স্থানান্তরিত হবে।

৭. একটি বিশেষ আদালতের সভাপতিত্ব করবেন ভারতের একটি হাইকোর্টের একজন বর্তমান বিচারক বা একজন ব্যক্তি যিনি ভারতের একটি হাইকোর্টের বিচারক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং ভারতের প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ করে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন।

৮. একটি বিশেষ আদালতের এখতিয়ার থাকবে যে অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বিচার করার জন্য যার বিষয়ে ধারা ৪ এর অধীনে একটি ঘোষণা করা হয়েছে প্রধান, ষড়যন্ত্রকারী বা প্ররোচনাকারী হিসাবে এবং অন্যান্য সমস্ত অপরাধ এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের একটি বিচারে যৌথভাবে বিচার করা যেতে পারে, ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ অনুযায়ী।

৯. একটি বিশেষ আদালত এই ধরনের মামলার বিচারে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে ওয়ারেন্ট মামলার বিচারের জন্য উল্লিখিত কোড দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করবে এবং এই আইনে অন্যথায় উল্লিখিত কোড দ্বারা পরিচালিত হবে।

১০. (১) উল্লিখিত কোডে যা কিছুই থাকুক না কেন, একটি বিশেষ আদালতের যেকোন রায় বা আদেশ থেকে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের কাছে বাস্তব ও আইন উভয় ক্ষেত্রেই আপিল করা হবে।

(২) পূর্বোক্ত ব্যতীত, বিশেষ আদালতের কোনো রায় বা আদেশের বিরুদ্ধে কোনো আপিল বা পুনর্বিবেচনা কোনো আদালতে করা যাবে না"।

গত ১ আগস্ট রেফারেন্স প্রাপ্তির পর এ বিষয়ে নির্দেশনা নিতে ২য় তারিখে অ্যাটর্নি জেনারেলকে ৪ তারিখে আদালতে হাজির হওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। ৪ঠা আগস্ট, অ্যাটর্নি জেনারেলের শুনানির পর আদালত নির্দেশ দেয় যে, অন্যান্য বিষয়ের সাথে: (১) রেফারেন্সের বিজ্ঞপ্তিটি ভারতের ইউনিয়ন এবং রাজ্যগুলির অ্যাডভোকেট জেনারেলকে দেওয়া হবে যাতে তাদের ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮-এর আগে তাদের লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ জমা দিতে বলা হয়; (২) বিজ্ঞপ্তিগুলি বোম্বে, নিউদিল্লি, কলকাতা, মাদ্রাজ এবং ব্যাঙ্গালোরের পাঁচটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে যাতে বিলটি পাসের ফলে প্রভাবিত হতে পারে এমন সমস্ত ব্যক্তিকে কার্যধারায় উপস্থিত হওয়ার বা হস্তক্ষেপ করার অনুমতির জন্য আবেদন করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়; (৩) হস্তক্ষেপকারীদের তাদের লিখিত যুক্তি দাখিল করার অনুমতি দেওয়া হবে কিন্তু আদালত এটি করা উপযুক্ত এবং উপযুক্ত বলে মনে না করলে মৌখিকভাবে শুনানির অধিকারী হবে না; (৪) পরবর্তী নির্দেশনা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষ ২১ আগস্ট আদালতে উপস্থিত হবে; এবং (৫) সংশ্লিষ্ট সকলের যুক্তিসঙ্গত সুবিধা সাপেক্ষে ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ তারিখে রেফারেন্সের শুনানি শুরু হবে।

এই আদালতের রেজিস্ট্রি ৪ ঠা আগস্ট নিজেই ভারতের ইউনিয়ন এবং ২২ টি রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলকে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল। এরপরই পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ২১শে আগস্ট-এ, আদালতের মাধ্যমে প্রচুর সংখ্যক আবেদন গৃহীত হয়েছিল যে আবেদনকারীদের হয় পক্ষ হিসাবে রেফারেন্সে উত্থাপন করা উচিত বা বিকল্প হিসাবে তাদের কার্যধারায় হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দেওয়া উচিত। ২১ আগস্ট, আদালত সমস্ত আগ্রহী পক্ষের কথা শোনার পর একটি আদেশ দেয় যে এটি রেফারেন্সের আনুষ্ঠানিক পক্ষ হিসাবে কাউকে বোঝানোর প্রয়োজন মনে করে না। আদালত অবশ্য ১৮ জন ব্যক্তি এবং ২টি রাজ্য সরকারকে কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দিয়েছে। সেই আঠারোজন হলেন: সর্বশ্রী ভি.সি. শুল্লা, জ্ঞানী জৈল সিং, ধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারী, বংশী লাল, হরিদেও যোশী, প্রণব মুখার্জি, আর কে ধাওয়ান, জগমোহন, পি.এস ভিন্ডার, শিব কুমার আগরওয়াল, সুরিন্দর সিং, দেব রাজ উরস, নারায়ণ দত্ত তিওয়ারি, রাম লাল, রাম জেঠমালানি, সি এম স্টিফেন এবং কমলাপতি ত্রিপাঠি। যে দুটি রাজ্য সরকারকে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তারা হল কর্ণাটক রাজ্য এবং অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্য। পক্ষ হিসাবে অভিযুক্ত হওয়ার জন্য বা হস্তক্ষেপের জন্য অন্য সকলের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।

ভারতীয় ইউনিয়ন, অ্যাডভোকেট জেনারেল, দুই রাজ্য সরকার এবং হস্তক্ষেপকারীরা লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাখিল করেছিলেন।

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য শুনানির তারিখে অভিযোগ করেছে যে তার অ্যাডভোকেট জেনারেল তার লিখিত ব্রিফে একটি অবস্থান নিয়েছেন যা রাষ্ট্রপতির আদালতে উল্লেখ করা প্রশ্নে রাজ্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করেনি। তারপরে, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে তার লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাখিল করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, যেমন এটি পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল, এবং এই ধরনের অ্যাডভোকেটের মাধ্যমে এটি পছন্দ করে। রাজ্য সরকার অন্য একজন আইনজীবীর মাধ্যমে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাখিল করেছে।

১৯ সেপ্টেম্বর রেফারেন্সের শুনানির শুরুতে, কিছু হস্তক্ষেপকারী এবং কিছু অ্যাডভোকেট জেনারেলের পক্ষে উপস্থিত থাকা আইনজীবী রেফারেন্সের রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে একটি প্রাথমিক আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন যে বিভিন্ন কারণে যা তাদের লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণে উল্লেখ করা হয়েছিল, রেফারেন্সটি অযোগ্য এবং অবৈধ ছিল এবং তাই আদালতের বিবেচনা ও প্রতিবেদনের জন্য রাষ্ট্রপতির দাখিল করা প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করা উচিত। যেহেতু প্রাথমিক আপত্তিটির প্রশংসা এবং সংকল্পের জন্য ভারতীয় ইউনিয়নের ক্ষেত্রে বোঝার প্রয়োজন ছিল, তাই রেফারেন্সের সমর্থনে যুক্তি শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা সেই আপত্তির বিবেচনা স্থগিত রেখেছিলাম। তদনুসারে আমরা প্রথম শুনলাম বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল, ভারতের ইউনিয়নের পক্ষে উপস্থিত হওয়া বিজ্ঞ সলিসিটর জেনারেল, রেফারেন্সকে সমর্থনকারী অ্যাডভোকেট জেনারেল এবং রেফারেন্সের সমস্ত অনুমানযোগ্য দিকগুলির মধ্যে অন্যতম হস্তক্ষেপকারী শ্রী রাম জেঠমালানিকে। এরপর আমরা প্রাথমিক আপত্তি সহ এর সমস্ত বিরোধের অপর পক্ষের কথা শুনেছি যে রেফারেন্সটি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নয়। আমরা উভয় পক্ষের বিজ্ঞ পরামর্শদাতাদের কাছে তাদের লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং মৌখিক যুক্তির মাধ্যমে যে সহায়তা প্রদান করেছেন তার জন্য আমরা ঋণী। লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণগুলি তাদের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে একটি পরিষ্কার উপলব্ধি এবং বোঝার সুবিধা দিয়েছে এবং তাদের মৌখিক জমাগুলিকে যুক্তিসঙ্গত অনুপাতে কমাতে অনেক পরোচনা ছাড়াই পরামর্শকে সক্ষম করেছে।

বিবেচনার জন্য অন্যান্য পয়েন্ট গ্রহণ করার আগে আমরা প্রাথমিক আপত্তি নিষ্পত্তি করব। রেফারেন্সের রক্ষণাবেক্ষণের প্রাথমিক আপত্তি বিভিন্ন কারণ এবং পরিস্থিতির উপর প্রতিষ্ঠিত যা নিম্নরূপ বলা যেতে পারে:

শ্রী এ. কে. সেন যিনি কর্ণাটক রাজ্যের পক্ষে এবং শ্রী ধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারীর পক্ষে উপস্থিত হয়েছেন তিনি দাবি করেছেন যে রেফারেন্সটির উত্তর দিতে অস্বীকার করার জন্য আমাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হবে কারণ এটি একটি অনুমানমূলক এবং অনুমানমূলক চরিত্রের এবং এটি অস্পষ্ট। রেফারেন্সটি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১ আগস্ট, ১৯৭৮-এ তৈরি করা হয়েছিল যা ৪ আগস্ট, ১৯৭৮-এ একজন ব্যক্তিগত সদস্য শ্রী রাম জেঠমালানি লোকসভায় বিশেষ আদালত বিল উত্থাপন করার আগেও ছিল। বিলটি আইন হতে পারে বা নাও হতে পারে এবং এমনকি যদি এটি আইনসভার উভয় কক্ষ দ্বারা পাস হয়, সংসদীয় বিতর্কের সময় এর বিধানগুলির মৌলিক পরিবর্তন হতে পারে। অস্পষ্টতার বিষয়ে, শ্রী সেন দাবি করেছেন যে রাষ্ট্রপতি বিলটি প্রণীত হলে সাংবিধানিকভাবে অবৈধ হবে কিনা তা নিয়ে বিস্তৃত এবং সর্বজনীন প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে কারণগুলি বা যে কারণে এটি অবৈধ হতে পারে তা উল্লেখ না করেই সাংবিধানিকভাবে অবৈধ হবে। একটি আইন সাংবিধানিকভাবে অবৈধ হতে পারে আইন প্রণয়ন ক্ষমতার

অভাবের কারণে বা এটি সংবিধান দ্বারা প্রদত্ত মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে। বিজ্ঞ কোর্টসুলির মতে, রেফারেন্সটি শুধু উল্লেখ করে না যে এই দুটি কারণের মধ্যে কোনটি বিলাটি আইনে পরিণত হলে তা বাতিল করতে পারে, তবে রেফারেন্সটি এমন মৌলিক অধিকার বা অধিকারের কথাও উল্লেখ করে না যা বিলাটি সংসদে পাস হলে তা লঙ্ঘন হতে পারে। প্রিভি কাউন্সিলের, কানাডা ডোমিনিয়নের অ্যাটর্নি জেনারেল বনাম অন্টারিও, কুইবেক এবং নোভা স্কটিয়া প্রদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল (১) অন্টারিও বনাম হ্যামিল্টন স্ট্রিট রেলওয়ে কোম্পানি এবং অন্যান্যদের জন্য অ্যাটর্নি জেনারেল (২)-এর রায়ে এই বিতর্কের সমর্থনে নিরভরতা রাখা হয়েছিল। অ্যালবার্টা প্রদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল বনাম কানাডার ডোমিনিয়নের জন্য অ্যাটর্নি জেনারেল (৩) রেগুলেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ অ্যারোনটিক্স ইন কানাডায় (৪) অন্টারিও এবং অন্যান্যদের জন্য অ্যাটর্নি জেনারেল বনাম কানাডা এবং অন্যান্যদের জন্য অ্যাটর্নি জেনারেল (৫)। এস্টেট ডিউটি বিল (৬) কেসে ফেডারেল কোর্টের সিদ্ধান্তের উপরও কোর্টসুলি নির্ভর করেছেন এবং কেব্রালা শিক্ষা বিল (৭) সংক্রান্ত রেফারেন্সে এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর। বেরুবাডি ইউনিয়ন এবং ছিটমহল বিনিময় (৮), সমুদ্র শুল্ক আইন বিল (৯), ইউ.পি বিধানসভা (১০) এবং গুজরাট বিধানসভা (১১) দেখায় যে যখনই সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৩(১) এর অধীনে রাষ্ট্রপতির দ্বারা একটি উল্লেখ করা হয়, একটি নির্দিষ্ট প্রশ্ন অথবা প্রশ্ন এই আদালতের মতামতের জন্য উল্লেখ করা হয়। সুপ্রীম কোর্ট অ্যাক্ট, ১৯২৭ এর ধারা ৫৫ এর অধীনে কানাডার সুপ্রিম কোর্টে গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত একটি রেফারেন্সে কানাডিয়ান সুপ্রিম কোর্টের (১২) রায়ে প্রতি অবশেষে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল, আলবার্টা প্রদেশের আইনসভা কর্তৃক গৃহীত তিনটি বিলের বৈধতা সম্পর্কে যা গভর্নর-জেনারেলের আনন্দের তাৎপর্যের জন্য সংরক্ষিত ছিল।

(১) [১৮৯৮] এ.সি. ৭০০

(২) [১৯০৩] এ.সি. ৫২৪

(৩) [১৯১৫] এ.সি. ৩৬৩

(৪) [১৯৩২] এ.সি. ৫৪

(৫) [১৯৪৭] এ.সি. ১২৭

(৬) [১৯৪৪] এফ.সি.আর. ৩১৭

(৭) [১৯৫৯] এফ.সি.আর. ৯৯৫

(৮) [১৯৬০] ৩ এফ.সি.আর. ২৫০

(৯) [১৯৬৪] ৩ এফ.সি.আর. ৭৮৭

(১০) [১৯৬৫] ১ এফ.সি.আর. ৪১৩

(১১) [১৯৭৫] ১ এফ.সি.আর. ৫০৪

(১২) [১৯৩৮] কানাডা আইন রিপোর্ট ১০০ (এস.সি.)

কর্ণাটক রাজ্যের বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট জেনারেল, প্রাথমিক আপত্তিতে শ্রী সেনের যুক্তিগুলি গ্রহণ করার সময় যোগ করেছেন যে আমাদের রেফারেন্সের উত্তর দিতে অস্বীকার করা উচিত কারণ সুপ্রিম কোর্টের মতামত চাওয়া হচ্ছে যেন এটি সংসদের একটি যৌথ নির্বাচন কমিটি, এমন একটি অবস্থান যা এটি পূরণ করার জন্য সজ্জিত নয় বা যা মেনে নেওয়া উচিত নয়। এটি দাবি করা হয়েছিল যে অনুচ্ছেদ ১৪৩(১), অনুচ্ছেদ ১৪৩ (২) এর সাথে তীব্র বিপরীতে, "মে" শব্দটি ব্যবহার করে যা যা এই আদালতের বিবেচনার বিস্তৃত মার্জিন ছেড়ে দেয় কিনা একটি রেফারেন্সের উত্তর দিতে হবে কিনা।

শ্রী মৃদুল যিনি শ্রী ভি সি শুক্লার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন, তিনি অতিরিক্ত ভিত্তিতে রেফারেন্সের রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন যে যেখানে অতীতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সুপ্রিম কোর্টে দেওয়া সমস্ত রেফারেন্স প্রাতিষ্ঠানিক তাত্পর্যপূর্ণ ছিল, বর্তমানটি একটি বিচ্ছিন্ন এবং স্বতন্ত্র তাত্পর্যের একটি রেফারেন্সের অনন্য মামলা। বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন যে রেফারেন্সের ভাইসটি একটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্নে এই আদালতের মতামত চাওয়া রাষ্ট্রপতির মধ্যে রয়েছে যা আদালতকে তার মতামত প্রকাশ করা থেকে বিরত রাখতে হবে।

শ্রী ফ্রান্স অ্যান্টনি যিনি রাজ্যসভায় বিরোধী দলের নেতা শ্রী কমলাপতি ত্রিপাঠীর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন, তিনি এই যুক্তি দিয়ে তার যুক্তি খুলেছিলেন যে বিশেষ আদালত বিলের অস্তিত্ব নেই এবং তাই রেফারেন্সটি অযোগ্য। তিনি সমস্ত আন্তরিকতার সাথে বলেছিলেন যে যদি বিলটি উপস্থাপনকারীর শারীরিক অস্তিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু ঘটে তবে বিলটি বাতিল হয়ে যাবে এবং তখন এই আদালতের উত্তর দেওয়ার মতো কিছুই থাকবে না। তবে, শ্রী অ্যান্টনিকে ন্যায্যভাবে বলা উচিত যে তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন যে বিলটির প্রবর্তক একশ বছর বেঁচে থাকবেন। বিজ্ঞ আইনজীবী বিল প্রত্যাহার সম্পর্কিত লোকসভার কার্যপ্রণালী এবং ব্যবসা পরিচালনার নিয়মের ১১০ বিধিতে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যা দেখায় যে একজন সদস্য একটি বিলের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, সাধারণত, যখনই তিনি তা করতে চান বিলটি প্রত্যাহার করতে পারেন। কৌঁসুলি ব্যাখ্যা করেছেন যে বিলটি যেটি "পাবলিক প্রসিকিউটর" দ্বারা সরানো হয়েছিল তা তির্যক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। আমাদের লোকসভা থেকে বিলটি "উঠানোর" কোন ক্ষমতা নেই আইনজীবী বলেন, এবং এর সাংবিধানিক বৈধতা বিবেচনা করুন।

শ্রী বাঁশি লাল এবং অন্যদের পক্ষে উপস্থিত শ্রী এম সি ভান্ডারে যুক্তি দিয়েছিলেন যে আমাদের রেফারেন্সটির উত্তর দিতে অস্বীকার করা উচিত কারণ রাষ্ট্রপতির উপর রেফারেন্স তৈরি করার সুবিধা রাজনৈতিক এবং সাংবিধানিক নয়। আইনজীবী আরও জোর দিয়েছিলেন যে অনুচ্ছেদ ১৪৩(১) এমনভাবে অবলম্বন করা যাবে না যা সাংবিধানিক ৩২ অনুচ্ছেদের ভার্চুয়াল বাতিলের দিকে নিয়ে যাবে। কৌঁসুলি ফেলিক্স ফ্রান্সফোর্টারের একটি প্রবন্ধে প্রচুর পরিমাণে আঁকেন যিনি পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের একজন বিখ্যাত বিচারক হয়েছিলেন, যা হার্ভার্ড ল রিভিউতে প্রকাশিত হয়েছিল। লেখক সেখানে বলেছেন যে সাংবিধানিক বিতর্কে উপদেষ্টা মতামতের যন্ত্রের সম্প্রসারণকে উৎসাহিত করা অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল, যে

আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট আইন প্রণয়নের উপর সংশোধনী ক্ষমতা সহ একটি হাউস অফ লর্ডস ছিল না, যে আইনসভাকে তার সৃজনশীল কার্য থেকে বঞ্চিত করা যাবে না এবং যদি সুপ্রিম কোর্টকে আইনের বৈধতার বিষয়ে তার পরামর্শমূলক মতামতের জন্য আহ্বান জানানো হয়, এটি আইন প্রণয়ন এবং জনপ্রিয় দায়িত্বকে দুর্বল করে দেবে। জেমস ব্র্যাডলি থায়ারের 'লাইফ অফ মার্শাল' থেকে একটি অনুচ্ছেদ বের করার পর যে প্রভাবে আদালতের উল্লেখগুলি জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে বামন করে এবং এর নৈতিক দায়িত্ববোধকে হ্রাস করে, বিজ্ঞ লেখক তার নিবন্ধটি এভাবে শেষ করেছেন:

এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে উপদেষ্টা মতামত শুধুমাত্র উপদেষ্টা মতামত নয়। তারা ভূত যারা হত্যা।

শ্রী শিব শঙ্কর যিনি অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্যের পক্ষে এবং শ্রী প্রণব মুখার্জীর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন, তিনি তার প্রাথমিক আপত্তিটি এই ভিত্তিতে তৈরি করেছিলেন যে যেহেতু সংসদ বিলাটি জন্ম করা হয়েছে আমাদের রেফারেন্সের উত্তর দেওয়া উচিত নয়।

শ্রী বোবাদে যিনি লোকসভার বিরোধীদলীয় নেতা শ্রী সি.এম. স্টিফেন এবং শ্রী জগন্নাথ মিশ্রের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন, তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে অনুচ্ছেদ ১০৫ (৩) আমাদের রেফারেন্সকে বিনোদন দেওয়ার বিরুদ্ধে একটি সাংবিধানিক বাধা রয়েছে কারণ এটি সংসদের ক্ষমতা এবং বিশেষাধিকার এবং বিলাটি আইনে পরিণত হবে কিনা এবং বিলের বিধানগুলি অসাংবিধানিক কিনা তা এই আদালতের সিদ্ধান্ত নেওয়ার নয়।

শ্রী ও পি শর্মা যিনি শ্রী জৈল সিং এবং শ্রী হরিদেও যোশীর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন, তিনি একই রকম যুক্তি তুলে ধরেন যে আমাদের মতামত সত্ত্বেও, সংসদ তার বিধানগুলির যথাযথ আলোচনার পরে বিলাটি পাস করার ক্ষমতার মধ্যে থাকবে এবং তাই আমাদের রেফারেন্সের উত্তর দেওয়া উচিত নয়।

শ্রী জগমোহন এবং শ্রী পি এস ভিন্ডারের পক্ষে উপস্থিত শ্রী শিব পুজন সিং যুক্তি দিয়েছিলেন যে রেফারেন্সটি অযোগ্য কারণ এটি সংবিধানের ১০৭(১), ১০৮ এবং ১১১ অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করে। তার যুক্তি হল যে আমরা যদি এই রেফারেন্সের উত্তর দিতে চাই, তাহলে সংসদের এবং প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধাগুলি যা সংবিধানের উপরোক্ত বিধান দ্বারা অর্পিত হয়েছে তা হ্রাস বা সীমাবদ্ধ করা হবে।

যখনই কোনো কার্যধারার বিষয়বস্তুতে সাধারণ আগ্রহের হস্তক্ষেপকারীরা বিভিন্ন কাউন্সেলের মাধ্যমে উপস্থিত হয়, তখন অনিবার্যভাবে, তাদের যুক্তিতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ওভারল্যাপিং থাকে যাই হোক না কেন প্রতিটি কৌঁসুলি আশ্বাস দিয়ে শুরু হতে পারে, এবং বেশ সত্যিকারভাবে, যে সে একই মাটিতে আর একবার কভার করবে না।

একটি নতুন পথে আঘাত করা যখন অনেক আগে যারা ইতিমধ্যে একই মাঠে হেঁটেছে, তা অর্জনের চেয়ে সহজ নিশ্চিত করা যদিও, আমরা সেই পরামর্শটিকে অস্বীকার করতে পারি না আগে আমাদের সময়সূচী মেনে চলার জন্য এবং রেফারেন্সটি বৈধ কিনা এবং আমাদের এটির উত্তর দেওয়া উচিত বা না করা উচিত কিনা সে বিষয়ে কিছু নতুন আলোকপাত করার জন্য তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করার আগে।

প্রাথমিক আপত্তির উপর একত্রিত হওয়া বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করলে, আমাদের বিবেচনার জন্য নিম্নলিখিত বিতর্কগুলি উদ্ভূত হয়: (১) যে রেফারেন্সটি অনুমানমূলক এবং চরিত্রগতভাবে অনুমানমূলক; (২) যে রেফারেন্সটি অস্পষ্ট, সাধারণ এবং সর্বজনীন; (৩) যেহেতু সংসদ বিলটি দখল করে নিয়েছে, তাই বিলটির সাংবিধানিকতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া তার একচেটিয়া কাজ এবং আমরা যদি আমাদের বিবেচনা ও প্রতিবেদনের জন্য এই প্রশ্নটি প্রত্যাহার করি তবে আমরা সংসদের কার্যবলী এবং সুযোগ-সুবিধাগুলিকে হস্তক্ষেপ করব; (৪) যে রেফারেন্স, যদি মনোরঞ্জন করা হয়, কার্যত সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের উপকারী এবং কল্যাণকর বিধানগুলিকে প্রতিস্থাপন করবে; (৫) বিলের সাংবিধানিকতা বিবেচনা করা আমাদের পক্ষে নিরর্থক কারণ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি যাই হোক না কেন, বিলটি নিয়ে আলোচনা করার জন্য এবং সংশোধন সহ বা ছাড়াই এটি পাস করা বা না করার জন্য এটি সংসদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে; (৬) রেফারেন্সটি একটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্ন উত্থাপন করে যার উত্তর দেওয়া থেকে আমাদের বিরত থাকা উচিত; এবং (৭) উপদেষ্টার এখতিয়ারের অনুশীলনের প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করে, সুবিধা এবং প্রাপ্যতা উভয়ই দাবি করে যে আমাদের রেফারেন্সটি উত্তরহীন ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। আমরা এই বিতর্কগুলি সিরিয়াটিম বিবেচনা করব।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৩ ধারা (১) এর অধীনে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টে এই রেফারেন্স দিয়েছেন নিম্নরূপ:

১৪৩(১) যদি কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির কাছে মনে হয় যে আইন বা বাস্তবতার প্রশ্ন উঠেছে, বা উদ্ভূত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা এমন প্রকৃতির এবং এমন জনগুরুত্বপূর্ণ যে এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের মতামত নেওয়া সমীচীন, তিনি প্রশ্নটি বিবেচনার জন্য সেই আদালতে পাঠাতে পারেন এবং আদালত উপযুক্ত মনে করে এই ধরনের শুনানির পর রাষ্ট্রপতিকে তার মতামত জানাতে পারেন।

(২) রাষ্ট্রপতি, অনুচ্ছেদ ১৩১-এর বিধানে যা কিছুই থাকুক না কেন, উল্লিখিত বিধানে উল্লিখিত ধরনের বিরোধকে মতামতের জন্য সুপ্রিম কোর্টের কাছে উল্লেখ করতে পারেন এবং সুপ্রিম কোর্ট উপযুক্ত মনে করে এই ধরনের শুনানির পর রাষ্ট্রপতির কাছে তার মতামত রিপোর্ট করবেন।

অনুচ্ছেদ ১৪৩ (১) বিস্তৃত পরিভাষায় কউচ করা হয়েছে যা প্রদান করে যে আইন বা বাস্তবতার কোনো প্রশ্ন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সুপ্রিম কোর্টের বিবেচনার জন্য উল্লেখ করা যেতে পারে যদি তার কাছে মনে হয় যে এই ধরনের প্রশ্ন উঠেছে বা উঠার সম্ভাবনা রয়েছে এবং যদি প্রশ্নটি এমন প্রকৃতির এবং এতটাই জনগুরুত্বপূর্ণ যে এর ওপর আদালতের মতামত নেওয়া সমীচীন। যদিও অনুচ্ছেদ ১৪৩(১) এর অধীনে প্রণীত ছয়টি রেফারেন্সের মধ্যে যেকোনও বাস্তবতার প্রশ্ন এই আদালতে উল্লেখ করা হয়নি, এই অনুচ্ছেদটি রাষ্ট্রপতিকে প্রকৃত প্রশ্নে একটি রেফারেন্স দেওয়ার ক্ষমতা দেয় যদি নিবন্ধের অন্যান্য শর্তগুলি সন্তুষ্ট হয়। এটা প্রয়োজনীয় নয় যে, যে প্রশ্নটি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের মতামত চাওয়া হয়েছে তা নিশ্চয়ই উঠেছে। অনুচ্ছেদ ১৪৩(১) এর অধীনে একটি পূর্ববর্তী পর্যায়ে, অর্থাৎ, রাষ্ট্রপতি যখন সন্তুষ্ট হন যে প্রশ্ন উঠতে পারে এমন পর্যায়ে একটি রেফারেন্স দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতির যোগ্য। প্রশ্ন উঠেছে কি না বা উঠার সম্ভাবনা আছে কি না এবং এটি এমন প্রকৃতির এবং এমন জনগুরুত্বপূর্ণ যে এটির বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের মতামত নেওয়া সমীচীন কিনা, তা মূলত রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়। সংবিধানের ১৪৩ (১) অনুচ্ছেদের অধীনে সুপ্রিম কোর্টের সরল কর্তব্য এবং কার্য হল রাষ্ট্রপতি যে প্রশ্নটির উপর রেফারেন্স দিয়েছেন এবং রাষ্ট্রপতির কাছে তার মতামত রিপোর্ট করেছেন তা বিবেচনা করা, তবে অবশ্যই প্রশ্নটি উচ্চারিত হতে পারে এবং আদালতের সিদ্ধান্তের ক্ষমতার মধ্যে পড়ে। প্রশ্নটি যে পদ্ধতিতে প্রণয়ন করা হয়েছে বা অন্য কোনো উপযুক্ত কারণে আদালত যদি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সঠিক বা সম্ভব নয় বলে মনে করেন তাহলে উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা নির্দেশ করে রেফারেন্স ফেরত দেওয়ার অধিকারী হবে। একটি রেফারেন্সের উত্তর দিতে অস্বীকার করার এই আদালতের অধিকার শুধুমাত্র অনুচ্ছেদ ১৪৩-এর ধারা (১) এবং (২) তে ব্যবহৃত বিভিন্ন বাক্যাংশের বাইরে প্রবাহিত হয় না, এই অর্থে যে ধারা (১) প্রদান করে যে আদালত রিপোর্ট করতে পারে রাষ্ট্রপতির কাছে উল্লিখিত প্রশ্নে তার মতামত, যখন ধারা (২) প্রদান করে যে আদালত প্রশ্নটির উপর তার মতামত রাষ্ট্রপতিকে "রিপোর্ট করবে"। এমনকি ধারা (২) এর অধীনে উদ্ভূত বিষয়গুলিতেও, যদিও এই রেফারেন্সটিতে সেই প্রশ্নটি উঠে না, আদালত যদি একটি বৈধ কারণ খুঁজে পায় যে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অক্ষম হয় তবে আদালত অনুত্তরহীন রেফারেন্সটি ফিরিয়ে দেওয়ার ন্যায়সঙ্গত হতে পারে। এই প্রাথমিক পর্যবেক্ষণগুলির সাথে আমরা উপরে উল্লিখিত বিতর্কগুলি বিবেচনা করব।

আমরা একমত হতে পারছি না যে রেফারেন্সটি একটি অনুমানমূলক বা অনুমানমূলক চরিত্রের কারণে বিলটি এখনও একটি আইনে পরিণত হয়নি। এটা সত্য যে বিলটির প্রবর্তক বিলটি প্রত্যাহার করতে পারে বা অথবা বিলটি পাস হওয়ার আগে একটি মৌলিক চরিত্রের ব্যাপক সংশোধনের মধ্য দিয়ে যেতে পারে, যদি এটি একেবারে পাস হয়।

কিন্তু এই বিবেচনাগুলি স্কেরের রেফারেন্সের বৈধতাকে প্রভাবিত করতে পারে না যে রেফারেন্সটি একটি অনুমানমূলক বা অনুমানমূলক প্রকৃতির প্রশ্ন উত্থাপন করে। অনুচ্ছেদ ১৪৩-এর অধীনে প্রতিটি রেফারেন্সের অনুমানটি এমন একটি প্রসঙ্গ বা শর্তের অব্যাহত অস্তিত্ব হতে হবে যার ভিত্তিতে আইন বা বাস্তবতার প্রশ্ন উত্থাপিত হয় বা উদ্ভূত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। একটি জাতির রাজনৈতিক জীবনের কিছু চিরন্তন সত্যতা রয়েছে, যে কারণে সেই জীবনের প্রতিটি দিক এবং দিককে ন্যায্যভাবে ক্ষণস্থায়ী হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। কিন্তু পরিবর্তনের সম্ভাবনা, এমনকি একটি মৌলিক পরিবর্তনেরও, অনুচ্ছেদ ১৪৩-এর অধীনে রাষ্ট্রপতির এখতিয়ারের অনুশীলনকে অনুমানমূলক বা অনুমানমূলক করতে পারে না। প্রথম তথ্য হল যে সংসদের আগে বিশেষ আদালত বিল নামে একটি বিল রয়েছে, বিলটি একজন প্রাইভেট সদস্য দ্বারা উত্থাপিত হয়েছে এবং বিলটিতে দশটি ধারা রয়েছে যা নির্দিষ্ট অপরাধ এবং অপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা করে। বিলের বর্তমান অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন জল্পনা নেই এবং এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে অনুমানমূলক কিছুই নেই কারণ তারা আজ দাঁড়িয়ে আছে। বিলটি ভবিষ্যতে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে পারে তবে সংবিধানের ১৪৩ অনুচ্ছেদ সহ, যার অধীনে রাষ্ট্রপতি এই আদালতে উল্লেখ করেছেন। আগের সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে না রেফারেন্স অনুমানমূলক বা অনুমানমূলক পরবর্তী সম্ভাবনার চেয়ে বেশি এটি করতে পারে। যে কেউ দেখতে এবং পরীক্ষা করার জন্য বিশেষ আদালত বিলটি রক্তে মাংসে রয়েছে। এটি সেই রেফারেন্সটিকে টিকিয়ে রাখে, যা রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির উপর প্রতিষ্ঠিত যে বিলটির সাংবিধানিক বৈধতা সম্পর্কিত একটি প্রশ্ন উঠার সম্ভাবনা রয়েছে এবং প্রশ্নটি এমন প্রকৃতির এবং এমন জনগুরুত্বপূর্ণ যে এ বিষয়ে এই আদালতের মতামত নেওয়া সমীচীন।

আমাদের সংবিধানের অধীনে অতীতে তিনটি রেফারেন্স তৈরি করা হয়েছিল, একটি চিন্তাশীল আইনের বিষয়ে এবং এমন একটি পরিমাপের বিষয়ে নয় যা ইতিমধ্যে একটি আইনে পরিণত হয়েছে। এস্টেট ডিউটি মামলাতে (সুপ্রা), গভর্নর জেনারেল ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫ এর ধারা ২১(১) এর অধীনে ফেডারেল কোর্টে একটি রেফারেন্স করেছিলেন যা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৩(১) এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, পূর্বের অধীন ছাড়া ফেডারেল কোর্টে রেফারেন্স দেওয়ার জন্য গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা আইনের প্রশ্নে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রধান বিচারপতি, স্যার প্যাট্রিক স্পেন্স, সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামত প্রদান করে লক্ষ্য করেছেন যে ভবিষ্যতের আইন সম্পর্কিত প্রশ্নগুলিকে নিজেই রেফারেন্সের বৈধ আপত্তি হিসাবে গণ্য করা যায় না, বিশেষত কারণ ধারা ২১৩ গভর্নর জেনারেলকে একটি রেফারেন্স তৈরি করার ক্ষমতা দেয় এমনকি যখন আইনের প্রশ্ন "উত্থানের সম্ভাবনা" ছিল। যেখানে কানাডিয়ান সুপ্রিম কোর্ট আইনে সংশ্লিষ্ট বিধানের অধীনে উল্লেখ করা হয়েছিল যখন বিষয়টি একটি বিলের পর্যায়ে ছিল।

কানাডিয়ান সুপ্রিম কোর্ট আইনে পুন্ডিং বিধান যখন বিষয়টি একটি বিলের পর্যায়ে ছিল। কেরালা এডুকেশন বিল মামলায়, (আগে উল্লেখিত) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক একটি উল্লেখ করা হয়েছিল, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৩(১) এর অধীনে একটি বিলের বিধানের বৈধতা সম্পর্কে, যা রাজ্য বিধানসভা দ্বারা পাস হয়েছিল কিন্তু যা একটি আইনে পরিণত হয়নি, যেহেতু রাজ্যপাল বিলটি রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য সংরক্ষণ করেছিলেন। প্রধান বিচারপতি, দাস, যিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষে কথা বলেছিলেন (বিলের ২০ ধারার বৈধতা সম্পর্কিত অন্য একটি বিষয়ে ভেঙ্কটরামা বিচারক, আইয়ার ভিন্নমত পোষণ করেছেন), তিনি এস্টেট ডিউটি বিল মামলায় (আগে উল্লেখিত) বিচারক মহাশয় প্যাট্রিক স্পেন্স -এর মতামতকে অনুমোদনের সাথে উল্লেখ করেছিলেন এবং তার যুক্তি গ্রহণ করেছিলেন যে বিলের পর্যায়ে উল্লেখ্য তৈরি করা হলে তা আদালতের কাছে উল্লিখিত প্রশ্নগুলির মতামতের জন্য এটির বিবেচনায় কোন বাধা সৃষ্টি করেন। সমুদ্র শুল্ক আইন বিলে, (আগে উল্লেখিত) সমুদ্র শুল্ক আইন, ১৮৭৮ এর ধারা ২০ এর উপ-ধারা (২) এবং কেন্দ্রীয় আবগারি ও লবণ আইন, ১৯৪৪ এর ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১ক) সংশোধন করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। ১৪৩ (১) অনুচ্ছেদের অধীনে এই আদালতের মতামতের জন্য রাষ্ট্রপতি যে প্রশ্নটি উল্লেখ করেছিলেন তা ছিল প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলি সংবিধানের ২৮৯ অনুচ্ছেদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে কিনা।

কানাডায়, গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিল সুপ্রিম কোর্ট আইন, ১৯২৭ এর ধারা ৫৫ এর অধীনে একটি বিলের বৈধতা বিবেচনা করার জন্য কানাডার সুপ্রিম কোর্টে একটি প্রশ্ন অর্পণ করেন যা প্রিভি কাউন্সিলের কাছে আপিল বাতিল করার জন্য এবং কানাডার সুপ্রিম কোর্টের এখতিয়ারে একচেটিয়া চূড়ান্ত করার জন্য প্রদান করে। উল্লেখ্য করার সময় কানাডার পার্লামেন্টের সামনে বিলটি বিবেচনাধীন ছিল তা সত্ত্বেও, কানাডার সুপ্রিম কোর্ট উল্লেখ্যটিকে বিবেচনা করে উত্তর দেয়। আপীলে, প্রিভি কাউন্সিল উল্লেখ্যের যোগ্যতার ভিত্তিতে কানাডার সুপ্রিম কোর্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ রায় নিশ্চিত করেছে। কানাডিয়ান সুপ্রিম কোর্ট বা প্রিভি কাউন্সিল কেউই বিবেচনা করেনি যে উল্লেখ্যটি একটি বিলের সাথে সম্পর্কিত এবং একটি আইনের সাথে নয় যা উল্লেখ্যের বৈধতাকে প্রভাবিত করে। প্রিভি কাউন্সিলের এই রায় অন্টারিওর অ্যাটর্নি-জেনারেল এবং অন্যরা বনাম অ্যাটর্নি-জেনারেল ফর কানাডা এবং অন্যান্যরা (১)-তে রিপোর্ট করা হয়েছে।

আরও একটি কানাডিয়ান কেস আছে যাকে থ্রি বিল কেস (২) হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যা কেরালা এডুকেশন বিল (৩) মামলার মতো। তিনটি বিল যা আলবার্টা প্রদেশের আইনসভায় দ্বারা পাস হয়েছিল তা রাজ্যপালের সম্মতির জন্য উপ রাজ্যপাল দ্বারা সংরক্ষিত ছিল।

(১) [১৯৪৭] এ.সি. ১২৭

(২) [১৯৮] কানাডা আইন রিপোর্ট, ১০০.

(৩) [১৯৫৯] এসসি.আর. ৯৯৫।

অ্যালবার্টা প্রদেশের আইনসভার বিলগুলির বিধান প্রণয়নের আইনী এখতিয়ার আছে কিনা তা নিয়ে সংশয় দেখা দিলে, পরিষদের রজ্যপাল কানাডার সুপ্রিম কোর্টের কাছে এই প্রশ্নে একটি উল্লেখ করেন যে বিলগুলি আলবার্টা প্রদেশের আইনসভার এখতিয়ারভুক্ত ছিল কিনা। বিলগুলি যে এখনও আইনে পরিণত হয়নি তা কানাডিয়ান সুপ্রিম কোর্ট উল্লেখ্যের বৈধতাকে প্রভাবিত করে বলে বিবেচনা করেনি।

উল্লেখ্যের রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে প্রাথমিক আপত্তি উত্থাপনকারী হস্তক্ষেপকারীদের দ্বারা উদ্ভূত অন্য কিছু সিদ্ধান্তের বিষয়ে আমরা যথাসময়ে আলোচনা করব। কিন্তু আমরা পূর্বেক্ত কারণে বলতে পারি না, যে উল্লেখ্যটি অনুমানমূলক বা চরিত্রগতভাবে অনুমানমূলক এবং তাই, উত্তরহীন ফেরত দিতে হবে।

উল্লেখ্যের রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় আপত্তিটি হল এটি অস্পষ্ট, সাধারণ এবং সর্বজনীন প্রকৃতির। রাষ্ট্রপতি এই আদালতে যে প্রশ্নটি উল্লেখ করেছেন তা হল:

বিলটি বা এর কোনো বিধান প্রণীত হলে তা সাংবিধানিকভাবে অবৈধ হবে কিনা?

এটা সত্য যে উল্লেখ্যটি বিশেষভাবে কোন ভিত্তি বা ভিত্তিসমূহ উল্লেখ করে না যার ভিত্তিতে বিল বা এর কোন বিধান সংবিধানের অধীনে আক্রমণের জন্য উন্মুক্ত হতে পারে। এটি উল্লেখ করে না যে বিলটি প্রণয়ন করার জন্য সংসদের আইন প্রণয়ন ক্ষমতার বিষয়ে কোন সন্দেহ আছে কিনা অথবা এটি অনুমান করা হয়েছে কিনা, যে আইন করা হলে, কোন মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করবে কিনা এবং যদি তাই হয়, কোন বিশেষ মৌলিক অধিকার বা অধিকারসমূহ করবে। এই ধরনের বিস্তৃত এবং সাধারণ পদে একটি উল্লেখ্যের উত্তর দেওয়া কঠিন কারণ এটি নির্দিষ্ট বিষয় বা বিষয়সমূহের কোন ইঙ্গিত দেয় না যার উপর আদালতের মতামত চাওয়া হয়েছে। এই আদালতকে একটি বিল বা আইনের সাংবিধানিকতা নিয়ে এই ধরনের নানাস্থানি তদন্ত শুরু করার জন্য আহ্বান জানানো উচিত নয়। এই ধরনের একটি কার্জধারা কার্যত সংবিধানের অধীনে সমস্ত যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমেয় চ্যালেঞ্জের বিষয়ে নির্মূল করার একটি প্রক্রিয়া গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা তৈরি করে। অনুচ্ছেদ ১৪৩-এর অধীনে একটি উল্লেখ্যের উত্তর দেওয়ার সময় আমাদের কাছ থেকে এটি প্রত্যাশিত নয় যে আমরা বসে বসে আবিষ্কার করব, অনুচ্ছেদ অনুসারে, যদি এটি আইনে পরিণত হয় তাহলে বিলটির বৈধতাকে আক্রমণ করার জন্য সংবিধানের কোন বিধানটি সবচেয়ে বেশি অনুরোধ করা হবে। আদালতকে একটি কাল্পনিক বিবেচনার ভিত্তিতে অভিযোগ কল্পনা করতে এবং এটিকে বাঁচাতে বা অভিঘাত করতে চালিত করা উচিত নয়। হ্যামিল্টন স্ট্রিট রেলওয়ে কোম্পানিতে (১), যেমন পর্যবেক্ষণ করা হয় যে অনুমানমূলক প্রশ্নে অনুমানমূলক মতামত মূল্যহীন এবং এটি নীতির বিপরীত, এতটাই অসুবিধাজনক এবং অপ্রয়োজনীয় যে এই ধরনের প্রশ্নগুলিতে মতামত দেওয়া উচিত নয়।

(১) [১৯০] এ.সি. ৫২৪, ৫২৯।

তর্ক-বিতর্কের একপর্যায়ে আমরা উল্লেখ্যের অনির্ধারিত ব্যাপ্তি নিয়ে এতটাই অনুশীলন করেছি যে আমরা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছিলাম যে পরিস্থিতিতে উল্লেখ্যটি উত্তরহীন ভাবে ফিরিয়ে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয় কিনা। কিন্তু পক্ষগুলির দ্বারা দায়েরকৃত যে লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং মৌখিক যুক্তিগুলি আমাদের সামনে অগ্রসর হয়েছে, তাদের পূর্ণতা এবং ক্ষমতার দ্বারা, বিলটিকে ঘিরে থাকা আইনি বিতর্কগুলিকে সংকুচিত করেছে এবং আমাদের বিবেচনার জন্য উদ্ভূত সমস্যাগুলিকে স্ফটিক করতে সাহায্য করেছে। আমরা আমাদের মতামতকে বিশেষভাবে আমাদের সামনে উত্থাপিত বিষয়গুলিতে সীমাবদ্ধ রাখার প্রস্তাব করছি। এই পর্যায়ে সেই বিষয়গুলি কী তা নির্দেশ করা সুবিধাজনক হবে।

আমাদের সামনে প্রথম যে বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছে তা হল বিশেষ আদালত বিলের বিধানগুলি কার্যকর করার জন্য সংসদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ছিল কি না। আমাদের সামনে উত্থাপিত দ্বিতীয় বিষয়টি হ'ল বিল বা এর কোনও বিধান সংবিধানের ১৪ এবং ২১ অনুচ্ছেদ দ্বারা নিশ্চিত করা অধিকারগুলি লঙ্ঘন করে কিনা। আমরা এই বিষয়গুলিতে আমাদের মতামত সীমাবদ্ধ করার প্রস্তাব করছি।

প্রিভি কাউন্সিল ডোমিনিয়ন অফ কানাডার<sup>(১)</sup> এবং রেগুলেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ অ্যারোনটিক্সের রায়ের উপর নির্ভর করে, (২) যুক্তি দিয়েছিল যে উল্লেখ্যটি একটি বিমূর্ত প্রশ্নে এই আদালতের মতামত কামনা করছে এবং তাই আমাদের এটির উত্তর দিতে অস্বীকার করা উচিত। আমরা দাখিলের সাথে একমত হতে পারি না যে আমাদের মতামতের জন্য উল্লেখ করা প্রশ্নটি, যদিও প্রশস্ত এবং সাধারণ, কোন অর্থে বিমূর্ত। আমাদের কাছে যে প্রশ্নটি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল বিলের বা এর কোনো বিধানের সাংবিধানিকতা। বিলটির সাংবিধানিক বৈধতা সম্পর্কে আমাদের মতামত যে পরিমাণে চাওয়া হয়েছে তা বলা অসম্ভব যে আমাদের উল্লেখ করা প্রশ্নটি একটি বিমূর্ত প্রকৃতির। উপরে উদ্ধৃত দুটি ক্ষেত্রে, প্রিভি কাউন্সিল "পাবলিক হার্বার" অভিব্যক্তিটির পরিধির মধ্যে ঠিক কী পড়ে, তা উল্লেখ্যের কার্যক্রমে নির্ধারণ করা অসুবিধাজনক বলে মনে করেছিল। তাই এটি বিমূর্ত হিসাবে এর বিষয়ে প্রশ্নটিকে চিহ্নিত করেছে। প্রিভি কাউন্সিলের সামনের পরিস্থিতিতে, "পাবলিক হার্বার" অভিব্যক্তিটির একটি বিস্তৃত সংজ্ঞার চেষ্ঠা করা অসম্ভব ছিল যা সমস্ত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, কারণ এটি মনে করা হয়েছিল যে এই ধরনের সংজ্ঞা "বিভ্রান্তিকর এবং বিপজ্জনক" প্রমাণিত হতে পারে। পরবর্তী ক্ষেত্রে, কানাডার সুপ্রীম কোর্টের মতামতের জন্য যে ধরনের প্রশ্নের গঠন করা হয়েছে তার উত্তর দেওয়ার প্রচেষ্টা আদালতের কাছে যে অসুবিধার অবশ্যই অভিজ্ঞতা করতে হবে তা প্রিভি কাউন্সিল প্রশংসা করেছে কিন্তু তা সত্ত্বেও, প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া হয়েছিল কারণ সেগুলি এমন ধরনের ছিল না যার সন্তোষজনকভাবে উত্তর দেওয়া সম্ভব ছিল না।

(১) [১৮৯৮] এ.সি. ৭০০, ৭১১।

(২) [১৯২] এ.সি. ৫৪, ৬৬।

আমরা আশা করি যে ভবিষ্যতে, যখনই সংবিধানের ১৪৩ অনুচ্ছেদের অধীনে এই আদালতে আদালতের মতামতের জন্য একটি উল্লেখ্য দেওয়া হবে, সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন তৈরি করার যত্ন নেওয়া হবে। সৌভাগ্যবশত, তাত্ক্ষণিক উল্লেখ্যে নির্দিষ্ট প্রশ্নটিকে উল্লেখ্যের শর্তাবলীর মধ্যে বোধগম্য বলে বিবেচনা করা সম্ভব হয়েছে তবে একটি অস্পষ্ট এবং সাধারণ উল্লেখ্য উত্তর না দিয়ে ফেরত যাওয়ার ঝুঁকি বাস্তব এবং উল্লেখ্য ফ্রেম করা যাদের দায়িত্ব এটি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা উচিত। যদি বিলটি যতটা সংক্ষিপ্ত আছে ততটা না হত, তাহলে উপরে আমাদের দ্বারা উল্লিখিত দুটি বিষয়ের উপলব্ধি এবং আমরা যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রস্তাব করছি তার উল্লেখ্যে প্রবেশ করা কঠিন হত। সুনির্দিষ্ট বিষয়ের উল্লেখ্যের অনুপস্থিতিতে একটি দীর্ঘ বিল আমাদের কাছে একটি বিভ্রান্তিকর কাজ উপস্থাপন করবে, যা বিলের বিধানগুলির সাংবিধানিক আপত্তির প্রকৃতিতে সংক্ষিপ্তভাবে প্রণয়ন করা অসম্ভব।

তৃতীয় বিতর্কটি আমাদের সংবিধানের অধীনে ক্ষমতার বিভাজনের পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতনতার সম্পূর্ণ অভাবকে বিশ্বাসঘাতকতা করে। এই শিরোনামের তর্কের প্রথম অংশটি হল যে সংসদ যেহেতু বিলটি দখল করেছে, তাই বিলের বিধানগুলির সাংবিধানিকতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া তার একচেটিয়া কাজ। অন্য জায়গার মতো এখানেও কিছু লোক আছেন যারা আইন প্রণয়নের বিচারিক পর্যালোচনার ক্ষমতার বিরুদ্ধে বিরোধিতা করে যুক্তি দেন যে এটি হল আইনসভা যা সংবিধানের ব্যাখ্যা করার অধিকার রাখে এবং থাকা উচিত এবং আইনসভার ব্যাখ্যা আইনের আদালতে আক্রমণের জন্য উন্মুক্ত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু আমরা ব্যক্তিগত পূর্বাভাসের উপর ভিত্তি করে কাল্পনিক তত্ত্ব নিয়ে নয় বরং আমাদের সংবিধানের পরিকল্পনা এবং এর অন্তর্নিহিত দর্শন নিয়ে উদ্বিগ্ন। আমাদের ফেডারেল বা আধা-ফেডারেল সংবিধান কেন্দ্র এবং রাজ্য স্তরে বিচার বিভাগ স্থাপনের জন্য প্রচুর পরিমাণে লিখিত উপকরণ প্রদান করে। অনুচ্ছেদ ১২৪, যা "সংঘের বিচারপতিবর্গ" নামে সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে পাওয়া যায়, ভারতের সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠার বিধান করে। এর ক্ষমতা ও কার্যাবলী অনুচ্ছেদ ৩২(২), অনুচ্ছেদ ১২৯, অনুচ্ছেদ ১৩১ থেকে ১৪০ এবং ১৪৩ অনুচ্ছেদে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২১৪ অনুরূপভাবে, অনুচ্ছেদ ২৩১ এর সাপেক্ষে প্রতিটি রাজ্যের জন্য একটি উচ্চ আদালত প্রতিষ্ঠার জন্য প্রদান করে। অনুচ্ছেদ ২২৬ হাইকোর্টগুলিকে নির্দিষ্ট রিট জারি করার ক্ষমতা প্রদান করে যখন অনুচ্ছেদ ২২৭ তাদের আপিলের এখতিয়ারের অধীনস্থ সমস্ত আদালতের উপর তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা প্রদান করে। এই বিধানগুলি দেখায় যে আইনগুলির সাংবিধানিক বৈধতা পর্যালোচনা করার ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টের উপর ন্যস্ত এবং অন্য কোনও সংস্থার হাতে নেই। বৃটিশ আইনসভা সর্বোচ্চ হওয়ায়, এর দ্বারা পাস করা আইনের বৈধতা নিয়ে ইংল্যান্ডে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। আমাদের সংবিধানের অধীনে অবস্থান মৌলিকভাবে ভিন্ন কারণ, ভারতীয় আইনসভা কর্তৃক পাসকৃত আইনের বৈধতা পরীক্ষা করতে হবে

আমাদের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩-এর মতো অন্যান্য সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতাগুলির বিষয়ে এবং আইন প্রণয়ন ক্ষমতার বণ্টনের পরিকল্পনার বিষয়ে। সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হলে আইন প্রণয়নকে বাতিল ঘোষণা করার ভারতীয় বিচারব্যবস্থার অধিকার নিছক একটি নিরঙ্কুশ অনুমান নয় বরং এটি আমাদের সংবিধানের একটি স্পষ্ট অনুমোদন। নীতিটি আমাদের সংবিধানে দৃঢ়ভাবে এবং বিজ্ঞতার সাথে অনুবিদ্ধ করা হয়েছে যে আইনের নীতি এবং এটি পাস করার যুক্তিযুক্ততা আইনসভার সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়, যেখানে, আইনের ব্যাখ্যা এবং তাদের বৈধতা সম্পর্কিত প্রশ্নগুলি আদালতের একচেটিয়া উপদেষ্টা বা বিচারমূলক কাজের মধ্যে পড়ে। সেই পক্ষে আদালতের কাজটি "বিশাল আন্যায় আধিগ্রহণ" নয় যেটি ১৮৫৬ সালে আমেরিকান সুপ্রিম কোর্ট ড্রেড-স্কট (১) এর সিদ্ধান্ত প্রদানের পরে বিচারিক পর্যালোচনার ক্ষমতার কিছু আমেরিকান সমালোচক এটিকে বলেছিল। বরং সেই ভূমিকার প্রকৃত প্রকৃতি হল সেটি যা রাষ্ট্রপতি লিঙ্কন বর্ণনা করেছেন:

আমরা বিচারক ডগলাসের (সম্ভবত আরও বেশি) আনুগত্য এবং সরকারের বিচার বিভাগের প্রতি শ্রদ্ধায় বিশ্বাস করি। আমরা মনে করি সাংবিধানিক প্রশ্নগুলির উপর এর সিদ্ধান্তগুলি সম্পূর্ণরূপে নিষ্পত্তি হয়ে গেলে, কেবলমাত্র নির্দিষ্ট মামলাগুলিকেই নিয়ন্ত্রণ করা উচিত নয়, তবে দেশের সাধারণ নীতিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত, কেবলমাত্র সেই দলিলেই প্রদত্ত সংবিধানের সংশোধনীর দ্বারা বিঘ্নিত হওয়া সাপেক্ষে। এর চেয়ে বেশি হলে সেটি বিপ্লব হবে, কিন্তু আমরা মনে করি ড্রেড স্কটের সিদ্ধান্ত ভুল। আমরা জানি যে আদালত প্রায়শই তার নিজের সিদ্ধান্তগুলিকে বাতিল করেছে, এবং এটিকে বাতিল করার জন্য আমরা যা করতে পারি তা করব। আমরা এটির কোন প্রতিরোধ প্রস্তাব দিচ্ছি না।

বিতর্কের দ্বিতীয় অঙ্গটি হল যে বিলটি সংসদে বিচারাধীন থাকা অবস্থায় আমরা যদি আমাদের বিবেচনার জন্য বিলটির বৈধতার প্রশ্ন প্রত্যাহার করি তবে আমরা সংসদের কার্যাবলী এবং সুযোগ-সুবিধাগুলিকে হস্তক্ষেপ করব। প্রথমত, উল্লেখ্যের সাথে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে আমরা সংসদের দখল থেকে কোনও বিষয় প্রত্যাহার করছি না, লোকসভা থেকে বিলটিকে অনেক কম "উত্থাপন" করছি, যেমন একজন আইনজীবীর যুক্তি ছিল। রাষ্ট্রপতি অনুচ্ছেদ ১৪৩(১) দ্বারা তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এই আদালতে একটি উল্লেখ্য দিয়েছেন এবং আমাদের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে এই উল্লেখ্যটি বিবেচনা করা এবং রাষ্ট্রপতির কাছে আমাদের যথাসাধ্য বিবরণ পেশ করা। দ্বিতীয়ত, বিলটির সাংবিধানিক বৈধতা সম্পর্কে আমাদের বিবেচনার দ্বারা যে সংসদের কোন বিশেষ কার্য বা সুযোগ-সুবিধা স্বৈচ্ছায় বা অনিচ্ছাকৃতভাবে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে তা উপলব্ধি করা কঠিন। আমরা যেমনটি বলেছি, বিলের বিধানগুলি কোন সাংবিধানিক অকার্যকরতায় ভুগছে কিনা তা নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছে

তার সিদ্ধান্ত নেওয়া আদালতের বৈধ প্রথিত্যের মধ্যে রয়েছে। সংসদ নিঃসন্দেহে এই প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক করতে পারে যখন বিলটি পাস হয় তবে একটি আইনের বৈধতা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আদালতের হতে হবে সংসদের নয়। অতএব, আমরা যদি বিলটির বৈধতা উচ্চারণ করি তবে আমরা কোনও সংসদীয় বিশেষাধিকার হরণ করব না। আমাদের অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে যদিও যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে সংসদের সুযোগ-সুবিধাগুলি হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে, তবে কোনও বরিষ্ঠ উল্লেখ করতে পারেনি যে কোন বিশেষ সংসদীয় বিশেষাধিকার আমাদের উল্লেখ বিবেচনায় জড়িত ছিল। মে এর সংসদীয় অনুশীলনের কথাও উল্লেখ করা হয়নি। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০৫ (৩) যার উপর একটি পাস করার নির্ভরতা রাখা হয়েছিল তা প্রদান করে যে সংসদের প্রত্যেক সদনের এবং প্রত্যেক সদনের সদস্যগণের ও কমিটিসমূহের ক্ষমতা, বিশেষাধিকার ও অনাক্রম্যতাসমূহ সংসদ সময় সময় বিধি দ্বারা যেরূপ নিরূপিত করিতে পারেন সেরূপ হইবে এবং, ঐরূপে নিরূপিত না হওয়া পর্যন্ত, ইউনাইটেড কিংডমের আইনসভার হাউস অফ কমন্সের, এবং এর সদস্যদের এবং কমিটির মত হবে, সংবিধানের বলবত হওয়ার শুরুতে। আমাদের সামনে কোন ধরনের বিষয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা কী তা দেখানোর কোনো পাঠ্য বা কর্তৃপক্ষের অনুপস্থিতিতে, পার্লামেন্টের বিশেষাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে তা ধরে রাখা অসম্ভব। সংবিধানের ১০৭(১), ১০৮ এবং ১১১ অনুচ্ছেদের অধীনে সংসদের ক্ষমতা লঙ্ঘন করা হয়েছে এমন যুক্তিতেও আমরা কোনো সারবত্তা দেখি না।

উল্লেখ্যটি তখন সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের ভার্চুয়াল বাতিল বলে বলা হয়, একটি যুক্তি যা আমরা সমানভাবে অকার্যকর বলে মনে করি। অনুচ্ছেদ ৩২(১) সংবিধানের তৃতীয় অংশ দ্বারা প্রদত্ত অধিকারের প্রয়োগের জন্য যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার জন্য সকল ব্যক্তির মৌলিক অধিকার প্রদান করে। এই অধিকার সেই ব্যক্তিদের জন্য উপলব্ধ যাদের মৌলিক অধিকারগুলি লঙ্ঘন করা হয়েছে। আমাদের সামনে প্রশ্ন হল যে সংসদের সামনে মূলতুবি থাকার বিলটিতে এমন বিধান রয়েছে কিনা যা একটি সাংবিধানিক আপত্তির জন্য উন্মুক্ত। আমরা যদি বিলটিকে বৈধ বলে ধরে থাকি, তাহলে সংসদ এটি নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে এবং আমরা অনুমান করি যে, যদি আমরা বিলটিকে অবৈধ বলে ধরে থাকি, তাহলে সংসদ কোনো সাংবিধানিকভাবে অবৈধ বিল পাস করার জন্য কোনো সময় ব্যয় করবে না। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৩(১) দ্বারা বিবেচিত কার্যধারা থেকে ৩২ (১) অনুচ্ছেদের অধীনে কার্যধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির হওয়ায়, যদি আমরা রাষ্ট্রপতির নির্দেশিত প্রশ্নে নির্ধারণ করি তাহলে অনুচ্ছেদ ৩২-এর প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণ হবেনা।

উল্লেখ্যের বিরোধিতাকারী হস্তক্ষেপকারীদের জন্য শিক্ষিত বরিষ্ঠ উল্লেখ্যের উপর আক্রমণের একটি যুক্তি হিসাবে অনুরোধ করেছিলেন যে আমাদের জন্য বিলটির সাংবিধানিক বৈধতা বিবেচনা করা নিরর্থক

কারণ আমরা যে দৃষ্টিভঙ্গিই গ্রহণ করি না কেন, বিলাটি নিয়ে আলোচনা করার জন্য এবং এটি পাস করা বা না করার জন্য এটি সংসদের কাছে উন্মুক্ত থাকবে, যদি এটি ঠিক মনে করে। এই যুক্তিটি একটি অবাস্তব ভিত্তির উপর অগ্রসর হয়, যেহেতু এর অনুমান হচ্ছে সংসদ সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে কাজ করবে না। এটি সত্য যে, এই মতামতে আমরা যা বলি তা কিছুই সংসদকে বিল নিয়ে অগ্রসর হতে বা এটি বাদ দিতে বাধা দিতে পারে না। কারণ, কোনো আদালত সংসদের সামনে বিচারাধীন কোনো বিল বিবেচনায় নিয়ে অগ্রসর হতে সংসদকে নিষেধ করে কোনো রিট বা আদেশ জারি করবে না। কিন্তু সেই সম্মানিত সংস্থার প্রতি আমরা ধরে নিতে পারি না যে, আমাদের কাছে যা অন্যায্য বলে মনে হয়, যে যদি বিলাটিকে আমরা অসাংবিধানিক বলে ধরে রাখি, সংসদ যে ত্রুটিগুলি থেকে ভুগতে হয়েছে তা দূর না করেই এটি পাস করতে এগিয়ে যাবে। যেহেতু বিলের সাংবিধানিকতা এমন একটি বিষয় যা আদালতের একচেটিয়া এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে, আমরা বিশ্বাস করি যে সংসদ আদালতের সিদ্ধান্তের প্রতি খেয়াল রাখতে ব্যর্থ হবে না।

উল্লেখ্যটি সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক প্রশ্ন উত্থাপন করে এমন দাখিলটি আমরা গ্রহণ করতেও প্রস্তুত নই। বিলের নীতি এবং প্রেরকের উদ্দেশ্য হতে পারে উচ্চ জনসাধারণের বা রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করা যাঁদের জরুরী সময়ের সাথে সম্পর্কিত কিছু অপরাধ করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি, যাইহোক, বিলাটি পাশ করার আকাঙ্ক্ষিততা বা এর অন্তর্নিহিত নীতির সঠিকতা সম্পর্কে আমাদের পরামর্শ দিতে বলেননি। বিশেষ আদালত স্থাপন করা উচিত কি না, রাজনৈতিক অপরাধীদের বিচার করা উচিত নাকি অনুচিত এবং তাদের বিচারের জন্য দ্রুত প্রতিকার দেওয়া উচিত কি না, সেই সমস্ত বিষয় যাকে রাজনৈতিক প্রকৃতির বলা যেতে পারে কারণ তারা বিলের অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা এবং নীতির সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু বিল বা এর কোনো বিধান সাংবিধানিকভাবে অবৈধ কিনা তা রাজনৈতিক প্রকৃতির প্রশ্ন নয় যার উত্তর দেওয়া থেকে আমাদের নিজেদেরকে বিরত রাখা উচিত। আমাদের মতামতের জন্য রাষ্ট্রপতি যে প্রশ্নটি উল্লেখ করেছেন তা সম্পূর্ণরূপে আইনি এবং সাংবিধানিক সমস্যাগুলি উত্থাপন করে যা সিদ্ধান্ত নেওয়া আমাদের অধিকার এবং আমাদের কাজ।

শেষ দাখিলটি যা বিবেচনার প্রয়োজন, তা হল ৭ তম, যা বলে উপদেষ্টার এখতিয়ারের অনুশীলনের প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করে আমাদের উচিত, সুবিধা এবং প্রাপ্যতার স্বার্থে, উল্লেখ্যের উত্তর দিতে অস্বীকার করা। এস্টেট ডিউটি বিল<sup>(১)</sup>-এ বিচারক জাফরুল্লা খান-এর ভিন্নমতের মতামতে উল্লেখ্য এখতিয়ারের সমালোচনা করা হয়েছে যেমনটা সম্ভবত কল্পনা করা যায়। বিজ্ঞ বিচারক উপদেষ্টার এখতিয়ারের ইতিহাস, বিভিন্ন দেশের আইন যা উপদেষ্টার এখতিয়ার প্রদান করে, উপদেষ্টার এখতিয়ার সংক্রান্ত বিষয়ে সেসব দেশের আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি,

(১) [১৯৪৪] এফ.সি.আর.৩ ১৭,৩ ২২।

প্রফেসর ফেলিক্স ফ্রাঙ্কফোর্টার (যিনি পরে আমেরিকান সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হয়েছিলেন) এবং প্রফেসর কার্লটিন কেম্প অ্যালেন এবং প্রিভি কাউন্সিল এবং হাউস অফ লর্ডসের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের মতো বিশিষ্ট লেখকের মতামত উল্লেখ করেছেন। সংক্ষেপে, উপদেষ্টার এখতিয়ার প্রয়োগের বিরুদ্ধে করা যেতে পারে এমন প্রতিটি সম্ভাব্য সমালোচনা বিচারক, জাফরুল্লা খান তার ব্যতিক্রমি মতে লক্ষ্য করেছিলেন এবং প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু, পাঠ্য এবং কর্তৃপক্ষের উল্লেখ করার পরে, বিজ্ঞ বিচারক পর্যবেক্ষণ করেছেন যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের তা সত্ত্বেও, ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫ –এর ২১৩ ধারা অন্তর্ভুক্ত করা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করে। অবশেষে, বিজ্ঞ বিচারক মনে করেন যে যদি প্রস্তাবটি এমন একটি আকারে দেওয়া হয় যা অসুবিধার জন্ম দেয় না, তাহলে আদালত এটির উপর সিধ্যান্ত নেওয়া সম্ভব খুঁজে পেতে পারে এবং যোগ করে যে একটি সতর্কতা অবলম্বন করা যেতে পারে। সেই জন্য উল্লেখ্যের সাথে বিলের একটি খসড়া সংযুক্ত করতে হয়েছিল যা আইনসভার সামনে রাখার প্রস্তাব করা হয়েছিল। যেহেতু রাজ্যপাল যে বিলটির উপর ফেডারেল আদালতে উল্লেখ্য করেছিলেন তা ছিল একটি আর্থিক পরিমাপ, তাই বিজ্ঞ বিচারক মনে করেছিলেন যে উল্লেখ্যের সাথে বিলটির একটি অনুলিপি সংযুক্ত করা অপরিহার্য এবং বিলের অনুপস্থিতিতে উল্লেখ্যের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। বিজ্ঞ বিচারক যে চূড়ান্ত সিধ্যান্তে এসেছিলেন তা হল যে আদালতে উপলব্ধ উপাদানের অবস্থার উপর ভিত্তি করে, আদালতে উল্লেখ্য করা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে কোনও দরকারী উদ্দেশ্য পূরণ করা যায় না।

আমরা প্রাথমিক আপত্তির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আমাদের আলোচনার সময় উল্লেখ করেছি যে যেহেতু রাষ্ট্রপতি আমাদের মতামতের জন্য উল্লিখিত প্রশ্নটি একটি সম্পূর্ণ সাংবিধানিক সমস্যা উত্থাপন করে এবং যেহেতু এটি দুটি বিষয়ে উল্লেখ্যের বিবেচনাকে সীমিত করা সম্ভব, সেহেতু আমাদের দ্বারা উল্লিখিত, উল্লেখ্যের উত্তর দেওয়া কঠিন বা অপ্রয়োজনীয় নয়। এস্টেট ডিউটি বিল (১) এ বিচারক, জাফরুল্লা খান দ্বারা নির্দেশিত অসুবিধা এই উল্লেখ্যে আমাদের কাছে বিশেষ আদালত বিলের একটি অনুলিপি সরবরাহ করার মাধ্যমে দূর করা হয়েছে যা উল্লেখ্যের সাথে সংযুক্ত রয়েছে। তাহলে এর কোনো উত্তর নেই যে বিলটি শেষ পর্যন্ত আইনসভা থেকে এমন একটি আকারে আবির্ভূত হতে পারে যা আমাদের দ্বারা বিবেচনা করা হয়েছে তার থেকে একেবারেই আলাদা। বিচারক, জাফরুল্লা খান, (পৃষ্ঠা ৩৪) দ্বারা পর্যবেক্ষণ করেছে যে এই ধরনের ক্ষেত্রে, আদালতের মতামত সর্বদা তার সামনে রাখা প্রস্তাবের উল্লেখ্য সহ পড়া হবে এবং আইনসভার যে ফর্মে এটিকে গ্রহণ করবে সেই উল্লেখ্য সহ এটি পড়ার কোন বিপদ থাকবে না। আমরা কেবল যোগ করব যে গণপরিষদ সংবিধানের ১৪৩ অনুচ্ছেদ প্রণয়নের জন্য উপযুক্ত বলে মনে করেছে, উপদেষ্টার এখতিয়ার প্রয়োগ করা সাধারণত অনুপযুক্ত এই ভিত্তিতে উল্লেখ্যের উত্তর দিতে প্রত্যাখ্যান করা আমাদের পক্ষে নয়। উপদেষ্টার এখতিয়ারের অযোগ্যতা সম্পর্কিত যুক্তিটি সংবিধানের বিশিষ্ট স্থপতিদের কাছে পরিচিত ছিল এবং তাদের দ্বারা বিবেচনা করা এবং প্রত্যাখ্যান করা উচিত বলে মনে করা উচিত। প্রদত্ত ক্ষেত্রে,

-----  
(১) [১৯৪৪] এফ.সি.আর. ১৭, ৩২২।

প্রশ্নগুলির ক্রটিপূর্ণ ফ্রেমের কারণে, তথ্যের অপ্রতুলতা বা এই জাতীয় আরও কারণে একটি উল্লেখ্যের উত্তর দিতে অসুবিধা হওয়া, অন্য একটি বিষয় যা এই উল্লেখ্যে কোনও অনতিক্রম্য অসুবিধা উপস্থাপন করে না, আমরা যেমন উল্লেখ করেছি।

আমরা বেকার বনাম কার (১) এবং পাওয়েল বনাম ম্যাককরম্যাক (২) এ আমেরিকান সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন বলে মনে করি না যা এই যুক্তির সমর্থনে উদ্ধৃত করা হয়েছিল যে আদালতের অনুমানমূলক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উচিত নয়। আমরা ইতিমধ্যেই এই বিতর্কের নিষ্পত্তি করেছি যে এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি যে উল্লেখ্য দিয়েছেন সে সম্পর্কে অনুমানমূলক বা কল্পনামূলক কিছু নেই। কিন্তু তা ছাড়া, তিনটি প্রধান বিবেচনার কারণে আমেরিকান সিদ্ধান্তের কোন প্রয়োগ নেই: আমেরিকান সংবিধানে এমন কোন বিধান নেই যার অধীনে রাষ্ট্রপতি তার মতামত পাওয়ার জন্য আমেরিকান সুপ্রিম কোর্টে একটি উল্লেখ্য দিতে পারেন। দ্বিতীয়ত, আমেরিকান সংবিধানের অধীনে ক্ষমতার কঠোর বিভাজন রয়েছে; এবং তৃতীয়ত, অনুচ্ছেদ III, আমেরিকান সংবিধানের ধারা ২(১) প্রদান করে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচারিক ক্ষমতা যা সেই অনুচ্ছেদের ধারা ১ দ্বারা সুপ্রিম কোর্টে ন্যস্ত, সমস্ত "মামলা" এবং "বিতর্কের জন্য প্রসারিত হবে যেটিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি পক্ষ হবে;- দুই বা ততোধিক রাজ্যের মধ্যে - একটি রাজ্যের এবং অন্য রাজ্যের নাগরিকদের মধ্যে - বিভিন্ন রাজ্যের নাগরিকদের মধ্যে, এবং একটি রাষ্ট্রের বা তার নাগরিকদের মধ্যে এবং বিদেশী রাষ্ট্র, নাগরিক বা প্রজাদের মধ্যে বিবাদের জন্য"। উপদেষ্টার এখতিয়ারের অধীনে উদ্ভূত বিষয়গুলিতে যেখানে কোনও তথাকথিত মামলার বিষয় নেই, সেখানে পক্ষ্য এবং পক্ষ্যের মধ্যে মকোনও "মামলা" বা "বিতর্ক" নেই। তাই আমেরিকান সুপ্রিম কোর্ট এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে যে " এই নিয়ম যে ইউনাইটেড স্টেটস সুপ্রীম কোর্টের একটি মুট মামলার যোগ্যতা বিবেচনা করার জন্য আপিলের এখতিয়ারের অভাব রয়েছে, সেটি সাংবিধানিক আদেশের একটি শাখা যে বিচারিক ক্ষমতা শুধুমাত্র মামলা বা বিতর্কের জন্য প্রসারিত হয়; যখন উপস্থাপিত বিষয়গুলি আর জীবিত থাকে না বা পক্ষগুলির ফলাফলের প্রতি আইনগতভাবে উপলব্ধিযোগ্য আগ্রহের অভাব থাকে তখন একটি মুট মামলা হয়।"(৩)।

এটি উল্লেখ্যের রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতার প্রাথমিক আপত্তির নিষ্পত্তি করে। উপরে উল্লিখিত কারণগুলির জন্য, আমরা সেই আপত্তিকে প্রত্যাখ্যান করি এবং উল্লেখ্যের উত্তর দিতে এগিয়ে যাই, আমাদের মতামতকে পূর্বে উল্লিখিত দুটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছি।

এই উল্লেখ্যে আমরা যে দুটি প্রধান প্রশ্ন বিবেচনা করার প্রস্তাব করছি, তার মধ্যে প্রথমটি বিলের কিছু বিধান প্রণয়ন করার জন্য সংসদের আইন প্রণয়ন ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত। আইন প্রণয়নের যোগ্যতার প্রধান যুক্তিটি শ্রী শিব শঙ্কর দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল যিনি অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত হন।

(১) ৭ এল.ই.ডি., ২ডি, ৬৬৩.

(২) ২ এল.ই.ডি., ২d, ৪৯১.

(৩) ২ এল.ই.ডি. ২ডি, ৪৯১, ৪৯.

যেহেতু এই প্রশ্নে অন্যান্য বরিষ্ঠর বিরোধগুলি শুধুমাত্র সেই যুক্তির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছে, এটি মূল যুক্তি নির্ধারণ এবং মোকাবেলা করার জন্য যথেষ্ট হবে।

বিলটিতে থাকা বিষয়গুলিতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতার উপর আক্রমণ তিনটি বিষয় উত্থাপন করে: (১) বিলের প্রকরক ২ দ্বারা প্রণীত বিশেষ আদালত গঠনের জন্য সংসদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আছে কি? (২) বিলের ১০ (১) প্রকরকে প্রদত্ত বিশেষ আদালতের রায় এবং আদেশ থেকে সুপ্রিম কোর্টে আপিলের ক্ষমতা প্রদান করার সংসদের আইনী ক্ষমতা আছে কি? এবং (৩) বিলের প্রকরক ৬-এ প্রদত্ত, ঘোষণার তারিখে অন্য কোনও আদালতের সামনে মূলতুবি থাকা আপিল এবং সংশোধনগুলিকে গ্রহণ করার এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কি সংসদের সর্বোচ্চ আদালতে এখতিয়ার প্রদানের ক্ষমতা আছে?

সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায়, বিলের ২ নং প্রকরকে বলা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকার বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিশেষ আদালত নামে পর্যাপ্ত সংখ্যক আদালত তৈরি করবে। বিলের ১০(১) প্রকরকে বলা হয়েছে যে ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধিতে যা কিছুই থাকুক না কেন, বিশেষ আদালতের যেকোন রায় বা আদেশ থেকে বাস্তব এবং আইন উভয় ক্ষেত্রেই সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা হবে। বিলের প্রকরক ৬ দ্বারা, যদি কোনো অপরাধের বিষয়ে ঘোষণার তারিখে, এই ধরনের অপরাধের বিষয়ে অভিযুক্তির কোনো রায় বা আদেশের বিরুদ্ধে আপিল বা পুনর্বিবেচনার কোনো আপিল বা সংশোধনী আদালতে বিচার্যধীন থাকে, তাহলে সেটি সুপ্রিম কোর্টে নিষ্পত্তির জন্য স্থানান্তর করা হবে।

শ্রী শিব শঙ্করের যুক্তি এভাবে চলে:

(ক) ১২৪ থেকে ১৪৭ অনুচ্ছেদগুলি যা সংবিধানের অধ্যায় IV, অধ্যায় V-এ দেখা যায়, যা "সংঘের বিচারপতিবর্গ" নামে পরিচিত, সেগুলির মধ্যে সুপ্রীম কোর্টের অধিকার আছে বা এখতিয়ার প্রয়োগ করার ক্ষমতা দেওয়া হতে পারে এমন বিষয়গুলির একটি সম্পূর্ণ গণনা রয়েছে। অনুচ্ছেদ ৩১১ নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টকে মূল এখতিয়ার প্রদান করে, অনুচ্ছেদ ১৩২, ১৩৩ এবং ১৩৪ এটিকে দেওয়ানী, ফৌজদারি এবং অন্যান্য কার্যধারায় আপিলের ক্ষমতা প্রদান করে, অনুচ্ছেদ ১৩৫ তার এখতিয়ার এবং ক্ষমতা সংরক্ষণ করে, যতক্ষণ না সংসদ আইন দ্বারা অন্যথায় প্রদান করে। যে কোন বিষয়ের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ১৩৩ এবং ১৩৪ এর বিধানগুলি প্রযোজ্য হয় না যদি সেই বিষয়ে এখতিয়ার এবং ক্ষমতাগুলি ফেডারেল আদালত দ্বারা প্রয়োগ করা হয় যে কোন বিদ্যমান আইনের অধীনে সংবিধান প্রবর্তনের আগে, অনুচ্ছেদ ১৩৬ এটিকে, এর বিচক্ষণতার ভিত্তিতে,

সশস্ত্র বাহিনী সম্পর্কিত কোনো আইন দ্বারা বা তার অধীনে গঠিত কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত ভারতের কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গৃহীত বা প্রদত্ত কোনো কারণ বা বিষয়ে যে কোনো রায়, ডিক্রি, সংকল্প, দণ্ড বা আদেশ থেকে আপিল করার বিশেষ অনুমতি মঞ্জুর করার ক্ষমতা দেয়, অনুচ্ছেদ ১৩৭ এটিকে এটি দ্বারা প্রদত্ত যেকোন রায় বা আদেশ পর্যালোচনা করার ক্ষমতা প্রদান করে, অনুচ্ছেদ ১৩৯ক এটিকে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে নিজের সিদ্ধান্তের জন্য হাইকোর্টের সামনে বিচারাধীন মামলাগুলি প্রত্যাহার করার ক্ষমতা প্রদান করে, অনুচ্ছেদ ১৪২ (২) এটিকে, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, নিজের কোন অবমাননার তদন্ত বা শাস্তির বিষয়ে ক্ষমতা প্রদান করে এবং অবশেষে, অনুচ্ছেদ ১৪৩ এর উপর এটি উল্লিখিত বিষয়ে পরামর্শমূলক এখতিয়ার অর্পণ করে। সুপ্রিম কোর্টের, আপীল বা অন্য কোন ধরনের এখতিয়ার, এই নিবন্ধগুলিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা বিষয়গুলি ছাড়া অন্য বিষয়ে প্রসারিত করা যাবে না। বিলের প্রকরক ১০ যা বিশেষ আদালতের রায় এবং আদেশ থেকে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করার ক্ষমতা প্রদান করে তাই অসাংবিধানিক। অধ্যায় IV, পার্ট V, সেই অধ্যায়ের অন্যান্য বিধান দ্বারা স্পষ্টভাবে অর্পণ করা ছাড়াও সুপ্রিম কোর্টে আরও এখতিয়ার প্রদানের উদ্দেশ্যে আইন পাস করার জন্য বিভিন্ন অনুচ্ছেদের দ্বারা সংসদকে ক্ষমতা দেয়। উদাহরণ স্বরূপ, অনুচ্ছেদ ১৩৩(৩) এ বিধান করে যে অনুচ্ছেদে যা কিছুই থাকুক না কেন, হাইকোর্টের একজন বিচারকের রায়, ডিক্রি বা চূড়ান্ত আদেশ থেকে (একটি দেওয়ানী কার্যধারায়) সুপ্রিম কোর্টে কোনো আপিল করা যাবে না, যদি না সংসদ আইন অন্যথায় প্রদান করে। এইভাবে সংসদকে একটি আইন পাস করার ক্ষমতা দেওয়া হয় এই শর্তে যে, দেওয়ানি কার্যধারায়, হাইকোর্টের একজন বিচারকের রায়, ডিক্রি বা চূড়ান্ত আদেশ থেকে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা যাবে। অনুচ্ছেদ ১৩৪(২) সংসদকে, আইনের দ্বারা, সুপ্রিম কোর্টকে অনুচ্ছেদের প্রকরক ১ দ্বারা প্রদত্ত যে কোনও "আরও ক্ষমতা" প্রদান করার ক্ষমতা দেয়, হাইকোর্টের কোনও ফৌজদারি কার্যধারায় যে কোনও রায়, চূড়ান্ত আদেশ বা সাজা থেকে আপিল করা এবং শোনার জন্য, আইনে উল্লেখ করা যেতে পারে এমন এই ধরনের শর্ত এবং সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে। অনুচ্ছেদ ১৩৮(১) দ্বারা, সুপ্রিম কোর্টের সংঘসুচিভুক্ত যেকোন বিষয়ে সংসদ আইন দ্বারা প্রদত্ত যেকোন বিষয়ে আরও এখতিয়ার এবং ক্ষমতা থাকবে।

অনুচ্ছেদ ১৩৮(২) অনুসারে, সুপ্রিম কোর্ট যেকোন বিষয়ে এই ধরনের আরও এখতিয়ার ও ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে যেমনটি ভারত সরকার এবং যেকোনো রাজ্যের সরকার বিশেষ চুক্তির মাধ্যমে প্রদান করতে পারে, যদি আইন দ্বারা সংসদ সুপ্রিম কোর্টের এই ধরনের এখতিয়ার এবং ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যবস্থা করে। অনুচ্ছেদ ১৩৯ আইন দ্বারা সংসদকে ক্ষমতা দেয়, অনুচ্ছেদ ৩২(২) এ উল্লিখিত ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, আদেশ বা রিট জারি করার জন্য ক্ষমতা প্রদানের জন্য। অনুচ্ছেদ ১৪০-এর অধীনে, সংসদ সুপ্রিম কোর্টকে এমন সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদানের জন্য একটি আইন করতে পারে যা সংবিধানের কোনো বিধানের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ নয় যা আদালতকে প্রদত্ত এখতিয়ার প্রয়োগ করতে আরও কার্যকরভাবে সক্ষম করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বা সংবিধান দ্বারা বা তার অধীনে পছন্দসই বলে মনে হয়। এই বিধানগুলি যে মামলা এবং পরিস্থিতিতে সুপ্রিম কোর্টকে অতিরিক্ত ক্ষমতা বা এখতিয়ার অর্পণ করতে পারে তা পরিপূর্ণ হওয়ায়, বিশেষ আদালতের রায় এবং আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের আপিলের ক্ষমতা প্রদান করে আইন পাস করার ক্ষমতা সংসদের নেই, যা একটি বিষয় যা উপরোক্ত অধ্যায় IV-এর বিধানগুলির মধ্যে কোনটি পরিকল্পিত বা আচ্ছাদিত করা হয়নি। বিলের ১০ প্রকরক তাই আইন প্রণয়ন করার জন্য সংসদের আইনী ক্ষমতার বাইরে।

(গ) যদিও সংসদের তালিকা I-তে গণনা করা বিষয়গুলির উপর আইন প্রণয়নের জন্য, ক্ষমতা আছে, এবং একচেটিয়াভাবে, কিন্তু সেই ক্ষমতা, অনুচ্ছেদ ২৪৫(১) অনুসারে, সংবিধানের "বিধান সাপেক্ষে"। তদনুসারে, উল্লিখিত বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের, উদাহরণস্বরূপ, তালিকা I-এর ৭৭ নং প্রবিষ্টিতে (সুপ্রিম কোর্টের সংবিধান, সংস্থা, এখতিয়ার এবং ক্ষমতা ...), প্রবিষ্টি ৯৫ (তালিকা I-এর যেকোনো বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট ছাড়া সব আদালতের এখতিয়ার এবং ক্ষমতা...), এবং প্রবিষ্টি ৯৭ (তালিকা II বা তালিকা III -তে গণনা করা হয়নি এমন অন্য কোনো বিষয় ...) সংবিধানের অন্যান্য বিধানের সাথে এবং সাপেক্ষে ধারাবাহিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে। সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন তালিকা I এবং III এ গণনা করা বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা বৈধ হবে না, যদি তা পার্ট III এর মৌলিক অধিকারের বিধানগুলি ছাড়াও সংবিধানের অন্য কোনো বিধান লঙ্ঘন করে।

(d), অনুচ্ছেদ ১৬(১) এ থাকা বিধানের প্রস্থ বিবেচনা করে, এটি সংসদের জন্য উন্মুক্ত থাকতে পারে যে সুপ্রিম কোর্ট, তার বিবেচনার ভিত্তিতে, বিশেষ আদালতের কোন রায় বা আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার জন্য বিশেষ অনুমতি দিতে পারে। কিন্তু যেহেতু, সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতার বাহ্যিক সীমাগুলি সেই অনুচ্ছেদে এবং সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়, পঞ্চম অধ্যায়ে থাকা অন্যান্য অনুচ্ছেদে সম্পূর্ণরূপে মোকাবিলা করা হয়েছে, তাই সংসদ কোনও বিশেষ আদালতের রায় বা আদেশ থেকে সর্বোচ্চ আদালতে আপিল করার জন্য অধিকার কোন ব্যক্তিকে অনুমোদন দিতে পারে না।

(ঙ) যুক্তির সমতা অনুসারে, সুপ্রিম কোর্টে মূলতুবি আপিল এবং সংশোধনগুলি স্থানান্তর করার জন্য বিলের প্রকরক ৬-এ থাকা বিধানটি সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়, খণ্ড V-এর বিধানগুলিকে চরমভাবে বিরুদ্ধ করে। চতুর্থ অধ্যায়ে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্ভুক্ত সাংবিধানিক পরিকল্পনাকে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা সংশোধনমূলক এখতিয়ারের অনুশীলনকে বিবেচনা করে না এবং তাই, ধারা ৬ দ্বারা সেই এখতিয়ার প্রদান সংসদের ক্ষমতার বাইরে। যদি সুপ্রিম কোর্টে স্থানান্তরিত সংশোধনগুলি ১৩৬(১) অনুচ্ছেদের অধীনে সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে বলে বিবেচিত হয়, তবে বিলের প্রকরক ৬ সেই অনুচ্ছেদের বিধানগুলির বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হবে কারণ এখতিয়ার প্রয়োগের পূর্বশর্ত হল যে সেই অনুচ্ছেদের অধীনে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক বিশেষ অনুমতি আবেদন মঞ্জুর করা।

এই বিতর্কের উত্তরে বিজ্ঞ মহা-ন্যায়বাদী এবং বিজ্ঞ মহাব্যবহারদেশকের উত্তরের মূল যুক্তি হল সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়, পঞ্চম খণ্ডের বিধান, সুপ্রিম কোর্টের এখতিয়ার আছে বা যে বিষয়ে সংসদ, আইন দ্বারা, এখতিয়ার প্রদান করতে পারে এমন বিষয়গুলির শ্রেণীর মধ্যে, সম্পূর্ণ নয়। অধ্যায় IV এর বিধানগুলি, এটি যুক্তিযুক্ত, সপ্তম তফসিলের তালিকা। এবং III এর মধ্যে পড়ে এমন বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য সংসদে সংবিধান দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। অর্থাৎ, সংবিধানের XI খণ্ডের প্রথম অধ্যায় যা 'বিধানিক ক্ষমতাসমূহের বণ্টন' নিয়ে কাজ করে তাকে অবশ্যই তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অনুমতি দিতে হবে এবং চতুর্থ অধ্যায়, পঞ্চম খণ্ডে থাকা কিছুই সেই ক্ষমতা থেকে অবমাননাকর বলে বোঝানো যাবে না। সংসদের যে বিষয়গুলি সংঘসূচি এবং সমবর্তী সূচিগুলির মধ্যে পড়ে সেগুলির উপর আইন প্রণয়নের জন্য আইন প্রণয়নের যোগ্যতাকে বাতিল করার জন্য সেই অধ্যায়ের বিধানগুলি থেকে কোনও প্রভাব উঠতে পারে না।

অতএব, এটি যুক্তিযুক্ত হয় যে সংখ্যাগতভাবে এবং গুণগতভাবে সুপ্রিম কোর্টের এখতিয়ার বাড়ানোর জন্য সংসদের ক্ষমতা প্রশ্নাতীত, যতক্ষণ না এই এখতিয়ার তৈরি বা প্রদানের আইনটি তালিকা I বা তালিকা III-এ গণনা করা বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত। শিক্ষিত বরিষ্ঠরা বিলের প্রকরক ৬ এবং ১০(১) প্রণয়নের জন্য সংসদের ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য অনুচ্ছেদ ১৩৮ (১) এবং অনুচ্ছেদ ২৪৬(১) এবং তালিকা I-এর ৭৭ এবং ৯৭ প্রবিষ্টিগুলির উপর নির্ভর করে হিসাবে প্রকরক ২ প্রণয়নের ক্ষমতা, বিশেষ আদালত গঠনের জন্য পার্লামেন্টের সক্ষমতার সমর্থন হিসাবে তালিকা III-এর প্রবিষ্টি ১১ক-এর উপর নির্ভর করা হয়েছে।

বিশেষ আদালত গঠনের বিধান করার জন্য সংসদের আইন প্রণয়ন ক্ষমতার প্রতি আপত্তির কোনো কারণ নেই। সমবর্তী সূচি প্রবিষ্টি ১১ক " বিচার প্রশাসন; সুপ্রীম কোর্ট এবং হাইকোর্ট ব্যতীত সকল আদালতের গঠন ও সংগঠন"। অনুচ্ছেদ ২৪৬(২) অনুসারে, সংবিধান এবং সংস্থা, অর্থাৎ, বিশেষ আদালত নির্মাণ এবং তৈরির সাপেক্ষে সংসদের কাছে স্পষ্টভাবে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রয়েছে। বিলের প্রকরক ২ সংসদের ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে।

তালিকা III এর প্রবিষ্টি ১১ক দ্বারা আচ্ছাদিত আইনের ক্ষেত্রটি মূলত তালিকা II এর প্রবিষ্টি এর একটি অংশ ছিল। ৪২ তম সংশোধনী আইন, ১৯৭৬ এর ধারা ৫৭(খ) (iii) দ্বারা, যা জানুয়ারী, ১৯৭৭ এ কার্যকর হয়েছিল সেই অংশটি প্রবিষ্টি ৩, তালিকা II থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল এবং ধারা ৫৭ এর প্রকরক (গ) দ্বারা, এটি সূচি III - এ ঢোকানো হয়েছিল ১১ক হিসাবে। এই স্থানান্তরটি এই যুক্তির দিকে পরিচালিত করেছে যে ধারা ৫৭(খ) (iii) এবং (গ) দ্বারা প্রবর্তিত বিশেষ সংশোধনীটি অবৈধ কারণ এটি সংবিধানের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে যথা, যুক্তরাষ্ট্রীয়তাকে ধ্বংস করে। আমরা সংবিধান এবং নির্দিষ্ট কিছু আদালতের সংগঠনের ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির একচেটিয়া ক্ষমতার পরিবর্তে সংসদে একযোগে ক্ষমতা প্রদান কীভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয়তার নীতি, যে ভাবে আমাদের সংবিধান গৃহীত হয়েছে, তাকে প্রভাবিত করে এবং একটি লোপ করেছে তা উপলব্ধি করতে অক্ষম। এটা যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেই যে রাজ্যগুলিতে এই যে ধরনের ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে তা সংবিধানের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছিল, তাহলে আমরা এই উল্লেখ্য উদ্দেশ্যে এটি যেরম খুঁজে পাই আমাদের সংবিধানকে সেরম ভাবে নিতে হবে। রাষ্ট্রপতি দ্বারা আমাদের কাছে উল্লেখ করা সরল নিহিতার্থ প্রশ্নটি হল, বিদ্যমান সাংবিধানিক বিধানের ভিত্তিতে, বিল বা এর কোনো বিধান, যদি প্রণীত হয়, তাহলে তা অবৈধ হবে কিনা। তাই আমরা এই কার্যধারায় কোনো যুক্তি মেনে নিতে পারি না যে সংবিধানের একটি সংশোধনীর মাধ্যমে প্রবর্তিত একটি সাংবিধানিক বিধান অবৈধ।

বিশেষ আদালত গঠনের জন্য সংসদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আছে দেখে, যুক্তির পরবর্তী শাখা যা বিবেচনার জন্য পড়ে তা হ'ল এটি প্রদান করার জন্য সংসদ

সুপ্রিম কোর্টে আপিলের এখতিয়ার, বিশেষ আদালতের রায় এবং আদেশ থেকে আপিল শুনতে সক্ষম বা প্রয়োজন করার যোগ্য কিনা। যুক্তিটি অন্য ভাবে দেওয়া হলে তা হবে, যে এটি সংসদ কোনও মামলাকারীকে বিশেষ আদালতের রায় বা আদেশ থেকে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করার অধিকার প্রদান করার যোগ্য নয়। এটি দাবি করা হয়, আপিলের বিধান সর্বোচ্চ, সংবিধানের ১৩৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে সুপ্রিম কোর্টের আপিলের জন্য বিশেষ অনুমতি আবেদন মঞ্জুর করার পূর্ব শর্ত সাপেক্ষে করা যেতে পারে।

এই যুক্তির ভিত্তিটিই ভুল। যুক্তিটি এই আবেদনের ভিত্তিতে আছে যে সংবিধানের অধ্যায় IV খণ্ড ২ এর অংশটি সম্পূর্ণ এবং তাই, সেই অধ্যায়ের অনুমোদন বা নিশিতকরন বিধানের চেয়ে সুপ্রিম কোর্টকে আর কোন বা বৃহত্তর এখতিয়ার দেওয়া যাবে না। চ্যাপ্টার IV এর বিধান থেকে এই ধরনের কোন প্রভাব দেখা দিতে পারে এই বিতর্কে মেনে নেওয়া অসম্ভব। বিবাদটি গৃহীত হলে, সংবিধানের ২৪৬(১) এবং (২) অনুচ্ছেদ দ্বারা সংসদে প্রদত্ত আইনি ক্ষমতার ভারুয়াল বাতিল হয়ে যাবে। এই ধরনের নির্মাণ যা সংবিধানের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিধানগুলিকে অলীক বা অপ্ৰীতিকর করে তোলে তা অবশ্যই পরিহার করতে হবে, বিশেষ করে যখন এটি চতুর্থ অধ্যায়ে থাকা অনুচ্ছেদের গুচ্ছ থেকে উদ্ভূত একটি নিছক অর্থ থেকে এর ন্যায্যতা খোঁজে। সংবিধান এই বিধান দেয় না যে অনুচ্ছেদ ২৪৬(১) এবং (২) এ যা কিছুই থাকুক না কেন, সংসদের সর্বোচ্চ আদালতের এখতিয়ার পরিমাণগত বা গুণগতভাবে বাড়ানোর কোন ক্ষমতা বা যোগ্যতা থাকবে না। যেটি অধ্যায় IV খণ্ড V-এর যে কোনও বিধানের অধীনে এটি করা অনুমোদিত। সেই অধ্যায়ের বিধানগুলি অবশ্যই সংবিধানের অন্যান্য বিধানগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং একত্রে পড়তে হবে এবং এর অবমাননা করে নয়।

শ্রী শিব শঙ্কর বা বিষয়টির এই দিকটি একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন: যদি সংসদকে এখানে অপ্রকাশিত পদ্ধতিতে সুপ্রিম কোর্টের এখতিয়ার বাড়ানোর ক্ষমতা গ্রহণ করা হয়, তাহলে অনুচ্ছেদ ১৩৩(৩), ১৩৪(২), ১৩৮(১), ১৩৮(২), ১৩৯ এবং অনুচ্ছেদ ১৪০ এর মত বিধানগুলির পিছনে বস্তু ও উদ্দেশ্য কী ছিল? এই অনুচ্ছেদগুলি, অনুচ্ছেদ ২৪৬(১) এবং (২) এর অধীনে সংসদ যা করেছে তার সমান যোগ্যতা এবং বৈধতার সাথে ক্ষমতা প্রয়োগে করে। বিজ্ঞ বরিষ্ঠর মতে, সংবিধান প্রণেতারা যে কারণে সংবিধানে বিশেষ বিধান অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন বলে মনে করেছিলেন তা হল এই বিশেষ বিধানগুলিতে নির্দিষ্ট বিষয় এবং পরিস্থিতির জন্য স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা সুপ্রিম কোর্টের এখতিয়ারের ক্ষেত্রে সংসদকে আইন পাশ করার ক্ষমতা বা ক্ষমতা সীমিত করার জন্য।

অন্য কথায়, বিতর্কটি হল যে সংবিধানের নির্দিষ্ট বিধানগুলি যার অধীনে সুপ্রিম কোর্টের এখতিয়ার বাড়ানো যেতে পারে সেগুলিকে অবশ্যই সাধারণ বিধানগুলিকে অগ্রাহ্য করতে হবে যার অধীনে সংসদ সপ্তম তফসিলের তালিকা। এবং III এ গণিত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে আইন পাস করতে পারে।

আমরা এই যুক্তিটি গ্রহণ করা অসম্ভব বলে মনে করি যে নির্দিষ্ট বিষয়ে আইন পাস করার ক্ষমতা প্রদান সংসদের ক্ষমতাকে শুধুমাত্র সেই বিষয়ে আইন পাস করার ক্ষমতায় সীমিত করে এবং অন্যথায় তার আইন প্রণয়নের ক্ষমতার মধ্যে থাকা বিষয়গুলিতে আইন পাস করার ক্ষমতা কেড়ে নেয়। অনুচ্ছেদ ২৪৬(১) এবং (২) এর ভাষা স্পষ্ট এবং সুব্যক্ত এবং কোন সন্দেহ বা অসুবিধা স্বীকার করে না। তাই এর যথাযথ প্রভাব দিতে হবে। তাই প্রথমত, সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়, পঞ্চম খণ্ডের বিধানগুলির মধ্যে কোন সংশ্লেষে পড়া যাবে না যা তাদের ভাষা সমর্থন করে না; এবং দ্বিতীয়ত, চেষ্টা করতে হবে সংবিধানের বিভিন্ন বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার এবং এর কোনো অংশকে অপ্রয়োজনীয় বা নিরর্থক হিসাবে বিবেচনা না করা। আমাদের মতো একটি সংবিধানে কিছু পরিমাণ পুনরাবৃত্তি বা অধিক্রম অনিবার্য, যা আমেরিকান সংবিধানের বিপরীতে, যেটি বিশদভাবে আঁকা হয়েছে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণের সাথে। তাই এর আরও বড় কারণ রয়েছে যে, আমাদের সংবিধান গঠন করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে এর বিভিন্ন বিধান দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাগুলিকে তাদের পূর্ণ খেলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং কোনো একটি বিধান নির্মাণের মাধ্যমে অন্যটির অস্তিত্ব ও প্রভাবকে বাতিল বলে গণ্য করা হবে না। প্রকৃতপক্ষে, যদি এটি সঠিক হয় যে অধ্যায় IV, পার্ট V-এর কিছু অনুচ্ছেদের দ্বারা প্রদত্ত নির্দিষ্ট ক্ষমতাগুলি এমন সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ যা সংসদ সুপ্রিম কোর্টের এখতিয়ার প্রদান করতে পারে, তবে এটি অনুচ্ছেদ ১৩৮ (১) দ্বারা সরবরাহ করা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত এবং অপ্রয়োজনীয় ছিল, যে সংঘসূচিতে যে কোনো বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের এই ধরনের আরও এখতিয়ার এবং ক্ষমতা থাকবে যা সংসদ আইনের মাধ্যমে প্রদান করবে। এই নিবন্ধটি ব্যাপকভাবে নির্ভর করা হয় এটি দেখানোর জন্য যে, এমনকি এটি ছাড়া, যদি ২৪৬(১) এবং (২) অনুচ্ছেদের অধীনে তার ক্ষমতার ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্টের এখতিয়ার বাড়ানোর জন্য সংসদের কাছে যোগ্য ছিল, এই অনুচ্ছেদটি প্রণয়ন করে অন্য কোন উদ্দেশ্য পূরণ করা যাবে না এবং অন্য কিছুই অর্জন করা যাবে না। এই বিতর্কের উত্তর উপরে নির্দেশিত হিসাবে দ্বিগুণ। এছাড়াও, অনুচ্ছেদ ১৩৮(১) এর উদ্দেশ্য হল সুপ্রিম কোর্টের এখতিয়ার প্রদানের জন্য সংসদের ক্ষমতাকে আরও প্রসারিত করা এমনকি অধ্যায় IV, খণ্ড V-এ ইতিমধ্যে বিশেষভাবে মোকাবিলা করা বিষয়গুলিতেও। উদাহরণস্বরূপ অনুচ্ছেদ ১৩৬(২) প্রদান করে যে কিছুই নেই ধারা (১) সশস্ত্র বাহিনী সম্পর্কিত কোনো আইন দ্বারা বা তার অধীনে গঠিত কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত যে কোনো রায়, সংকল্প, বাক্য বা আদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কিন্তু অনুচ্ছেদ ১৩৮(১) তৎসহ তালিকা। এর প্রবিষ্টি ২ এবং প্রবিষ্টি ৯, এটি সংসদের জন্য উপযুক্ত হতে পারে

বিশেষ অনুমতি আবেদন মঞ্জুর করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের এখতিয়ারের উপর বাঁধা অপসারণ করতে এবং সশস্ত্র বাহিনী সম্পর্কিত যে কোনও আইনের অধীনে এআর দ্বারা গঠিত কোনও আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রায়, সংকল্প, সাজা বা আদেশের ক্ষেত্রে সেই এখতিয়ার প্রসারিত করতে পারে। অনুরূপভাবে, অনুচ্ছেদ ১৩৮ (১) এর অধীনে, সংসদ ১৩১ অনুচ্ছেদ দ্বারা সুপ্রিম কোর্টকে অর্পিত মূল এখতিয়ার বৃদ্ধি করতে পারে। এমনকি যদি অনুমান করা হয় যে অনুচ্ছেদ ১৩৮(১) পূর্বোক্ত হিসাবে কোন উদ্দেশ্য অর্জনের অভিপ্রায় নেই, তাও এর উদ্দেশ্য হতে পারে অন্ততপক্ষে সংসদকে সংঘ তালিকার কোনো বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টকে কোনো বিশেষ ধরনের এখতিয়ার ও ক্ষমতা প্রদান করার ক্ষমতা। অধ্যায় IV, খণ্ড V-এ থাকা বিধানগুলির সম্পূর্ণতা সম্পর্কিত যুক্তিটি যুক্তির সমতা অনুসারে সঠিক হলে, তালিকা I এর 72 নং প্রবিষ্টিতে উল্লিখিত বিষয়গুলির বিষয়ে একটি আইন পাস করার ক্ষমতা সংসদের হবে (রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচন.....), এই কারণে যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ 71 বিশেষভাবে সংসদকে ক্ষমতা দেয় যে কোনো রাষ্ট্রপতি বা উপ-রাষ্ট্রপতির নির্বাচিত ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্কিত বা সম্পর্কিত যে কোনো বিষয় আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করার জন্য, যার ভিত্তিতে এই ধরনের নির্বাচনকে প্রশ্রয়িত করা যেতে পারে। অনুচ্ছেদ ৭১, প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য অনেক হিসাবে নিবন্ধগুলি দেখায় যে আমাদের সংবিধানে অধিক্রম বিধান রয়েছে। সুতরাং, সংসদের, তালিকা I এবং III-এ গণনা করা বিষয়গুলির বিষয়ে আইন পাস করার ক্ষমতা রয়েছে যদিও এই ধরনের আইন দ্বারা, সুপ্রিম কোর্টের এখতিয়ার এমনভাবে বিস্তৃত করা হয়েছে যা বিবেচনা করা হয় না বা তার বাইরে যা অধ্যায় IV, খণ্ড V-এর বিভিন্ন প্রবন্ধ দ্বারা বিবেচনা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, প্রবিষ্টি ৩ তালিকা III-তে, নিবর্তনমূলক আটকের বিষয়বস্তুতে, শ্রী রাম জেঠমালানি যেমন দাবি করেছেন, সংসদের কাছে ক্ষমতা আছে, ২৪৬(২) অনুচ্ছেদের অধীনে তার ক্ষমতার ভিত্তিতে সেই বিষয়ে আইন প্রণয়ন করার এবং তালিকার ৭৭ নম্বর প্রবিষ্টি তালিকা ১ তৎসহ অনুচ্ছেদ ২৪৬ (১) এর অধীনে তার ক্ষমতার ভিত্তিতে নিবর্তনমূলক আটক আইনের অধীনে গৃহীত আটকের আদেশ থেকে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করার ক্ষমতা প্রদানের।

এখন যা দেখার বিষয় তা হল সপ্তম তফসিলের তালিকা I বা তালিকা III-তে এমন কোনও প্রবিষ্টি আছে কিনা যা সুপ্রিম কোর্টের এখতিয়ারের বিষয়বস্তুকে আচ্ছাদন করে যাতে সংসদ সেই বিষয়ে একটি আইন পাস করার ক্ষমতা পেতে পারে। এই প্রশ্ন খুব একটা অসুবিধা উপস্থাপন করেনা। তালিকা ১ প্রবিষ্টি ৭৭ এইভাবে বলে:

সুপ্রীম কোর্টের গঠন, সংগঠন, ক্ষেত্রাধিকার ও (ঐরূপ কোর্টের অবমাননা সমেত) ক্ষমতাসমূহ এবং উহাতে গৃহীত ফীসমূহ; যে ব্যক্তিগণ সুপ্রীম কোর্টে ব্যবহারজীবীর কার্য করিতে অধিকারী।

একবার পঞ্চম খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ের বিধানগুলির সম্পূর্ণতা সংক্রান্ত যুক্তি প্রত্যাখ্যান করা হলে, সংসদের, স্পষ্টভাবে বিলের ১০ (১) ধারার দ্বারা ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩-এ যা কিছুই থাকুক না কেন কোনো বিশেষ আদালতের যে কোনো রায় বা আদেশ থেকে সুপ্রিম কোর্টের সত্যতা এবং আইন উভয় ক্ষেত্রেই একটি আপিল করার অধিকারে প্রদান করার ক্ষমতা রয়েছে। একটি আইন যা সুপ্রিম কোর্টকে তার এখতিয়ার বাড়ানোর মাধ্যমে অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করে তা স্পষ্টতই সেই আদালতের "এখতিয়ার এবং ক্ষমতা" সম্পর্কিত একটি আইন।

বিভিন্ন মহা ন্যাবাদীর দাবি অনুযায়ী তালিকা I-এর ৭৭ নং প্রবিষ্টি, তালিকা I-এর ৯৫ নম্বর প্রবিষ্টি, তালিকা II-এর ৬৫ নম্বর এবং তালিকা III-এর ৪৬ নম্বর প্রবিষ্টির সঙ্গে একটি আকর্ষণীয় বৈপরীত্য তুলে ধরে। তিনটি শেষ-উল্লেখিত প্রবিষ্টির ক্রিয়াকলাপ স্পষ্টভাবে একটি যোগ্যতা ধারার দ্বারা সীমাবদ্ধ, যা আইনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট তালিকায় উল্লেখ করা বিষয়গুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে যেখানে প্রবিষ্টিটি উপস্থিত হয়। তালিকা I-এর প্রবিষ্টি ৯৫ সুপ্রিম কোর্ট ব্যতীত সমস্ত আদালতের এখতিয়ার এবং ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত, "এই তালিকার যেকোনো বিষয়ের ক্ষেত্রে"। তালিকা II এর প্রবিষ্টি ৬৫ "এই তালিকার যে কোনও বিষয়ে" সুপ্রিম কোর্ট ব্যতীত সমস্ত আদালতের এখতিয়ার এবং ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত। তালিকা III-এর প্রবিষ্টি ৪৬ সুপ্রিম কোর্ট ব্যতীত সমস্ত আদালতের এখতিয়ার এবং ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত, "এই তালিকার যেকোনো বিষয়ের ক্ষেত্রে"। অনুচ্ছেদ ৩২৩খ-তেও একটি উল্লেখ তৈরি করা যেতে পারে যেখানে শ্রী রাম জেঠমালানি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, যা প্রদান করে যে উপযুক্ত আইনসভা, আইন দ্বারা, কোনো বিরোধ, অভিযোগ বা "ধারা (২) তে উল্লেখ করা সমস্ত বা যেকোনো বিষয়ের জন্য যে বিষয়ে এই জাতীয় আইনসভার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রয়েছে" এমন অপরাধ ট্রাইব্যুনালের দ্বারা বিচার বা বিচারের জন্য প্রদান করতে পারে। তালিকা I-এর ৭৭ নম্বর প্রবিষ্টি তার বিস্তৃত এবং অযোগ্য ভাষার দ্বারা আইনী তালিকার জ্ঞাত প্রবিষ্টিগুলির মধ্যে স্বতন্ত্রতায় আলাদা। এটি দ্বারা আচ্ছাদিত আইনের ক্ষেত্রটি যোগ্যতা দ্বারা পরিসীমাবদ্ধ নয়। "এই তালিকার যেকোন বিষয়ের বিষয়ে", অর্থাৎ তালিকা ৫। এই বৈসাদৃশ্য জোর দেয় যে ৭৭ নম্বর প্রবিষ্টিতে থাকা একটি বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের, যা তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে "সুপ্রীম কোর্টের এখতিয়ার এবং ক্ষমতা" তালিকা I বা অন্য কোন তালিকায় থাকা বিষয়গুলির উল্লেখ ছাড়াই ব্যবহার করা যেতে পারে। অধ্যায় IV, খণ্ড V-এ থাকা কিছুর কারণে ৭৭ প্রবিষ্টির বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে সংসদের ক্ষমতা বিষয়ে এর প্রশস্ততা হ্রাস করার জন্য আমাদের দ্বারা ইতিমধ্যে নিষ্পত্তি করা যুক্তিতে ফিরে যাওয়ার কোনও যুক্তি থাকতে পারে না।

সমস্যাটি একটি যমজ জাতের এবং দুটি মিশ্রিত দিক রয়েছে। যদি সংসদে একটি নতুন আদালত প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা থাকে, যেমনটি নিঃসন্দেহে অনুচ্ছেদ ২৪৬(২) তৎসহ তালিকা III-এর ১১ক প্রবিষ্টি অনুসারে আছে,

তবে এটা আশ্চর্যজনক হবে যে সংসদের সেই আদালতের সিদ্ধান্ত থেকে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করার জন্য উপযুক্ত ক্ষমতা নেই। যেকোন আইন বা সংবিধানে ভ্রান্তি এবং ঘাটতি অনুমেয়ভাবে বিদ্যমান থাকতে পারে কিন্তু, যেমনটি আমরা উপরে উল্লেখ করেছি, আমাদের সংবিধান শুধুমাত্র নতুন আদালত গঠনের ক্ষমতা প্রদান করেনি, এটি সংসদকে প্রদান করার ক্ষমতা প্রদানের যত্ন নিয়েছে। এই ধরনের আদালতের সিদ্ধান্ত থেকে সরাসরি সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা হবে। একটি নতুন আদালত প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে, সংসদ প্রয়োজনের কারণে এমন একটি আদালত তৈরি করা প্রয়োজন বলে মনে করতে পারে যা বিদ্যমান আদালতের শ্রেণিবিন্যাসের একটি প্রতিষ্ঠিত প্রতিমানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সদ্যসৃষ্ট আদালতের অবস্থা তার গঠনের কারণে বা এর সামনে আসা বিষয়গুলির প্রকৃতির দ্বারা এমন হতে পারে যে তার রায় এবং আদেশ থেকে শুধুমাত্র সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা যেতে পারে। এটি প্রবিষ্টি ৭৭, তালিকা I দ্বারা আচ্ছাদিত আইনী ক্ষেত্রের প্রশস্ততার ন্যায্যতা ব্যাখ্যা করে।

এটি অবশ্যই একটি যৌক্তিক ফলাফল হিসাবে অনুসরণ করতে হবে যে সংসদকে বিলের ধারা ৬ দ্বারা প্রদান করার জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতাও রয়েছে যে যদি কোনো অপরাধের ক্ষেত্রে ঘোষণার তারিখে কোনো বিচার বা আদেশের বিরুদ্ধে আপিল বা পুনর্বিবেচনা করা হয় এই ধরনের অপরাধের আপীল বা পুনর্বিবেচনার যেকোন আদালতে বিচারাধীন থাকলে, সেটি সুপ্রিম কোর্টে স্থানান্তরিত হবে। ধারা ৬-এ থাকা বিধানটি তালিকা I-এর প্রবিষ্টি ৭৭ দ্বারা বর্ণিত আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে। ধারা ৬-এর বিষয়-বস্তু হল এখতিয়ার এবং সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা। তালিকা III-এর প্রবিষ্টি ২, "এই সংবিধানের বলবত হওয়ার সময় ফৌজদারি কার্যবিধিতে অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বিষয় সহ ফৌজদারি কার্যধারাতে" ধারা ৬-এরও যত্ন নেবে। প্রকৃতপক্ষে, সেই প্রবিষ্টি, এটিকে সম্ভাব্য সর্বাধিক অর্থ প্রদান করে, এমনকি যেটি ধারা ১০(১) এর বিধান সমর্থন করে।

আমাদের সিধ্যান্তের পরিপ্রেক্ষিতে যে সংসদের বিলের ৬ এবং ১০(১) ধারা প্রণয়ন করার আইনী ক্ষমতা রয়েছে, বিজ্ঞ মহাব্যবহারদেশকের যুক্তি বিবেচনা করা অপ্ৰয়োজনীয় যে, অন্য সব কিছু ব্যর্থ হলে সংসদের অনুচ্ছেদ ২৪৮(১) তৎসহ তালিকা I এর প্রবিষ্টি ৯৭ এর সুপ্রিম কোর্টের এখতিয়ার এবং ক্ষমতার ভিত্তিতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকবে। আইন প্রণয়নের অবশিষ্ট ক্ষমতা শুধুমাত্র তখনই নেওয়া হবে যদি কোনো বিশেষ বিষয়, যার ভিত্তিতে এটি আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করা হয়, সমবর্তী বা রাজ্য তালিকায় গণনা করা না হয়।

সংক্ষেপে, আমরা মনে করি যে বিলের ২, ৬ এবং ১০(১) ধারাগুলি সংসদের আইনী ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে বলা যায়, সংসদ বিলের প্রকরক ২ হিসাবে বিশেষ আদালতের সৃষ্টি করার,

বিলের প্রকরক ৬ দ্বারা প্রদত্ত মূলতুবি আপিল এবং সংশোধনগুলি নিষ্পত্তি করার জন্য সুপ্রিম কোর্টকে ক্ষমতা দেওয়ার এবং একটি আপীল সত্য এবং আইন উভয় ক্ষেত্রেই সুপ্রিম কোর্টে একটি বিশেষ আদালতের যেকোন রায় বা আদেশের অধিকার হিসাবে, ১০(১) প্রকরক দ্বারা করা যেমন সুপ্রিম কোর্টকে প্রথিত্যার প্রদানের ক্ষমতা রাখা

যদিও ফৌজদারি মামলার তাৎক্ষণিক বিচারের উদ্দেশ্যে বিশেষ আদালত গঠনের জন্য সংসদের আইনী ক্ষমতা উপরে বর্ণিত কারণগুলির জন্য অস্বীকার করা যায় না, তবুও যুক্তির একটি শাখা প্রতিহত করা প্রয়োজন এই ব্যাপ্তি পর্যন্ত যে যে কোনও ক্ষেত্রে, সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত আদালতের অনুক্রমের বাইরে আদালত গঠনের ক্ষমতা সংসদের নেই। আইন প্রণয়নের যোগ্যতার প্রশ্নে যুক্তি-তর্কের সময় এটি প্রস্তাব করা হয়েছিল যে সংবিধানে বিচার ব্যবস্থার একটি সম্পূর্ণ বিধি রয়েছে যা বিধান করে শীর্ষে সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্ট, জেলা আদালত এবং অধস্তন আদালতের জন্য অগ্রাধিকারের ক্রমানুসারে পরবর্তী। অনুচ্ছেদ ১২৪ বিধান করে যে ভারতের একটি সুপ্রিম কোর্ট থাকবে, অনুচ্ছেদ ২১৪ যে প্রতিটি রাজ্যের জন্য একটি হাইকোর্ট থাকবে, অনুচ্ছেদ ২৩১ (১) যে সংসদ আইন দ্বারা দুটি বা ততোধিক রাজ্যের জন্য বা দুটি বা দুটির জন্য এবং আরও একটি সংঘশাসিত রাজ্য যেখানে সংবিধানের ২৩৩ এবং ২৩৪ অনুচ্ছেদ দ্বারা ৬তম অধ্যায়ের ৬ তম খণ্ডে জেলা আদালত এবং তার অধীনস্থ আদালতগুলি প্রদান করা হয়েছে, সেখানে একটি সাধারণ হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা করতে পারে। ছবিটি সম্পূর্ণ করার জন্য, অনুচ্ছেদ ২৩৬ (ক) একটি "জেলা বিচারক" সংজ্ঞায়িত করে যাতে একটি সিটি সিভিল আদালতের বিচারক, অতিরিক্ত জেলা বিচারক, যুগ্ম জেলা বিচারক, সহকারী জেলা বিচারক, একটি ছোট কারণ আদালতের প্রধান বিচারক, প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট, দায়রা বিচারক, অতিরিক্ত দায়রা বিচারক এবং সহকারী দায়রা বিচারক দেরকে অনরভুক্ত করে। অবশেষে, অনুচ্ছেদ ২৩৭ রাজ্যপালকে ক্ষমতা দেয় ষষ্ঠ অধ্যায়ের বিধান এবং এর অধীনে প্রণীত যেকোন বিধি ম্যাজিস্ট্রেটদের যেকোন শ্রেণী বা শ্রেণীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে। সংবিধানে আদালতের শ্রেণীবিন্যাস এতটা সম্পূর্ণ এবং প্রচুর পরিমাণে প্রদান করা হয়েছে যে, এটি সংসদের জন্য একটি আদালত বা এমন একটি শ্রেণীর আদালত তৈরি করা নিষিদ্ধ যা সেই পরিকল্পনার মধ্যে পড়ে না বা উপযুক্ত নয়। এই যুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ যা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার প্রয়োজন তা হল হাইকোর্টের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের অধীন নয় এমন একটি বিচারিক আদালত তৈরি করা সাংবিধানিক বিচারিক স্বাধীনতার ধারণার জন্য ক্ষতিকারক, বিশেষ করে যখন বিলটি কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রকরক ৫ দ্বারা বিশেষ আদালতকে মনোনীত করার ক্ষমতা দেয় যেখানে একটি মামলা পরিচালনা করা হবে বা যেখানে একটি বিচারাধীন মামলা স্থানান্তর করা হবে।

আমরা এই যুক্তি মানতে অক্ষম। প্রথমে যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হল সংসদের বিশেষ আদালত গঠন করার আইন যোগ্যতা আছে কিনা তা অনুসন্ধান করার।

যদি এটি থাকে, তাহলে পরবর্তী প্রশ্ন হল সংবিধানে এমন কিছু আছে কিনা যা সংবিধানের ক্রমিক আদালতের ব্যবস্থায় প্রদত্ত পদে এবং একই ধরনের আদালত স্থাপনের জন্য সেই ক্ষমতাকে সীমিত করে। আমরা সংবিধানে এমন কিছুই দেখি না যা বিশেষ আদালত গঠনের জন্য সংসদের ক্ষমতার উপর এমন সীমাবদ্ধতা আরোপের ন্যায্যতা দেবে। প্রকৃতপক্ষে, এই যুক্তিটি একই চরিত্রের অংশীদার যে সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়, পঞ্চম অংশে পাওয়া যায় বা প্রদান করা হয়েছে তার চেয়ে বড় বা ভিন্ন কোনো ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টে দেওয়া যাবে না। ক্ষমতার প্রয়োগকে অস্বীকার করার জন্য সংবিধানের তাৎপর্য এতদূর প্রসারিত করা উচিত নয় যা স্পষ্টভাবে এবং পরামর্শের সাথে সংসদে দেওয়া হয়েছে। সমসাময়িক তালিকার ১১ক প্রবিষ্টির শব্দগুলি যা “বিচার প্রশাসন; সুপ্রীম কোর্ট এবং হাইকোর্ট ব্যতীত সকল আদালতের গঠন ও সংগঠন” এর সাথে সম্পর্কিত, তা তাদের প্রশস্ততায় পর্যাপ্ত পরিমাণে বিস্তৃত যা সংসদকে কেবল উপরে উল্লিখিত বিধানগুলিতে উল্লেখ করা পদে এবং একই ধরনের আদালত স্থাপন করতে সক্ষম করবে না বরং গঠন ও সংগঠিত করার জন্য, অর্থাৎ, সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টের বিষয়ে প্রবিষ্টিতে উল্লেখিত সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে নতুন বা বিশেষ আদালত তৈরি করার অধিকার দেবে।

এটা সত্য যে বিলের মাধ্যমে তৈরি করা বিশেষ আদালতের সাংবিধানিক মর্যাদা থাকবে না যা উচ্চ আদালতের রয়েছে কারণ এই ধরনের আদালত সংবিধান অনুযায়ী উচ্চ আদালত নয়। প্রকৃতপক্ষে, শুধুমাত্র প্রতিটি রাজ্যের জন্য একটি হাইকোর্ট থাকতে পারে, যদিও দুই বা ততোধিক রাজ্য বা দুই বা ততোধিক রাজ্য এবং একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে একটি সাধারণ হাইকোর্ট থাকতে পারে। এটাও বলা সত্য যে বিশেষ আদালতগুলি ২৩৫ অনুচ্ছেদের অর্থের মধ্যে জেলা আদালত নয়, ফলে তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ কোনো উচ্চ আদালতের হাতে ন্যস্ত হবে না। কিন্তু আমরা এটা মেনে নেব না যে এই বিবেচনার কারণে বিচারিক স্বাধীনতার সাংবিধানিক সুরক্ষার ক্ষতি বা বিনষ্ট করার জন্য বিশেষ আদালত গঠন করা হয়। অনুচ্ছেদ ১৪ এবং ২১ এর অধীনে উদ্ভূত প্রশ্নগুলি মোকাবেলা করার পরে আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণগুলি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে তবে এই পর্যায়ে বলাই যথেষ্ট যে একটি বিশেষ আদালতের প্রতিটি রায় এবং আদেশ থেকে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করার জন্য বিলের ১০(১) প্রকরকের বিধান এবং একটি মামলা একটি বিশেষ আদালত থেকে অন্য আদালতে স্থানান্তরের বিধান (যা বিলে নেই কিন্তু যা ছাড়া, যেমনটি আমরা দেখাব, বিলটি অবৈধ হবে) তা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ আদালতের স্বাধীনতা যথেষ্ট বা যথেষ্ট হবে। এর সাথে মিলিত বিবেচনা করা হবে, যেমনটি আমরা আমাদের রায়ের সময় উল্লেখ করব যে শুধুমাত্র উচ্চ আদালতের বর্তমান বিচারকদের বিশেষ আদালতে নিয়োগ করতে হবে। হাইকোর্টের একজন বর্তমান বিচারপতি বিশেষ আদালতে নিয়োগ পেলেও

তার সাংবিধানিক মর্যাদা, অধিকার, সুযোগ-সুবিধা এবং বাধ্যবাধকতা বহন করবে। এটা অনুমান করার কোন কারণ নেই যে শুধুমাত্র স্থান পরিবর্তন তার স্বাধীনতার বোধকে প্রভাবিত করবে বা তাকে নির্বাহী বিভাগের প্রভাবের জন্য উন্মুক্ত করে দেবে। সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের সৌম্য উপস্থিতি সম্পর্কেও কেউ অমনোযোগী নাও হতে পারে যা যথাযথ ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য আহ্বান করা যেতে পারে।

এই বিধানগুলি কার্যকর করার জন্য সংসদের আইন প্রণয়ন ক্ষমতার মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং বৃহত্তর সামাজিক তাৎপর্য এই বিলটি সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত সমতার অঙ্গীকার লঙ্ঘন করে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এই নিবন্ধটি প্রদান করে:

ভারতের রাজ্যক্ষেত্রের অভ্যন্তরে, যেকোন ব্যক্তির বিধিসমক্ষে সমতা বা বিধিসমূহ দ্বারা সমভাবে রক্ষিত হওয়া রাজ্য অঙ্গীকার করিবেন না।

১৪ অনুচ্ছেদের প্রেক্ষাপটে বিলটির বিধানগুলির বিরুদ্ধে মহৎ থেকে অত-উৎকৃষ্ট পর্যন্ত বেশ কয়েকটি আপত্তি নেওয়া হয়েছে। তবে, বিস্তৃতভাবে, এই আপত্তিটি বিলটি যে শ্রেণীবিভাগের উপর ভিত্তি করে আছে তার বৈধতা এবং সেই শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি এবং বিলের উদ্দেশ্যের মধ্যে সম্পর্কের অভাবকে নির্দেশ করে। এটি আরও যুক্তিযুক্ত, যে বিলটি, অপরাধের বিচারের জন্য প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল তৈরি করে যা সমতার গ্যারান্টির মৌলিক নীতির বিরুদ্ধে। অন্যদের আদালতের নিয়মিত শ্রেণিবিন্যাস দ্বারা বিচারের জন্য ছেড়ে দিয়ে, তাদের মধ্যে কয়েকজনকে বাছাই করে বিশেষ আদালতে বিচারের জন্য, একইভাবে অবস্থানকারী ব্যক্তিদের মধ্যে বৈষম্য করার জন্য বিলটি নির্বাহী বিভাগের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। বিল দ্বারা বিচারের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতি বিশেষ আদালতের সামনে, সাধারণ আদালত সাধারণত যে পদ্ধতি গ্রহণ করে তার তুলনায় কঠিন বলে অভিযোগ করা হয়, যার ফলে এক শ্রেণীর ব্যক্তিকে কার্যনির্বাহী দ্বারা খারাপ দৃষ্টি দিয়ে নির্বাচিত করা হবে, প্রতিকূল এবং প্রতিকূল আচরণের জন্য। বিলে দাবি করা হয়েছে, কাকে এবং কি কারণে বিশেষ আদালতে বিচারের জন্য পাঠানো হবে তা নির্ধারণ করার জন্য ধারা ৪(১) এর অধীনে ঘোষণা করার জন্য কোন নির্দেশিকা প্রদান করে না এবং এই ধরনের নির্দেশিকাগুলি যেমন এটি রাখার উদ্দেশ্য করে তা অস্পষ্ট এবং অনির্দিষ্ট।

এই যুক্তিগুলি বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল, বিজ্ঞ মহাব্যবহারদেশক, বিভিন্ন অ্যাডভোকেট জেনারেল এবং শ্রী রাম জেঠমালানি দ্বারা সমর্থিত যে বিলটি কোনওভাবেই শ্রেণি আইনের উদাহরণ নয়; যে এটি অপরাধের প্রকৃতি, অপরাধীদের দ্বারা দখল করা পাবলিক অবস্থান এবং যে অসাধারণ সময়কালে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে তার উল্লেখ সহ একটি শ্রেণীবিভাগ করার বিধান করে; যে বিলের বিধান এবং প্রস্তাবনার পঠন

কাকে বিশেষ আদালতে বিচারের জন্য পাঠানো হবে তা নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ঘোষণা দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট এবং যথেষ্ট নির্দেশিকা প্রদান করে; যে, প্রেক্ষাপটে, বিলটি সরকারকে বিশেষ আদালতে বিচারের জন্য ব্যক্তি বাছাই করার এবং বাছাই করার স্বেচ্ছাচারী বা অ-কাহিনীবহীন ক্ষমতা ন্যস্ত করে না; যে বিশেষ আদালতের সামনে বিচারের জন্য বিল দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি, সাধারণ পদ্ধতির চেয়ে বেশি কঠিন নয়, কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অভিযুক্তদের পক্ষে বেশি উপকারী; এবং যেহেতু, কোন ক্ষেত্রে, বিশেষ আদালতের পদ্ধতি সাধারণ পদ্ধতির চেয়ে বেশি কঠিন নয়, সেহেতু বিলের বিধানগুলি অনুচ্ছেদ ১৪ লঙ্ঘন করে কোনও বৈষম্য জড়িত নয়।

বিশেষ আদালত গঠনের জন্য প্রদত্ত আইনের উপর ভিত্তি করে এই আদালতের সিদ্ধান্তগুলির একটি সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত প্রকৃত অবস্থানের একটি পরিষ্কার উপলব্ধি এবং বিলের পক্ষে এবং বিপক্ষে পয়েন্টগুলির আরও ভাল উপলব্ধি করতে সহায়তা করবে। কেন্দ্রীয় সরকারের লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে বিশেষ আদালতের একটি মর্মান্তিক বিবরণ রয়েছে, যেখান থেকে মনে হবে যে ব্রিটিশ শাসনামলে এই ধরনের আদালত বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে স্থাপন করা হয়েছিল, বিশেষ করে যাকে মোটামুটিভাবে নিরাপত্তা আইন হিসাবে অভিহিত করা যেতে পারে যেমন রাওলাট আইন, ১৯১৯, বেঙ্গল প্রাদেশিক আইন (সংশোধন) আইন, ১৯২৫, শোলাপুর সামরিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৩০, বেঙ্গল ফউজদারি আইন (সংশোধন) বিধি, ১৯৩০ এবং ১৯৩২, বিহার রক্ষণাবেক্ষণ পাবলিক অর্ডার আইন, বোম্বে পাবলিক সেফটি অ্যাক্ট, ১৯৪৭, সি.পি. এবং বেরার জননিরাপত্তা আইন এবং ইউ.পি. পাবলিক অর্ডার রক্ষণাবেক্ষণ আইন। এই আইনগুলি প্রকৃতিতে কঠোর ছিল এবং তাদের দ্বারা নির্ধারিত অগ্রভাগহীন পদ্ধতির কবলে পড়ার দুর্ভাগ্য যাদের ছিল তাদের কাছে ন্যায্য বিচারের বিষয়টি অস্বীকার করার দ্বারা এই আইনগুলি বিশেষিত করা হয়েছিল। তারা সংস্কৃত ব্যক্তিকে তার বিরোধের নিরপেক্ষ পরীক্ষার জন্য হাইকোর্টে আপিল করার সুযোগ না দিয়ে জীবন ও স্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি প্রদান করেছিল। ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমন করার জন্য এই আইনগুলির অধীনে বিশেষ আদালত স্থাপন করা হয়েছিল। বিপদে থাকা গণতন্ত্রকে বাঁচানোর জন্য তারা কথিতভাবে স্থাপন করা হয়নি। অতএব, তারা অনিবার্যভাবে একটি অশুভ তাৎপর্য এবং গন্ধ অর্জন করেছিল।

স্বাধীনতার আবির্ভাবের পর এবং আমাদের সংবিধান প্রণয়নের পর, জনশৃঙ্খলার হুমকি মোকাবেলা এবং সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন আইনের অধীনে বিশেষ আদালত গঠন করা হয়। ১৯৫০ সালে সংবিধানের উদ্বোধনের পরের বছরগুলিতে, এই আদালতকে সেই আইনগুলির বৈধতা বিবেচনা করতে হয়েছিল যার অধীনে বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে এই ধরনের অপরাধ বা অপরাধের শ্রেণি বা মামলার বা মামলার শ্রেণী যেমন রাজ্য সরকারগুলি সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা সরাসরি লিখিতভাবে করতে পারে তার বিচারের জন্য বিশেষ আদালত স্থাপনের জন্য রাজ্য আইনসভাগুলিকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। সর্বপ্রথম

মামলা, সংবিধান বলবৎ হওয়ার পর, যা ছিল জনার্দন রেড্ডি এবং অন্যান্য বনাম হায়দ্রাবাদ রাজ্য এবং অন্যান্য (১) যে মামলাতে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল স্থাপনের কথা উল্লেখ করে যেখানে হায়দ্রাবাদের সামরিক রাজ্যপাল, নিজাম দ্বারা তাকে অপীত ক্ষমতার ভিত্তিতে, বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করেন যা তাদের কাছে গভর্নর দ্বারা একটি সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা উল্লেখ করা অপরাধের বিচারের জন্য তার দ্বারা নিযুক্ত তিন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হয়। কিন্তু সেই মামলার সিদ্ধান্ত এই প্রশ্নটিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে যে হায়দ্রাবাদ হাইকোর্টের রায় যা ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫০ এর আগে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং যা চূড়ান্তভাবে অর্জিত হয়েছিল তা সংবিধানের বিধান অনুসারে সুপ্রিম কোর্টের সামনে পুনরায় খোলা যেতে পারে কিনা। এই প্রশ্নের উত্তর নেতিবাচকভাবে দেওয়া হয়েছিল এবং অনুচ্ছেদ ১৪ লঙ্ঘনের বিষয়ে কোনও যুক্তি দেখা যায়নি বা করা হয়নি।

বিশেষ আদালতের সামনে বিচারের জন্য নির্ধারিত বিশেষ পদ্ধতি অনুচ্ছেদ ১৪ দ্বারা প্রদত্ত সমতার অঙ্গীকার লঙ্ঘন করেছে এমন বিতর্কটি বিশেষভাবে উত্থাপিত হয়েছিল এবং এই আদালত দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বনাম আনোয়ার আলি সরকার, (২) কাঠি রানিং রাওয়ত বনাম সৌরাষ্ট্র রাজ্য, (৩) লছমান্দাস কেওয়ালরাম আহুজা এবং অন্যান্য বনাম দ্য স্টেট অফ বোম্বে, (৪) সৈয়দ কাসিম রাজভি বনাম দ্য স্টেট অফ হায়দ্রাবাদ এবং অন্যজন, (৫) হাবীব মোহাম্মদ বনাম দ্য স্টেট অফ হায়দ্রাবাদ, (৬) রাও শিব বাহাদুর সিং এবং আনআর। বনাম বিক্র্য প্রদেশ রাজ্য, (৭) কেদার নাথ বাজোরিয়া বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য (৮) এবং আসগারলি নাইজারালী সিঙ্গাপোরাওয়লা বনাম বোম্বে রাজ্য (৯) মামলা গুলিতে বিবেচিত হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি ছিল, প্রায় ব্যতিক্রম ছাড়া, বৈষম্যমূলক বলে বিবেচিত, যে বিষয়ে কোন গুরুতর বিরোধ যুক্তিসঙ্গতভাবে উত্থাপন করা যায় না। যেহেতু বিশেষ পদ্ধতিটি অপরাধের বিচারের জন্য নির্ধারিত সাধারণ পদ্ধতির চেয়ে বেশি কঠোর এবং কঠিন ছিল, এই আদালতের আরও নির্দিষ্ট আইনের অধীনে অনুমোদিত শ্রেণীবিভাগ বৈধ ছিল কিনা সেই প্রশ্নটি বিবেচনা করা প্রয়োজন ছিল। যদি শ্রেণীবিভাগ বৈধ হয়, তাহলে যে ব্যক্তির একত্রে গোষ্ঠীভুক্ত ছিল এবং যারা বোধগম্য পার্থক্যের ভিত্তিতে গোষ্ঠীর বাইরে থাকা অন্যদের থেকে আলাদা ছিল, তাদের একটি ভিন্ন পদ্ধতির দ্বারা বৈধভাবে বিচার করা যেতে পারত, যদি এটি আরও কঠিন হয়, তবে শর্তসাপেক্ষে সংবিধি দ্বারা যে বস্তুটি অর্জন করতে চাওয়া হয়েছে তার সাথে পার্থক্যটির যুক্তিসঙ্গত সম্পর্ক আছে।

(১) [১৯৫১] এস.সি.আর. ৩৪৪।

(২) [১৯৫২] এস.সি.আর.২৮৪।

(৩) [১৯৫২] এস.সি.আর. ৪৩৫।

(৪) [১৯৫২] এস.সি.আর.৭১০।

(৫) [১৯৫১] এস.সি.আর. ৫৮৯।

(৬) [১৯৫৩] এস.সি.আর.৬৬১।

(৭) [১৯৫৩] এস.সি.আর.১১৮৮।

(৮) [১৯৫৪] এস.সি.আর.৩০।

(৯)[১৯৫৭] এস.সি.আর.

৬৭৮।

আনোয়ার আলী সরকার (আগে উল্লেখিত)-এ এটি সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ আদালত আইন, ১৯৫০ এর ধারা ৫(১) সম্পূর্ণ বাতিল ছিল কারণ এটি সরকারকে তার নিজের মত করে অপরাধ বা মামলাগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করার জন্য স্বৈচ্ছাচারী ক্ষমতা প্রদান করে এবং আইনটি মামলা বা অপরাধের শ্রেণীবিভাগ করার জন্য সরকার তার বিবেচনার ভিত্তিতে অনুশীলনের জন্য কোনো নীতি বা নির্দেশিকা নির্ধারণ করেনি। এটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে আইনটি ছিল অধ্যাদেশের একটি মৌখিক অনুলিপি যা সংবিধান কার্যকর হওয়ার আগে প্রণীত হয়েছিল এবং বিচারক, ফজল আলী (পৃষ্ঠা ০৮) দ্বারা পর্যবেক্ষণ করেছে যে, অনুচ্ছেদ ১৪ যারা মৌখিক অনুলিপি প্রণয়ন করেছে তাদের মনে উপস্থিত হতে পারে না। অধ্যাদেশ অপরাধের দ্রুত বিচারের প্রয়োজনীয়তার প্রস্তাবনায় উল্লেখের বিষয়ে, এটি ধরে নেওয়া হয়েছিল যে প্রস্তাবনার শব্দগুলি ৫(১) ধারায় পড়া হলেও, "দ্রুত বিচার" অভিব্যক্তিটি খুব অস্পষ্ট, অনিশ্চিত এবং যৌক্তিক শ্রেণীবিভাগের জন্য একটি ভিত্তি বহন করা অধরা ছিল। বিচারক, দাস এই ধারাটিকে আংশিকভাবে অকার্যকর বলে ধরে নিয়েছিল কারণ এটি সরকারকে "মামলাগুলি"কে বিশেষ আদালতের দ্বারা বিচারের জন্য "মামলার শ্রেণী" থেকে আলাদা করার নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা দেয়। বিজ্ঞ বিচারকের মতে, কিছু অপরাধের দ্রুত বিচারের বিধান ছিল আইনের উদ্দেশ্য যা বোধগম্য পার্থক্য থেকে একটি স্বতন্ত্র জিনিস যা শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি হতে হবে। ভিন্নতা এবং বস্তুটি ভিন্ন উপাদান হওয়ায় বস্তুটি নিজেই অপরাধ বা মামলার শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি হতে পারে না। "দ্রুত বিচার" প্রকৃতপক্ষে সমস্ত মামলা বা অপরাধের শ্রেণি বা শ্রেণির মামলার নিষ্পত্তিতে কাম্য ছিল। প্রধান বিচারপতি, পতঞ্জলি শাস্ত্রী তার ভিন্নমতের রায়ে সমগ্র ধারার বৈধতাকে বহাল রেখেছিলেন যে এটি বলা অসম্ভব যে রাজ্য সরকার মামলাগুলিকে বিশেষ আদালতে উল্লেখ করার ক্ষেত্রে স্বৈচ্ছাচারীভাবে বা বৈষম্যমূলক অভিপ্রায় নিয়ে কাজ করেছে কারণ মামলার নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বাইরে বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যা সাধারণ পদ্ধতির অধীনে যত দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব ছিল তার চেয়ে দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

কাঠি রানিং রাওয়াত (আগে উল্লেখিত) আনোয়ার আলী সরকারের মতো একই এজলাস দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। দুটি মামলা আংশিকভাবে একসাথে শুনানি করা হয়েছিল কিন্তু রাজ্য সরকারকে একটি দায়ের করতে সক্ষম করার জন্য প্রাক্তনটি স্থগিত করা হয়েছিল হলফনামা ব্যাখ্যা করে যে পরিস্থিতিগুলি বিশেষ অধ্যাদেশ পাসের দিকে পরিচালিত করেছিল। সৌরাষ্ট্র রাজ্য জননিরাপত্তা ব্যবস্থা (তৃতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৪৯-এর ১১ ধারা যা কাঠি রানিং রাওয়াত (আগে উল্লেখিত) তে বিরোধিতা করা হয়েছিল, যা পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ আদালত আইন, ১৯৫০ এর ধারা ৫(১) এর অনুরূপ। এটি চারটি স্বতন্ত্র বিভাগের উল্লেখ করেছে, যথা, "অপরাধ", "অপরাধের শ্রেণী", "মামলা" এবং "মামলার শ্রেণী" এবং অধ্যাদেশের অধীনে গঠিত বিশেষ আদালতের দ্বারা এই বিভাগগুলির যেকোন একটি বা একাধিক বিচার করার জন্য রাজ্য সরকারকে ক্ষমতা প্রদান করে। এটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল

যে অধ্যাদেশের প্রস্তাবনা যা "জননিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং সৌরাষ্ট্র রাজ্যে শান্তি ও প্রশান্তি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়তা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা" উল্লেখ করে এবং রাজ্য সরকারের দ্বারা দাখিল করা হলফনামাটি ব্যাখ্যা করে যে পরিস্থিতিতে আনোয়ার আলী সরকার (আগে উল্লেখিত) থেকে মামলাটি আলাদা করার জন্য অস্বাভাবিক আদেশ পাস করা হয়েছিল, কারণ এটি স্পষ্ট ছিল যে বিশেষ কার্যবিধি দ্বারা বিচারের জন্য অপরাধের শ্রেণিবিন্যাস, অপরাধের শ্রেণি বা মামলার শ্রেণিবিন্যাস করার জন্য সরকারের যথেষ্ট নির্দেশনা ছিল। অতএব, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে, অধ্যাদেশের ১১ ধারা এ পর্যন্ত রাজ্য সরকারকে অপরাধ, অপরাধের শ্রেণী বা মামলার শ্রেণীগুলি বিশেষ আদালতের আদালতে বিচার করা নির্দেশ দেবারে ক্ষমতা দিয়েছে, ১৪ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন ছিল না এবং অধ্যাদেশের সেই অংশের অধীনে জারি করা প্রজ্ঞাপনটি অবৈধ বা নিয়মবিরুদ্ধ ছিল না। বিচারক, মুখার্জি এবং বিচারক, দাস যিনি চারটি সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ের মধ্যে দুটি রায় দিয়েছেন, আনোয়ার আলী সরকার (আগে উল্লেখিত) এবং কাঠি রানিং রাওয়ান (আগে উল্লেখিত) জারি করা বিজ্ঞপ্তির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন (পৃষ্ঠা ৪৫৪-৪৫৫ এবং পৃষ্ঠা ৪৭০ দেখুন) যেখানে, প্রাক্তনটি পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ আদালত আইনের ৫(১) ধারার সেই অংশের অধীনে জারি করা হয়েছিল যা রাজ্য সরকারকে বিশেষ আদালতের দ্বারা বিচার করার জন্য নির্দিষ্ট "মামলাগুলি" পরিচালনা করার নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা দেয়, পরবর্তীটি ধারার সৌরাষ্ট্র অধ্যাদেশের ১১ ধারার অংশের অধীনে জারি করা হয়েছিল, যা যেটি রাজ্য সরকারকে "অপরাধ", "অপরাধের শ্রেণী" বা "মামলার শ্রেণী" বিশেষ আদালতের বিচারের নির্দেশ দেওয়ার জন্য অনুমোদিত করে।

লছমানদাস আলজার (আগে উল্লেখিত) একটি ব্যাঙ্ক ডাকাতির মামলাটি বোম্বে সরকার কর্তৃক বম্বে পাবলিক সেফটি মেজারস আইন, ১৯৪৭ এর ধারা ১২ এর অধীনে বিচারের জন্য একটি বিশেষ বিচারকের কাছে উল্লেখ করা হয়েছিল যা ছিল পশ্চিমবঙ্গ আইনের ধারা ৫(১) এবং সৌরাষ্ট্র অধ্যাদেশের ১১ ধারার মতো একই শর্তে। প্রশ্নটি আনোয়ার আলী সরকার এবং কাঠি রানিং রাওয়ান (আগে উল্লেখিত) এর সিদ্ধান্তের অনুপাত দ্বারা বর্ধিতভাবে আচ্ছাদিত হয়েছিল যার আবেদনের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠরা মনে করেছিল যে, যুক্তির সমতার ভিত্তিতে, ধারা ১২ যে পরিমাণে এটি অনুমোদন করেছে তা অসাংবিধানিক ছিল সরকারকে বিশেষ বিচারক দ্বারা বিচারের জন্য নির্দিষ্ট "মামলা" পরিচালনা করার নির্দেশ দেওয়ার ব্যাপ্তি পর্যন্ত। বিচারক, পতঞ্জলি শাস্ত্রী এই বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠদের থেকে ভিন্ন ছিলেন না। আনোয়ার আলী সরকারের (আগে উল্লেখিত) সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ধারা ১২-এর বিশেষ অংশটি বৈষম্যমূলক ছিল মঞ্জুর করে তিনি মনে করেন, ইতিমধ্যে যে বিচার শুরু হয়েছে তা পরবর্তীকালে কার্যকর হওয়া সংবিধানের দ্বারা লঙ্ঘন করা যাবে না। প্রকৃতপক্ষে, বিজ্ঞ মহা ন্যাওয়ীদ যিনি বোম্বে রাজ্যের পক্ষে হাজির হয়েছিলেন তিনি ধারা ১২-এর প্রাসঙ্গিক অংশের অবৈধতার বিষয়ে আইনি অবস্থানকে বিতর্কিত করেননি।

সৈয়দ কাসিম রাজভি, হাবীব মোহাম্মদ এবং রাও শিব বাহাদুর সিং, (আগে উল্লেখিত) মামলায় সংবিধান কার্যকর হওয়ার তারিখের আগে বিচার শুরু হয়েছিল। এই মামলাগুলির মধ্যে প্রথমটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় এবং অন্য দুটিতে একটি সর্বসম্মত আদালতের দ্বারা দ্বারা হয়, যা রায় দেয় যে সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদের কোন পূর্ববর্তী প্রভাব ছিল না, এবং একটি প্রাক-সাংবিধানিক আইনকে অতীতের সমস্ত লেনদেনের জন্য বৈধ বলে ধরে রাখতে হবে এবং তাই, বিশেষ ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আদালত তাদের কাছের মামলাগুলো বৈধভাবে আমলে নিয়েছিল। সংবিধান কার্যকর হওয়ার পর বিচারে যা অবশিষ্ট ছিল তা বস্তুগত দিক থেকে স্বাভাবিক মান থেকে বিচ্যুত না হওয়ার জন্য ধরা হয়েছিল যাতে অনুচ্ছেদ ১৪ এর অর্থের মধ্যে আইনের সমান সুরক্ষা অস্বীকার করা হয়।

কেদার নাথ বাজোরিয়ায় (আগে উল্লেখিত) আপিলকারী এবং অন্য দু'জনের মামলার মামলাটি রাজ্য সরকার বিশেষ আদালতে বরাদ্দ করেছিল যা সরকার দ্বারা গঠিত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ ফৌজদারি আইন সংশোধনী আইন, ১৯৪৯ এর ধারা ৩ এর অধীনে। বিচার শুরু হয় জানুয়ারী ৩, ১৯৫০-এ এবং নয়জন অভিযুক্তি সাক্ষীকে ২৬ জানুয়ারী সংবিধান কার্যকর হওয়ার আগে মুখ্য পরিষ্কা করা হয়েছিল। দণ্ডবিধির ১২০খ এবং ৪২০ ধারা এবং প্রিভেন্টিভ করাপশন আইন, ১৯৪৭ এর ধারা ৫(২) এর অধীনে বিশেষ আদালত ২৯শে আগস্ট, ১৯৫০ তারিখে দোষী সাব্যস্ত করার আদেশটি নথিভুক্ত করে। আপিলকারীরা আনোয়ার আলী সরকার (আগে উল্লেখিত) মামলার প্রয়োগ দ্বারা দাবি করে যে আইনের ধারা ৪ যার মধ্যে রাজ্য সরকার তাদের যে মামলা বিশেষ আদালতে বরাদ্দ করেছিল তা ১৪ অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করে সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল, বিচারক, বোস ভিন্নমত পোষণ করেছিলেন, এই ভিত্তিতে যে অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য এবং নীতির বিষয়ে আইনের শিরোনাম, প্রস্তাবনা এবং এর বিধান দ্বারা যা প্রকাশ করা হয়েছে, তার দরুন অপরাধের শ্রেণীবিভাগ যার বিচারের জন্য বিশেষ আদালত গঠন করা হয়েছিল এবং একটি বিশেষ পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছিল তাকে অযৌক্তিক বা স্বৈচ্ছাচারী বলা যাবে না। এই সিদ্ধান্তে আসার জন্য, আদালত "সুপরিচিত" হিসাবে বর্ণিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করেছিল যে যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে, প্রয়োজনীয় সরবরাহের বিতরণ এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিষ্ঠিত বেশ কয়েকটি উদ্যোগ সরকারী পরিষেবাগুলিতে অসাধু ব্যক্তিদের বিশেষ সুযোগ দেয়, যারা ছিল দুর্নীতির মাধ্যমে নিজেদের সমৃদ্ধ করার জন্য এই ধরনের উদ্যোগের দায়িত্বে ছিল। সেই পটভূমির বিপরীতে বিবেচনা করে, আদালত বিবেচনা করে যে আইনের তফসিলে উল্লিখিত অপরাধগুলি ওই নির্দিষ্ট সময়কালে সাধারণ এবং ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল এবং এটি সেই অপরাধগুলির উপর একটি কার্যকর বাধা স্থাপনের জন্য ছিল যেগুলিকে অসম্পূর্ণ আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন বলে মনে করা হয়েছিল। এই ধরনের একটি আইন, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে, যার অধীনে একটি সংক্ষিপ্ত এবং সরলীকৃত পদ্ধতির অধীনে বিশেষ ধরনের মামলা মোকাবেলা করার জন্য বিশেষ আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেটি যে বস্তুটি অর্জন করতে চাওয়া হয়েছে তার সাথে একটি স্পষ্ট এবং যুক্তিসঙ্গত সম্পর্কযুক্ত শ্রেণিবিন্যাসের সম্পূর্ণ বোধগম্য নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল।

আপিলকারীদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছিল যে এই আইনটি রাজ্য সরকারকে একজন অভিযুক্তের কোনও বিশেষ মামলা বেছে নেওয়ার এবং বিশেষ আদালতে বিচারের জন্য পাঠানোর জন্য একটি নিরবচ্ছিন্ন বিবেচনার অধিকার দিয়েছে। এই যুক্তিটি এই কারণে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল যে এটি একটি প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের উপর ছেড়ে দেওয়া আইনসভার যোগ্য ছিল যা একটি সংজ্ঞায়িত গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্নিহিত নীতি এবং উদ্দেশ্য নির্দেশ করে এবং কোনটির সাথে পূর্ণ হয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ আইনের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে আনতে হবে এমন ব্যক্তি বা জিনিস নির্বাচন করবে বলে আশা করা হয়েছিল। নিছক পরিস্থিতি, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে, রাজ্য সরকার বিশেষ বিচারকদের তফসিলে বর্ণিত অপরাধের সমস্ত মামলা বরাদ্দ করতে বাধ্য ছিল না তবে এই বিষয়ে বিচক্ষণতার অধিকারী ছিল এবং বিশেষ বিচারকের সামনে বিচারের জন্য কিছু মামলা বেছে নিতে পারে। আদালত ১৪ অনুচ্ছেদের বিরুদ্ধে অপরাধ করেনি।

আসগারলি নাজারালি সিঙ্গাপোরাওয়াল্লায়, (আগে উল্লেখিত) সংসদ কর্তৃক প্রণীত ফৌজদারি আইন সংশোধনী আইন, ১৯৫২ কার্যকর হয়েছিল যখন ১১৬ ধারা সহ পঠিত ধারা ১৬১ এর অধীন অপরাধের জন্য অন্যদের সাথে আপিলকারী এবং বোম্বের প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিচার করা হচ্ছিল। দণ্ডবিধি। এই আইনে বিশেষ জজদের দ্বারা ঘুষ ও দুর্নীতির অপরাধের বিচার এবং এই ধরনের বিচারকদের কাছে বিচারাধীন সমস্ত বিচার হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট আইনটি পাস হওয়া সত্ত্বেও বিচার চালিয়ে যান এবং আপিলকারীদের খালাস দেন। এই আদালত সর্বসম্মতিক্রমে বলেছিল যে আইনটি ১৪ অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করেনি যেহেতু সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা ঘুষ এবং দুর্নীতির অপরাধগুলি যথাযথভাবে একটি দল বা বিভাগে শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে। একটি বোধগম্য পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে যে শ্রেণিবিন্যাসটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা আইনের উদ্দেশ্যের সাথে একটি যৌক্তিক সম্পর্ক বহন করে যা কিছু অপরাধের দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই আদালতে একটি যুক্তি চাপানো হয়েছিল যা যথাক্রমে ১৪ এবং ২৮ পৃষ্ঠায় আনোয়ার আলী সরকার (আগে উল্লেখিত) এ মহাজন জে. এবং মুখার্জি জে.-এর পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে ছিল, যে অপরাধের দ্রুত বিচার শ্রেণীবিভাগের জন্য যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি বহন করতে পারে না। সেই যুক্তিটি দৃশ্যত আদালতের পক্ষে ছিল না যা বলেছিল যে (পৃষ্ঠা ৬৯১) আনোয়ার আলী সরকারের বিজ্ঞ বিচারকদের বিশেষ পর্যবেক্ষণগুলি নিজের পক্ষে দাঁড়িয়ে যুক্তিকে সমর্থন করতে পারে তবে সেই পর্যবেক্ষণগুলির অন্তর্নিহিত নীতিটি ধারণ করা হয়নি। কেদার নাথ বাজোরিয়ার এই আদালতের দ্বারা চূড়ান্ত হবে। (আগে উল্লেখিত)

মগনলাল ছাগনলাল (পি) লিমিটেড বনাম মিউনিসিপ্যাল-এ এই আদালতের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের উল্লেখ ছাড়া এই বিশ্লেষণটি অসম্পূর্ণ হবে।

বিশ্লেষণটি অসম্পূর্ণ হবে। সেই মামলায় দুটি সমান্তরাল পদ্ধতি, একটি বোম্বে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অ্যাক্ট, ১৮৮৮-এর অধ্যায় VA এর অধীনে এবং অন্যটি বোম্বে গভর্নমেন্ট প্রিমিসেস (উচ্ছেদ) আইন, ১৯৫৫-এর অধীনে, পাবলিক প্রাক্সনে থেকে ব্যক্তিদের উচ্ছেদের জন্য উপলব্ধ ছিল। দুটি আইনের প্রাসঙ্গিক বিধানের সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল যে তারা অনুচ্ছেদ ১৪ লঙ্ঘন করেছে, যেহেতু দুটি আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিটি একটি দেওয়ানী মামলার সাধারণ পদ্ধতির চেয়ে বেশি কঠোর এবং পক্ষপাতমূলক ছিল এবং এটি নির্বিচারে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল এবং কিছু বিরুদ্ধে এই জাতীয় বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ করার জন্য কর্তৃপক্ষের নিরবচ্ছিন্ন বিচক্ষণতা এবং অন্যদের বিরুদ্ধে দেওয়ানী মামলার সাধারণ প্রতিকার। এই আদালতের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে যেখানে সাধারণ পদ্ধতির থেকে ভিন্ন আরও কঠোর পদ্ধতির জন্য একটি বিধি বিধান সাধারণ পদ্ধতির দ্বারা আচ্ছাদিত পুরো ক্ষেত্রকে কভার করে যে ক্ষেত্রে যে সমস্ত পদ্ধতির অবলম্বন করা হবে সেই শ্রেণীর ক্ষেত্রে কোন নির্দেশিকা না দিয়ে, সংবিধি ১৪ অনুচ্ছেদ দ্বারা আঘাত করা হবে। যাইহোক, আপিলের জন্য একটি বিধান ক্রটিটি নিরাময় করতে পারে এবং যদি প্রস্তাবনা এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির পাশাপাশি আইনের বিধানগুলিকে হলফনামা দ্বারা ব্যাখ্যা করা এবং প্রসারিত করা হয়, প্রয়োজনীয় নির্দেশিকাগুলি বানান করা যেতে পারে, আইনটি অনুচ্ছেদ ১৪ দ্বারা আঘাত করা হবে না। দুটি আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতির যোগ্যতার ভিত্তিতে এটি আদালতের দ্বারা ধরা হয়েছিল যে এটি এতটা কঠোর বা অবাঞ্ছিত ছিল না যে এই উপসংহারটিকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য যে তাদের অবলম্বন করলে কিছু ক্ষেত্রে বৈষম্য হবে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে দেওয়ানী আদালতের সাধারণ পদ্ধতিতে ছিল। একটি পৃথক কিন্তু সমসাময়িক রায় দ্বারা আমাদের মধ্যে দুজন, যথা, বিচারপতি, ভগবতী, এবং বিচারপতি, ভি.আর. কৃষ্ণ আইয়ার বলেছিল যে এটি অনিবার্য ছিল যে যখন একটি বিশেষ পদ্ধতি নির্ধারিত হয় একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর ব্যক্তিদের জন্য, যেমন পৌরসভা বা সরকারী জায়গা দখলকারীরা, বিচক্ষণতা যা আইনের অন্তর্নিহিত নীতি এবং উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয় তা অগত্যা প্রশাসনিক কর্তৃত্ব ন্যস্ত করতে হবে যাতে পৌর বা সরকারী প্রাইমারের দখলদারদেরকে বিশেষ পদ্ধতির ক্রিয়াকলাপের মধ্যে আনা যায়। বিজ্ঞ বিচারকরা আরও পর্যবেক্ষণ করেছেন যে বিশেষ পদ্ধতি এবং সাধারণ পদ্ধতির মধ্যে ছোটখাটো পার্থক্য সমতা ধারাকে বাধা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয় এবং এটি অনুমান করা যায় না যে শুধুমাত্র একটি পদ্ধতি একটি নিয়মিত আদালতের ফোরাম প্রদান করে যখন অন্যটি প্রদান করে। একটি প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের ফোরাম, পরেরটি অগত্যা পূর্বের তুলনায় আরো কঠোর এবং কঠিন। তাই, বিজ্ঞ বিচারকগণ বলেন, যখনই আইনসভা কর্তৃক বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষমতা আইনসভা কর্তৃক নিয়মিত আদালতের প্রতিস্থাপনে গঠিত কর্তৃপক্ষের হাতে অর্পণ করে একটি বিশেষ যন্ত্রপাতি তৈরি করা হয়, তখনই একজনের উচিত

শুধুমাত্র আইনের আদালত দ্বারা বিচার প্রশাসনের প্রচলিত ব্যবস্থার জন্য একটি নির্দিষ্ট পূর্বাবস্থার কারণে এই জাতীয় কর্তৃপক্ষের প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া না দেখায়। গুরুত্বপূর্ণ জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য ব্যবহার করার জন্য পাবলিক প্রাঙ্গনে দ্রুত এবং তৎপর পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে, যেখানে পদ্ধতির বিচ্ছিন্নতা পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যকে পরাজিত করতে পারে, দুটি আইন দ্বারা নির্ধারিত বিশেষ পদ্ধতিটি সত্যি এবং যথেষ্ট নয় বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল দেওয়ানী আদালতের সাধারণ পদ্ধতির চেয়ে বেশি কঠোর এবং পক্ষপাতমূলক। দুটি আইন দ্বারা নির্ধারিত বিশেষ পদ্ধতি এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল, বৈষম্যের উপসর্গকে আকৃষ্ট করার মতো যথেষ্ট এবং গুণগতভাবে বৈষম্যপূর্ণ ছিল না।

অনুচ্ছেদ ১৪ এর অধীনে উদ্ভূত সমস্যার বিভিন্ন দিকগুলির সাথে মোকাবিলা করে এমন অসংখ্য কেস রয়েছে এবং যেগুলি সেই নিবন্ধের অধীনে সাধারণত উদ্ভূত প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নীতিগুলি নির্ধারণ করে। এর মধ্যে বুধন চৌধুরী এবং অন্যান্য বনাম বিহার রাজ্য (১) শ্রী রাম কৃষ্ণ ডালমিয়া বনাম শ্রী বিচারপতি এস আর টেডোলকর এবং অন্যান্য (১) শ্রী সি এল এমডেন বনাম দ্য স্টেট অফ ইউ পি (৩) কাংসারি হালদার এবং অন্য বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য, (১) জ্যোতি প্রসাদ বনাম দিল্লির কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসক (১) এবং গুজরাট রাজ্য এবং অন্য বনাম শ্রী আশ্বিকা মিলস লিমিটেড, আহমেদাবাদ, ইত্যাদি (১) সিদ্ধান্তগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু, সর্বশেষ উল্লিখিত মামলায় বিচারপতি, ম্যাথিউ দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, "এটি বহুবিধ মামলা পর্যালোচনা করা পরিচিত শিক্ষার একটি নিষ্ক্রিয় কুচকাওয়াজ হবে যেখানে আইনের আগে সমতার সাংবিধানিক নিশ্চয়তা প্রয়োগ করা হয়েছে"। তাই আমরা আমাদের মনোযোগ শুধুমাত্র সেই সব মামলার দিকেই সীমাবদ্ধ রেখেছি যেখানে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল বা আদালত গঠন করা হয়েছিল বা অপরাধ বিচারের জন্য বিশেষ বিচারক নিয়োগ করা হয়েছিল বা অপরাধের শ্রেণী বা মামলা বা মামলার শ্রেণী। এই মামলাগুলি নিয়ে আমরা যে সমীক্ষাটি করেছি তা এই জাতীয় ক্ষেত্রে শ্রেণিবিন্যাসের বৈধতা নির্ধারণে যে নীতিগুলি অনুসরণ করা উচিত এবং অভিযুক্ত অপরাধীদের বিচারের জন্য নির্ধারিত বিশেষ পদ্ধতির যৌক্তিকতা সম্পর্কে একটি ন্যায্য ধারণা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট হতে পারে পৃথক বা স্বতন্ত্র শ্রেণী।

১৯৬০ সাল পর্যন্ত, কাংসারি হালদার (সুপ্রা) এর এই আদালত বলেছিল যে অনুচ্ছেদ ১৪-এর অধীনে উত্থাপিত মামলাগুলির জন্য প্রযোজ্য অব্যয়গুলি "গত কয়েক বছরে এতবার পুনরাবৃত্তি হয়েছে যে সেগুলি এখন প্রায় প্ল্যাটিডিনাস শোনাচ্ছে"। যা বিবেচনা করা হয়েছিল

(১) [১৯৫৫] (১) S.C.R. ১০৪৫

(২) [১৯৫৯] S.C.R. ২৭৯।

(৩) [১৯৬০] (২) S.C.R. ৫৯২।

(৪) [১৯৬০] (২) S.C.R. ৬৪৬।

(৫) [১৯৬২] (২) S.C.R. ১২৫।

(৬) [১৯৭৪] (১) S.C.R. ৭৬০।

প্রায় ১৮ বছর আগে ঘটনাপ্রবাহের স্বাভাবিক গতিপথে, আজকে আরও বেশি তুচ্ছ হয়ে উঠেছে, বিশেষ করে এই আদালতকে প্লাবিত করা মামলাগুলির তুষারপাতের পরিপ্রেক্ষিতে। এই আদালতের অনেক বিজ্ঞ বিচারক বলেছেন যে এটি অনুচ্ছেদ ১৪ এর অধীনে নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে নয়, বরং তাদের আবেদনের ক্ষেত্রে কংক্রিট মামলায় যে অসুবিধাগুলি দেখা দেয়। কিন্তু, এই বিবেচনায় যে আমরা ১৪ অনুচ্ছেদের অধীনে অনুরূপ মামলার সিদ্ধান্ত নেওয়া কয়েকটির চেয়ে একটি বৃহত্তর বেঞ্চে বসে আছি এবং এই রেফারেন্সে উত্থাপিত প্রশ্নগুলির অদ্ভুত গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে, যদিও প্রশ্নগুলি নিজেই একটি নিজের ছাড়া নয়, আমরা প্রস্তাব করছি, যদিও নিঃসন্দেহে কিছু পুনরাবৃত্তির মূল্যে, এই আদালতের রায়গুলি থেকে উদ্ভূত অব্যয়গুলিকে বর্ণনা করার জন্য যেগুলি আমাদের বিবেচনার জন্য উত্থাপিত পয়েন্টগুলির সিদ্ধান্তের সাথে প্রাসঙ্গিক। এই প্রস্তাবগুলি এভাবে বলা যেতে পারে:

১. অনুচ্ছেদ ১৪ এর প্রথম অংশ, যা আইরিশ সংবিধান থেকে গৃহীত হয়েছিল, ভারতের অঞ্চলগুলির মধ্যে সমস্ত ব্যক্তির নাগরিক অধিকারের সমতার ঘোষণা। এটি প্রজাতন্ত্রের একটি মৌলিক নীতিকে অন্তর্ভুক্ত করে। দ্বিতীয় অংশ, যা প্রথমটির একটি সমষ্টি এবং আমেরিকান সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর প্রথম ধারার শেষ ধারার উপর ভিত্তি করে, নির্দেশ দেয় যে তাদের অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করার ক্ষেত্রে এই জাতীয় সকল ব্যক্তিকে পক্ষপাতিত্বের বৈষম্য ছাড়াই সমান সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে। এটি সমান আইনের সুরক্ষার অঙ্গীকার, অর্থাৎ, এমন আইন যা একই পরিস্থিতিতে সকল ব্যক্তির উপর একইভাবে কাজ করে।

২. রাষ্ট্র, তার সরকারী ক্ষমতা প্রয়োগে, তার নীতিগুলি কার্যকর করার ক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তার ভূখণ্ডের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠী বা শ্রেণির ব্যক্তিদের উপর ভিন্নভাবে পরিচালিত আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, এবং সেই উদ্দেশ্যে এই ধরনের আইনের অধীন ব্যক্তি বা জিনিসগুলিকে আলাদা করার এবং শ্রেণীবদ্ধ করার বৃহৎ ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে।

৩. রাষ্ট্রকে তার আইনের সমান সুরক্ষা প্রদানের জন্য সাংবিধানিক আদেশ এমন একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করে যা একটি সুনির্দিষ্ট সূত্রের উদ্ভাবন এবং প্রয়োগের দ্বারা অর্জিত হয় না। অতএব, শ্রেণীবিভাগ সঠিক বা বৈজ্ঞানিক বর্জন বা ব্যক্তি বা জিনিসের অন্তর্ভুক্তির দ্বারা গঠিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। আদালতের প্রদত্ত ক্ষেত্রে শ্রেণীবিভাগের বৈধতা নির্ধারণের জন্য বিস্ময়কর নির্ভুলতার উপর জোর দেওয়া বা মতবাদ পরীক্ষা প্রয়োগ করা উচিত নয়। শ্রেণীবিভাগ ন্যায়সঙ্গত যদি এটি স্পষ্টভাবে নির্বিচারে না হয়।

৪. অনুচ্ছেদ ১৪ এর গ্যারান্টির অন্তর্নিহিত নীতিটি এই নয় যে ভারতীয় ভূখণ্ডের মধ্যে সমস্ত ব্যক্তির জন্য আইনের একই নিয়ম প্রযোজ্য হওয়া উচিত বা পরিস্থিতির পার্থক্য নির্বিশেষে তাদের জন্য একই প্রতিকার উপলব্ধ করা উচিত। এর একমাত্র মানে হল যে একই পরিস্থিতিতে থাকা সমস্ত ব্যক্তিদের প্রদত্ত বিশেষাধিকার এবং আরোপিত দায় উভয় ক্ষেত্রেই একই রকম আচরণ করা হবে। একই পরিস্থিতিতে সকলের জন্য সমান আইন প্রয়োগ করতে হবে, এবং একজন ব্যক্তি এবং অন্য ব্যক্তির মধ্যে কোনো বৈষম্য করা উচিত নয় যদি আইনের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান উল্লেখযোগ্যভাবে একই হয়।

৫. শ্রেণীবিভাগের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে এবং একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর প্রণীত আইনের ক্ষেত্রে কাকে শ্রেণী হিসাবে গণ্য করা উচিত তা নির্ধারণ করার ক্ষমতা রাষ্ট্রের রয়েছে। এই শক্তি, নিঃসন্দেহে, কিছু মাত্রায় কিছু অসমতা তৈরি করার সম্ভাবনা রয়েছে; কিন্তু যদি একটি আইন বেশ কয়েকটি সু-সংজ্ঞায়িত শ্রেণীর স্বাধীনতার সাথে ডিল করে, তবে এটি সমান সুরক্ষা অস্বীকার করার অভিযোগের জন্য উন্মুক্ত নয় যে এটি অন্য ব্যক্তির জন্য কোন প্রয়োগ নেই। এইভাবে শ্রেণিবিন্যাসের অর্থ হল ক্লাসে বিচ্ছিন্নকরণ যার একটি পদ্ধতিগত সম্পর্ক রয়েছে, সাধারণত সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং বৈশিষ্ট্যগুলিতে পাওয়া যায়। এটি যৌক্তিক ভিত্তি পোষণ করে এবং এর অর্থ এই নয় যে নির্দিষ্ট ব্যক্তি এবং শ্রেণিকে নির্বিচারে একত্রিত করা।

৬. আইন সমাজের প্রয়োজনীয়তা এবং দুর্দশা অনুযায়ী এবং অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রস্তাবিত শ্রেণীগুলি তৈরি এবং পৃথক করতে পারে। এটি মন্দের মাত্রাও চিনতে পারে, তবে শ্রেণিবিন্যাস কখনই স্বৈচ্ছাচারী, কৃত্রিম বা এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়।

৭. শ্রেণীবিভাগ অবশ্যই স্বৈচ্ছাচারী হতে হবে না তবে অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত হতে হবে, অর্থাৎ, এটি কেবলমাত্র কিছু গুণ বা বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত নয় যা একসাথে গোষ্ঠীভুক্ত সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যায় এবং অন্যদের মধ্যে নয় যারা বাদ পড়ে গেছে গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্যগুলির অবশ্যই আইনের উদ্দেশ্যের সাথে যুক্তিসঙ্গত সম্পর্ক থাকতে হবে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য, দুটি শর্ত অবশ্যই পূরণ করতে হবে, যথা, (১) যে শ্রেণীবিভাগ অবশ্যই একটি বোধগম্য পার্থক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে যা অন্যদের থেকে একত্রিত হওয়াকে আলাদা করে এবং (২) সেই পার্থক্যটি আইন দ্বারা অর্জন করতে চাওয়া বস্তুর সাথে একটি যৌক্তিক সম্পর্ক থাকতে হবে।

৮. শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি এবং আইনের উদ্দেশ্য পৃথক বিষয় এবং যা প্রয়োজন তা হল তাদের মধ্যে একটি সম্পর্ক থাকা আবশ্যিক। সংক্ষেপে, যদিও অনুচ্ছেদ ১৪ বিশেষাধিকার প্রদানের মাধ্যমে বা দায়বদ্ধতা আরোপ করার মাধ্যমে শ্রেণী বৈষম্যকে নিষিদ্ধ করে যে বিশেষ সংখ্যক অন্যান্য ব্যক্তিদের মধ্য থেকে নির্বাচনে নির্বাচিত ব্যক্তিদের বিশেষাধিকার প্রদান করা বা আরোপ করার প্রস্তাবিত দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে একইভাবে অবস্থিত, এটি আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে শ্রেণীবিভাগ নিষিদ্ধ করে না, যদি এই ধরনের শ্রেণীবিভাগ উপরে উল্লিখিত অর্থে স্বেচ্ছাচারী না হয়।

৯. যদি আইন প্রণয়ন নীতিটি স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট হয় এবং সেই নীতিটি কার্যকর করার একটি কার্যকর পদ্ধতি হিসাবে নির্দিষ্ট শ্রেণী বা ব্যক্তিবর্গের কাছে আইনের নির্বাচনী প্রয়োগ করার জন্য প্রশাসক বা কর্মকর্তাদের একটি সংস্থার উপর আইন দ্বারা একটি বিচক্ষণতা ন্যস্ত করা হয়, আইন নিজেই বৈষম্যমূলক আইনের একটি অংশ হিসাবে নিন্দা করা যায় না। এই ধরনের ক্ষেত্রে, নির্বাহী সংস্থাকে প্রদত্ত ক্ষমতা সংবিধিতে নির্দেশিত উদ্দেশ্য অনুসারে আইন প্রণয়নের বিষয়বস্তুকে শ্রেণীবদ্ধ করার জন্য তার উপর একটি শুদ্ধ আমদানি করবে। যদি প্রশাসনিক সংস্থা ব্যক্তি বা জিনিসগুলিকে এমন একটি ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধ করার জন্য এগিয়ে যায় আইনসভার উদ্দেশ্যের সাথে কোন যৌক্তিক সম্পর্ক নেই, তবে এর পদক্ষেপটি সমান সুরক্ষা ধারার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসাবে বাতিল করা যেতে পারে। অন্যদিকে, যদি সংবিধি নিজেই একটি সুনির্দিষ্ট নীতি বা উদ্দেশ্য প্রকাশ না করে এবং এটি অন্যকে তার সম্ভূষ্টিতে নির্বাচন করার জন্য কর্তৃত্ব প্রদান করে, আইনটি যেভাবে প্রয়োগ করা হোক না কেন, এটিকে বৈষম্যমূলক বলে মনে করা হবে।

১০. একটি প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে বিচক্ষণ ক্ষমতা প্রদানকারী একটি আইন সাংবিধানিকভাবে বৈধ কি না তা এই ধারণার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা উচিত নয় যে এই ধরনের কর্তৃপক্ষ এটির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিচক্ষণতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারী পদ্ধতিতে কাজ করবে। আইন দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার ঘটে; কিন্তু- এ ধরনের আশঙ্কার কারণে আইনের বৈধতা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা যায় না। বিবেচনামূলক ক্ষমতা অগত্যা একটি বৈষম্যমূলক ক্ষমতা নয়।

১১. শ্রেণীবিভাগ অগত্যা শ্রেণীবদ্ধ ব্যক্তি এবং যারা সেই শ্রেণীর সদস্য নয় তাদের মধ্যে একটি পার্থক্য বা বৈষম্য তৈরি করা বোঝায়। এটি একটি শ্রেণীবিভাগের সারমর্ম যে শ্রেণীর উপর ঢালাই কর্তব্য এবং

সাধারণ জনগণের উপর চাপানো বোঝা থেকে ভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে, শ্রেণীবিভাগের ধারণাটিই হল অসাম্যের, যাতে এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে বৈষম্যের নিছক বাস্তবতা কোনোভাবেই সাংবিধানিকতার বিষয়টি নির্ধারণ করে না।

১২. নির্দিষ্ট অপরাধের বিচারের জন্য বিশেষ পদ্ধতির জন্য প্রদত্ত আইনটি বৈষম্যমূলক এবং অনুচ্ছেদ ১৪ লঙ্ঘনকারী কিনা তা প্রতিটি ক্ষেত্রেই নির্ধারণ করা উচিত যেভাবে এটি উদ্ভূত হয়, কারণ সমস্ত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোনো সাধারণ নিয়ম নিরাপদে স্থাপন করা যায় না। বিশেষ পরিস্থিতিতে আইনের ক্রিয়াকলাপের একটি ব্যবহারিক মূল্যায়ন প্রয়োজন।

১৩. আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতির একটি নিয়ম ১৪ অনুচ্ছেদের পরিধির মধ্যে আসে যতটা মূল আইনের যে কোনও নিয়মের মতো এবং এটি প্রয়োজনীয় যে সমস্ত মামলাকারী, যারা একইভাবে অবস্থান করে, তারা ত্রাণের জন্য একই পদ্ধতিগত অধিকারগুলি পেতে সক্ষম হয় এবং প্রতিরক্ষার জন্য সমান সুরক্ষা এবং বৈষম্য ছাড়াই।

এই পরীক্ষার প্রয়োগের মাধ্যমে, এই উপসংহারটি অপ্রতিরোধ্য যে বিশেষ আদালত বিল দ্বারা প্রদত্ত শ্রেণীবিভাগ বৈধ এবং এর বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি নেওয়া যাবে না। যেহেতু বিলটিতে শুধুমাত্র এক শ্রেণীর অপরাধ এবং এক শ্রেণীর অপরাধীদের বিশেষ আদালতের সামনে বিচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাই প্রাথমিক প্রশ্ন যা বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয় তা হল বিলটি শ্রেণীবিভাগের জন্য একটি যৌক্তিক ভিত্তি পোষণ করে কিনা যে শ্রেণীবিভাগটি স্বৈচ্ছাচারী এবং কৃত্রিম। বিলের প্রকরণ ৫ অনুসারে, বিশেষ আদালতের দ্বারা শুধুমাত্র সেই অপরাধগুলির বিচার করা যেতে পারে যেগুলির বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার প্রকরণ ৪(১) এর অধীনে একটি ঘোষণা করেছে। এই ঘোষণাটি কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা করা যেতে পারে যদি এটি মনে করে যে প্রস্তাবনাতে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, ভারতে উচ্চ সরকারী বা রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত একজন ব্যক্তির দ্বারা একটি অপরাধ সংঘটনের প্রাথমিক প্রমাণ রয়েছে এবং যে, বিলের প্রস্তাবনায় থাকা নির্দেশিকা অনুসারে, উক্ত অপরাধটি আইনের অধীনে মোকাবেলা করা উচিত। প্রকরণ ৪(১) এইভাবে যে শ্রেণিবিন্যাস করে তা হল অপরাধ এবং অপরাধী উভয়েরই, পূর্বের প্রস্তাবনায় উল্লিখিত সময়ের সাথে সম্পর্কিত, অর্থাৎ ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫ থেকে ২৫ জুন, ১৯৭৫ জরুরি অবস্থা ঘোষণার মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত এবং প্রস্তাবনার ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত যে সংসদীয় গণতন্ত্রের কার্যকারিতা এবং ভারতের সংবিধান দ্বারা বা তার অধীনে সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য এটি অপরিহার্য যে এই ধরনের অপরাধের কমিশন সর্বোচ্চ প্রেরণের সাথে বিচারিকভাবে নির্ধারণ করা উচিত; এবং পরবর্তীটি তাদের মর্যাদার সাথে

-----

সম্পর্কিত, অর্থাৎ ভারতে তাদের দ্বারা অধিষ্ঠিত উচ্চ পাবলিক বা রাজনৈতিক অফিসের সাথে সম্পর্কিত। এই উভয় কারণের সহাবস্থান থাকলেই শুধুমাত্র বিশেষ অপরাধীদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের বিচার বিশেষ আদালতে চালু করা যেতে পারে।

জরুরি অবস্থা জারি করা একটি জাতির জীবনে স্বাভাবিক ঘটনা নয় এবং হতে পারে না এবং প্রকৃতপক্ষে জরুরি অবস্থা ঘোষণা একটি অসাধারণ পরিস্থিতির কারণে প্রয়োজন ছিল বলে দাবি করা যায় না। সংবিধানের ৩৫২ অনুচ্ছেদ যার অধীনে ১৯৭৫ সালের জুন মাসে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছিল তা XVIII অধ্যায়ে "জরুরি বিধান" বলা হয়। এই অনুচ্ছেদটি রাষ্ট্রপতিকে একটি ঘোষণা জারি করার ক্ষমতা দেয় যদি তিনি সন্তুষ্ট হন যে একটি "গুরুতর জরুরি অবস্থা" বিদ্যমান যেখানে ভারত বা তার ভূখণ্ডের যে কোনও অংশের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হয়, তা যুদ্ধ বা বহিরাগত আগ্রাসন বা অভ্যন্তরীণ ঝামেলার দ্বারাই হোক না কেন। ৩৫৮ অনুচ্ছেদের অধীনে, জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার সময়, রাষ্ট্র একটি আইন প্রণয়ন করতে বা কোনো নির্বাহী ব্যবস্থা নিতে পারে। এমনকি যদি এটি আর্টিকেল ১৯-এর বিধান লঙ্ঘন করে। এটি এমন একটি পরিণতি যা ইপসো ফ্যাক্টো জরুরী ঘোষণার ক্ষেত্রে পরিণত হয়। ২৫ জুন, ১৯৭৫-এ জরুরি অবস্থা ঘোষণা, অনুচ্ছেদ ৩৫৯ এর অধীনে ২৭ জুন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গৃহীত একটি আদেশ দ্বারা অনুসরণ করা হয়েছিল, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪, ২১ এবং ২২ দ্বারা প্রদত্ত মৌলিক অধিকার প্রয়োগের জন্য যে কোনও আদালতে যাওয়ার অধিকারের প্রয়োগ স্থগিত করে।

জরুরি অবস্থার সময়, সংসদ দ্বারা সুদূরপ্রসারী ফলাফলের বেশ কয়েকটি আইন পাস করা হয়েছিল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা বা তার অধীনে বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি এবং আদেশ জারি করা হয়েছিল, যা জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতাকে প্রভাবিত করে। তারা হল ভারতীয় প্রতিরক্ষা (সংশোধন) আইন, ১৯৭৫; ফরেন এক্সচেঞ্জ সংরক্ষণ এবং চোরাচালান কার্যক্রম প্রতিরোধ (সংশোধন) আইন, ১৯৭৫; অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা (সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ রক্ষণাবেক্ষণ; নির্বাচনী আইন (সংশোধন) আইন, ১৯৭৫; সংবিধান (আটত্রিশতম এবং উনত্রিশতম সংশোধনী) আইন, ১৯৭৫; অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা (সংশোধন) আইন, ১৯৭৬ রক্ষণাবেক্ষণ; অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ১৯৭৬ রক্ষণাবেক্ষণ; প্রেস কাউন্সিল (রিপিল) অ্যাক্ট, ১৯৭৬; আপত্তিকর বিষয় প্রকাশনা প্রতিরোধ আইন, ১৯৭৬; সংসদীয় কার্যধারা (প্রকাশনার সুরক্ষা) বাতিল আইন, ১৯৭৬; সংবিধান (চল্লিশ-দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ১৯৭৬; জনপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৭; বিতর্কিত নির্বাচন (প্রধানমন্ত্রী ও স্পিকার) অধ্যাদেশ, ১৯৭৭; এবং, রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৭। জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর, প্রেস সেন্সরশিপ আরোপের লক্ষ্যে বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।

সেই পক্ষে আদেশ এবং নির্দেশনাগুলি ২৬ জুন, ৫ জুলাই, ৬ জুলাই, ১৩ জুলাই এবং ৫ আগস্ট, ১৯৭৫ তারিখে দেওয়া হয়েছে। ৮ জানুয়ারী, ১৯৭৬ তারিখে, ৩৫৯(১) অনুচ্ছেদের অধীনে যে কোনও আদালতে যাওয়ার অধিকার স্থগিত করে একটি রাষ্ট্রপতি আদেশ জারি করা হয়েছিল সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের প্রয়োগের জন্য। জরুরি অবস্থার সময় গৃহীত এই এবং অন্যান্য ব্যবস্থাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমাদের মধ্যে একজন, বিচারপতি, ফজল আলী, রাজস্থান রাজ্য এবং ওরস বনাম ভারত ইউনিয়ন (১) এভাবে:

- (১) সারা দেশে একটি গুরুতর জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল;
- (২) নাগরিক স্বাধীনতা অনেকাংশে প্রত্যাহার করা হয়েছিল;
- (৩) জনগণের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার স্থগিত করা হয়;
- (৪) প্রেসের উপর কঠোর সেন্সরশিপ স্থাপন করা হয়েছিল; এবং
- (৫) বিচারিক ক্ষমতা অনেকাংশে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল।

বিলের প্রস্তাবনার তৃতীয় ধারায় এই পাঁচটি বিষয়ের সুনির্দিষ্ট পুনঃউৎপাদন রয়েছে।

২৮ মে, ১৯৭৭-এ, ভারত সরকার, তার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে, কমিশন অফ ইনকোয়ারি অ্যাক্ট, ১৯৫২ এর ধারা এর অধীনে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে, শ্রী জে সি শাহ, সুপ্রিম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে একটি কমিশন হিসাবে নিয়োগ করে। "সংবিধানের ৩৫২ অনুচ্ছেদের অধীনে ২৫শে জুন, ১৯৭৫-এ ঘোষণা করা জরুরি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃত্বের অপব্যবহারের অভিযোগের বিভিন্ন দিক, বাড়াবাড়ি এবং অসদাচরণ এবং পদক্ষেপ নেওয়া বা নেওয়ার কথা" অনুসন্ধানের জন্য তদন্ত। কমিশন ১১ শে মার্চ এবং ২৬ এপ্রিল, ১৯৭৮ তারিখে দুটি অংশে তার প্রতিবেদন জমা দিয়েছে, যেটিতে সাধারণভাবে 'অতিরিক্ত' বলা হয় যা ভারতে উচ্চ সরকারী বা রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের দ্বারা এবং তাদের সাথে বা তাদের সহযোগিতায় অন্যদের দ্বারা জরুরী সময়কালে সংঘটিত হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে তার ফলাফলগুলি রয়েছে। একই উদ্দেশ্যে আরও কয়েকটি কমিশন নিয়োগ করা হয়েছিল। বিলটির প্রস্তাবনাটির প্রথম আবৃত্তিটি এই তদন্ত কমিশনের দ্বারা প্রদত্ত প্রতিবেদনগুলিকে বোঝায় যা দেশের উচ্চ সরকারী বা রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের প্রাথমিক প্রমাণের অস্তিত্ব প্রকাশ করে এবং তাদের সাথে জড়িত অন্যান্য ২৫ জুন, ১৯৭৫ তারিখে জরুরি অবস্থা এবং ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫ এর পূর্ববর্তী সময়কাল।

-----  
(১) [১৯৭৮] ১ S.C.R. ১, ১১৮।

আমরা পরবর্তী তারিখের প্রাসঙ্গিকতা যথাসময়ে মোকাবেলা করব, কিন্তু আমরা উপরে যে তথ্য ও পরিস্থিতি বর্ণনা করেছি তাতে কোনো সন্দেহ নেই যে জরুরী সময়কালে সংঘটিত অপরাধগুলি নিজেদের দ্বারা একটি শ্রেণী গঠন করে এবং একইভাবে ব্যক্তিরও অভিযোগ করা হয় যে তারা এই অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে তাদের দ্বারা অধিষ্ঠিত উচ্চ সরকারী বা রাজনৈতিক কার্যালয়গুলিকে আড়াল বা সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করেছে। আমরা সত্য বা অন্যথায় অভিযোগ নিয়ে উদ্বিগ্ন নই, আমাদের সামনে সংকীর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, প্রথম উদাহরণে, শ্রেণীবিভাগ কিছু গুণ বা বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে করা হয় যা একত্রে গোষ্ঠীভুক্ত সকল ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যায় এবং বাদ পড়ে যাওয়া অন্যদের মধ্যে নয়। এই প্রশ্নের উত্তর এক এবং একমাত্র হতে পারে, অর্থাৎ ভারতে উচ্চ পাবলিক বা রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের দ্বারা জরুরী অবস্থার সময় অপরাধ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। জরুরী অবস্থার আবরণ, তাই অভিযোগ করা হয়, এই ধরনের অফিসের হোল্ডারদের আইনের শাসনকে নস্যাত্য করার এবং সমাজে রাজনৈতিক অপরাধ সংঘটিত করার একটি অনন্য সুযোগ প্রদান করেছে। সেই গোষ্ঠীর বাইরে থাকা অন্যদের কাছে তা করার উপায় বা সুযোগ ছিল না, কারণ তাদের কাছে সরকারী অবস্থান থেকে আসা কর্তৃত্বের অভাব ছিল। এইভাবে, বিশেষ আদালতের সামনে বিচারের জন্য বিল দ্বারা নির্বাচিত ব্যক্তিদের মধ্যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং যারা সেই গোষ্ঠীর বাইরে পড়ে তাদের অধিকারী নয়।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে গোষ্ঠীর বাইরে থাকা ব্যক্তির কখনও তাদের পাবলিক অফিসকে কাজে লাগিয়ে বড় আকারের অপরাধ করতে পারে না বা করতে পারে না। কিন্তু সেই অপরাধগুলি, যদি আদৌ, একটি মূলত ভিন্ন ধরনের হয় এবং সাধারণত একটি ভিন্ন প্রেরণা থাকে। প্রথমত, জরুরী অবস্থা চালু না থাকলে মানুষের স্বাধীনতা দমনের কোনো সুবিধা নেওয়া যাবে না। জনগণের স্বাধীনতাকে দমন করা অপরাধের সহজ কমিশনকে সহজতর করে। জনসাধারণের সমালোচনা অসদাচরণের জন্য একটি শক্তিশালী প্রতিরোধক এবং যখন এটি দমন করা হয়, তখন সনাক্তকরণের ভয় থাকে না। দ্বিতীয়ত, যেসব অপরাধ জরুরী সময়ের মতো অসাধারণ সময়ে সংঘটিত হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয় সেগুলো তাদের নকশায় তির্যক এবং বস্তুগতভাবে নির্বাচনযোগ্য। তারা সাধারণত রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল এবং স্থায়ী করার জন্য ডিজাইন করা হয়; এবং তারা ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। একজন উচ্চ পাবলিক পদের অধিকারী যিনি স্বাভাবিক সময়ে ঘুষ গ্রহণ করেন তার নিজেকে সমৃদ্ধ করার চেয়ে বড় উদ্দেশ্য নেই। এটি, নিঃসন্দেহে, সর্বোচ্চ নিন্দার দাবি রাখে এবং জনসাধারণের শালীনতা এবং নৈতিকতার স্বার্থে এই ধরনের অপরাধের দ্রুত বিচার না হওয়ার কোন কারণ নেই। কিন্তু সেসব অপরাধ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ধাঁচে বোনা হয় না। একই পরিস্থিতিতে সকলের জন্য সমান আইন প্রয়োগ করতে হবে এবং আইনসভা ক্ষতি বা মন্দ মাত্রার স্বীকৃতি দিতে স্বাধীন। সংসদীয় গণতন্ত্র

ভারতে তার অস্বস্তিকর দিন দেখতে পাবে যখন আইন তাদের হাতে থাকা সরকারী অফিসের অপব্যবহারকারী সমস্ত অপরাধীদের দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করবে। জনজীবনে বিশুদ্ধতা সব সময়ে এবং সব পরিস্থিতিতে, জরুরি বা কোনো জরুরি অবস্থাতেই একটি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। কিন্তু, আমরা একটি সুপার আইনসভা হিসাবে বসতে পারি না এবং স্কোরের কম-অন্তর্ভুক্তির ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক শ্রেণীবিভাগকে স্ট্রাইক করতে পারি না যে অন্যরা অস্পৃশ্য রয়ে গেছে, যতক্ষণ না সাংবিধানিক বিধিনিষেধ লঙ্ঘন হয়। এই প্রসঙ্গে, এটি অতিরিক্ত জোর দেওয়া যাবে না যে:

"যদি আইনটি সম্ভবত মন্দকে আঘাত করে যেখানে এটি সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয়, তবে এটিকে উৎখাত করা উচিত নয় কারণ অন্যান্য উদাহরণ রয়েছে যেখানে এটি প্রয়োগ করা হতে পারে। আইনটি সমস্ত আলিঙ্গন শর্তে মেনে চলা উচিত এমন কোনও মতবাদের প্রয়োজন নেই"।

(ওয়েস্ট কোস্ট হোটেল কোম্পানি বনাম প্যারিশ দেখুন) (১)।

পরবর্তী পয়েন্ট যা বিবেচনা করা আবশ্যিক তা হল শ্রেণীবিভাগটি যে বস্তুটি অর্জন করতে চায় তার সাথে একটি যুক্তিসঙ্গত সম্পর্ক বহন করে কিনা। বিলের উদ্দেশ্য হল অপরাধ এবং অপরাধীদের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করা, যারা আমরা উল্লেখ করেছি, একক এবং বিশেষ শ্রেণী গঠন করে। শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি এবং বিলের বস্তুর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিলের মুখ থেকেই স্পষ্ট। বিলের প্রস্তাবনার ৫ তম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সাধারণ ফৌজদারি আদালত, কাজের ভিড়ের কারণে, যুক্তিসঙ্গতভাবে আশা করা যায় না যে বিলটি বিবেচনা করা মামলাগুলিকে দ্রুত সমাপ্তিতে নিয়ে আসবে। আদালতে যানজট, ক্রমবর্ধমান বকেয়া এবং সহজ এবং উদ্বিগ্নতাহীনতা যা আমাদের আদালতে নিয়মিত বিচারকে চিহ্নিত করে তা সমসাময়িক জীবনের সুপরিচিত ঘটনা। তারা বিতর্কের অনুমতি দিতে খুব উজ্জ্বল। সেমিনার এবং সিম্পোজিয়ামগুলি উদ্বিগ্নভাবে একটি জটিল এবং হতাশাজনক সমস্যা বলে মনে হয় তা সমাধান করার উপায় এবং উপায় খুঁজে বের করার জন্য ব্যস্ত থাকে। বিলটি, তাই, ন্যায্যভাবে একটি পদ্ধতির বিধান করে যার মাধ্যমে এর সুযোগের মধ্যে আসা মামলাগুলি দ্রুত শেষ করা যেতে পারে। এটি কোন উত্তর নয় যে দ্রুততর বিচার প্রতিটি ট্রায়ালের একটি সার্বজনীন প্রয়োজন।

প্রস্তাবনার ৬ তম অনুচ্ছেদের আবৃত্তিটি ৪(১) ধারার অধীন শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি এবং বিলের উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক দেখায়। সেই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে সংসদীয় গণতন্ত্রের কার্যকারিতা এবং ভারতের সংবিধান দ্বারা বা তার অধীনে সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যপ্রণালীর জন্য এটি অপরিহার্য যে প্রস্তাবনাতে উল্লেখ করা অপরাধের কমিশন সর্বোচ্চ প্রেরণের সাথে বিচারিকভাবে নির্ধারণ করা উচিত। যদি এটি সত্য হয়, এবং আমাদের এটিকে সত্য বলে ধরে নিতে হবে, যে অপরাধগুলি জরুরী ঘোষণার আড়ালে এবং গণতন্ত্রের নামে

-----  
(১) ৩০০ ইউএস ৭৯, ৪০০।

ভারতে উচ্চ সরকারী বা রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল, এতে কোন সন্দেহ নেই যে আমাদের দেশে গণতন্ত্রের কার্যকারিতা এবং সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির স্বার্থে এই জাতীয় ব্যক্তিদের বিচার অবশ্যই আমাদের সংবিধান দ্বারা সর্বোচ্চ প্রেরণের সাথে শেষ করা উচিত। অভিযোগগুলোকে ন্যায়সঙ্গত বলে ধরে নিয়ে এই বিচারগুলো আরও দীর্ঘস্থায়ী হবে, গণতন্ত্রকে লালন-পালন করার ক্ষেত্রে আরও বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে, যা সহজ বুদ্ধির স্থাপন করা নয়। বিলে যেসব মামলার প্রসিকিউশনের কথা বলা হয়েছে সেগুলোকে যদি তাদের স্বাভাবিক, অবসর সময়ে কিছু করার অনুমতি দেওয়া হয় ৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যে, তাদের চালু করে কোন ফলপ্রসূ উদ্দেশ্য পরিবেশন করা হবে না। বিলের অধীনে বিচারের দ্রুত অবসান বিলের হৃদয় ও আত্মা।

এইভাবে, উভয় পরীক্ষাই তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে পূর্ণ হয়, যথা, যে (১) শ্রেণিবিন্যাস একটি বোধগম্য পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয় যা বাদ পড়া অন্যদের থেকে একত্রে বিভক্ত হওয়াগুলিকে আলাদা করে এবং (২) উল্লিখিত পার্থক্যটির একটি যুক্তিসঙ্গত সম্পর্ক রয়েছে বিলের মাধ্যমে যে উদ্দেশ্যটি অর্জন করতে চাওয়া হয়েছে, তা হল, বিলের ৪(১) প্রকরণের অধীনে প্রণীত ঘোষণার অনুসরণে শুরু হওয়া মামলার দ্রুত সমাপ্তি।

যদি শ্রেণীবিভাগ বৈধ হয় এবং এর ভিত্তি বিলের উদ্দেশ্যের সাথে একটি যুক্তিসঙ্গত সম্পর্ক বহন করে, তাহলে অনুচ্ছেদ ১৪ এর অধীনে কোন অভিযোগ গ্রহণ করা যাবে না যে অপরাধের বিচারের জন্য বিল দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিটি তার শর্তাবলীর মধ্যে পড়ে এমন কঠোর বা আরও কঠিন পদ্ধতির সাথে তুলনা করে যা সাধারণ বিচার পরিচালনা করে। শ্রেণীবিভাগ অগত্যা যারা এটির মধ্যে পড়ে তাদের একটি ভিন্ন নিয়ম ও পদ্ধতির বশ্যতাকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা সাধারণত সাধারণ পরীক্ষায় প্রযোজ্য পদ্ধতির তুলনায় সম্ভবত আরও অসুবিধাজনক হতে পারে। আমাদের বিবেচনার জন্য উত্থাপিত এবং আমরা পর্যালোচনা করেছি এমন প্রশ্নটির প্রায় সমস্ত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে, বিশেষ আইন দ্বারা নির্ধারিত বিশেষ পদ্ধতিটি স্বতন্ত্রভাবে এবং সন্দেহাতীতভাবে সেই পদ্ধতির চেয়ে বেশি কঠিন ছিল যা অন্যথায় বিচার পরিচালনা করত। কিন্তু একবার দ্বৈত পরীক্ষার প্রয়োগের মাধ্যমে একটি শ্রেণিবিন্যাস বহাল থাকে, কঠোর আচরণ বা অসুবিধাজনক পদ্ধতির অধীনতা তার প্রাসঙ্গিকতা হারায়, কারণ অনুচ্ছেদ ১৪ এর উদ্দেশ্যে, অসমরা অসম আচরণের অভিযোগ করতে পারে না। আমাদের রায়ের সময় আমাদের দ্বারা প্রণীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে একটি, যথা, প্রস্তাব নং ১১ হল যে "শ্রেণীবিভাগ অপরিহার্যভাবে শ্রেণীবদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে বৈষম্য বোঝায় এবং যারা সেই শ্রেণীর সদস্য নয়। এটি একটি শ্রেণীবিভাগের সারমর্ম যে শ্রেণীতে সাধারণ জনগণের উপর নির্ভরশীল দায়-দায়িত্ব এবং ভারগুলি ভিন্ন, প্রকৃতপক্ষে শ্রেণীবিভাগের ধারণাটি হল অসমতার, যাতে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে

অসাম্যের নিছক বাস্তবতা কোনোভাবেই সাংবিধানিকতার বিষয়টি নির্ধারণ করে না। তাই, ক্যাটালগ করা অপ্রয়োজনীয়, যখন আমরা ১৪ অনুচ্ছেদে থাকি, বিলের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি এবং সাধারণ পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্যের বিভিন্ন পয়েন্ট। আগেরটি পরবর্তীটির চেয়ে বেশি ক্ষতিকারক কিনা তা খুঁজে বের করার জন্য আমরা কেবলমাত্র এই বিলের কিছু বিধান যোগ করব, যেটিতে আমরা বর্তমানে অভ্যুক্তের সাথে তুলনা করে বিশেষ আদালতের সামনে আসামিদের উপর নিষ্ক্ষেপ করব যাদেরকে সাধারণ আদালতে বিচারের জন্য হাজির করা হয়, এমনকি কিছু অন্যান্য বিধান তাদের কিছু সুবিধা দেয় যা অন্যদের জন্য অস্বীকার করা হয়।

এটি উল্লেখ করা উচিত যে তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে এই যুক্তির কোন সুযোগ নেই যে বিলটি বিশেষ আদালতের সামনে বিচারের জন্য ব্যক্তিদের বাছাই করা এবং বাছাই করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের স্বৈচ্ছাচারী এবং অপ্রচলিত বিবেচনার উপর ছেড়ে দেয় এবং বাকিদের বিচারের জন্য ছেড়ে দেয়। নিয়মিত আদালতে সাধারণ পদ্ধতি দ্বারা। যদি তাই হয়, তাহলে ১৪ অনুচ্ছেদের প্রেক্ষাপটে, বিলগুলির দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিটি সাধারণ বিচারকে পরিচালনা করে এমন পদ্ধতির চেয়ে বেশি কঠিন কিনা তা পরীক্ষা করা প্রয়োজন হয়ে উঠত। কিন্তু বিলের অধীনে, বিচারের ফোরামের বিষয়ে সরকারের কোন বিকল্প বা বিকল্প নেই বলে মনে করা হচ্ছে, যেহেতু প্রকরণ ৪(১) এর শর্তগুলি সন্তুষ্ট হলে, বিশেষ আদালতে প্রসিকিউশন চালু করতে হবে। সেই প্রকরণ দ্বারা, যদি কেন্দ্রীয় সরকার মনে করে যে ভারতে সরকারী বা রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত একজন ব্যক্তির দ্বারা প্রস্তাবনায় উল্লিখিত সময়কালে অপরাধ সংঘটনের প্রাথমিক প্রমাণ রয়েছে এবং যে নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রস্তাবনায় উল্লিখিত অপরাধটি আইনের অধীনে মোকাবেলা করা উচিত, কেন্দ্রীয় সরকার সেই প্রভাবের জন্য একটি ঘোষণা করবে যে প্রতিটি ক্ষেত্রে এটি উল্লিখিত মতামত। এইভাবে, প্রয়োজনীয় মতামত গঠনের ফলে সরকারকে প্রতিটি ক্ষেত্রেই ঘোষণা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা দেয়, ব্যতিক্রম ছাড়া, যেখানে মতামত গঠিত হয়। ঘোষণাটি তৈরি করার পরে, আরেকটি ফলাফল বাধ্যতামূলকভাবে ৫ প্রকরণের অধীনে অনুসরণ করে। সেই প্রকরণটি শর্ত থাকে যে প্রকরণ ৪(১) এর অধীনে একটি ঘোষণার ভিত্তিতে, বিশেষ অপরাধের বিষয়ে যে কোনো বিচার শুধুমাত্র বিশেষ আদালতে চালু করা হবে। প্রকরণ ৪(১) এর পরিধির মধ্যে পড়ে এমন বিষয়গুলিতে সাধারণ আদালতের সামনে বিচার শুরু করার সুযোগই নেই, তবে ধারা ৫ আরও একধাপ এগিয়ে যায় এবং বিধান করে যে ৪(১) প্রকরণে উল্লিখিত অপরাধের ক্ষেত্রে বিচারাধীন বিচারও রয়েছে বিশেষ আদালতে স্থানান্তরিত হবে। প্রকরণ ৬, যা একই ধারণার একটি এক্সটেনশন, প্রদান করে যে যদি তারিখে কোনো অপরাধের বিষয়ে ঘোষণা, এই ধরনের অপরাধের বিষয়ে প্রসিকিউশনে কোনো রায় বা আদেশের বিরুদ্ধে আপিল বা পুনর্বিবেচনা, মূলতুবি

বা নিষ্পত্তি কিনা, আপীল বা পুনর্বিবেচনার যেকোন আদালতে মূলতুবি থাকলে, সেটি সুপ্রিম কোর্টে নিষ্পত্তির জন্য স্থানান্তরিত হবে। বিলটি, সংক্ষেপে, একই ক্ষেত্রে দুটি সমান্তরাল প্রকৃতির অস্তিত্বকে বাদ দেয় এবং কার্যকরভাবে নিশ্চিত করে যে এর পরিধির মধ্যে পড়ে এমন সমস্ত অপরাধের বিচার শুধুমাত্র বিশেষ আদালতে করা হবে এবং অন্য কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনাল দ্বারা বিচার করা হবে না।

অনুচ্ছেদ ১৪ এর উদ্দেশ্যে বিবেচনা করার জন্য সেই অনুমতির আরও একটি পয়েন্ট যা শেষ হলেও গুরুত্বের দিক থেকে কম নয়। এই বিন্দুটি প্রস্তাবনায় উল্লিখিত তারিখের প্রাসঙ্গিকতার সাথে সম্পর্কিত, যথা, ফেব্রুয়ারী ২৭, ১৯৭৫। বিলটির ন্যায্যতা গঠনের কারণগুলি এর প্রস্তাবনার আর্টিকেল অনুচ্ছেদে রয়েছে যার মধ্যে একটি অনুচ্ছেদ বর্তমান উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক। এতে বলা হয়েছে যে কমিশন অফ ইনকোয়ারি অ্যাক্ট, ১৯৫২-এর অধীনে কিছু তদন্ত কমিশন নিয়োগ করা হয়েছিল যেগুলি প্রকাশের রিপোর্ট পেশ করেছিল। ২৫শে জুন, ১৯৭৫ তারিখে জরুরি অবস্থা ঘোষণার অপারেশনের সময় এবং পূর্ববর্তী সময়ে দেশে উচ্চ সরকারী বা রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের দ্বারা এবং এই ধরনের অপরাধের কমিশনের সাথে যুক্ত অন্যদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের প্রাথমিক প্রমাণের অস্তিত্ব। ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫ থেকে শুরু হওয়া সময়টি যখন এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে অপরাধীদের তাদের আইনের আওতায় আনার দায়িত্ব ছিল তাদের দ্বারা স্ক্রিন করা হচ্ছে"।

এই আবৃত্তির ব্যাখ্যা করার সময়, বিজ্ঞ সলিসিটর জেনারেল এবং শ্রী রাম জেঠমালানি দ্বারা অনুরোধ করা হয়েছিল যে নির্দিষ্ট তারিখে বাড়াবাড়ি এবং অবৈধতা রক্ষা করার একটি স্পষ্ট প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। লোকসভার সদস্য এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে হাউসের মেঝেতে একজোড়া প্রশ্ন ও উত্তর বিনিময়ে রিলায়েন্সকে সেই বিতর্কের সমর্থনে রাখা হয়েছিল। লোকসভা বিতর্ক অনুসারে (৫ম সিরিজ, ভলিউম ৪৮, পৃষ্ঠা ২৫৮, তারিখ ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫), এই দুটির মধ্যে ঘটেছে:

"শ্রী জনেশ্বর মিশ্র (এলাহাবাদ): মারুতি সম্পর্কে কী? শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী: মারুতিতে কোনও দুর্নীতি নেই। যেহেতু মাননীয় সদস্য এটি তুলেছেন, আমি বলতে পারি যে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে; কিছু ভুল হয়নি কোন বিশেষ অনুগ্রহ করা উচিত নয়, বা দেওয়া হয়েছে কারণ এটি প্রধানমন্ত্রীর পুত্রের সাথে সম্পর্কিত।

আমি যেটা বলছিলাম তা হল আমরা দুর্নীতি দূর করতে অন্য যে কারো মতোই উদ্বিগ্ন। বিশদে যেতে চাই না। আমি আগে স্টেজ অ্যাকশন দ্বারা মঞ্চ সম্পর্কে কথা বলেছি আমরা গ্রহণ করেছি। আমি জনসভায় বলেছি, নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। কিন্তু আজকে খুব নির্বাচনী ধরনের প্রচারণা বা অভিযোগ বলে মনে হচ্ছে। এভাবে দুর্নীতি

চলবে না। যদি প্রকৃত উদ্দেশ্য হয় দুর্নীতি দূর করা, তাহলে তা অবশ্যই প্রতিটি স্তরে মোকাবেলা করার একটি সৎ উপায় হতে হবে।

শ্রী শ্যামনন্দন মিশ্র: আপনার কাছ থেকে সততার সনদ পাওয়া উচিত? শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী: মোটেই না।"

এই উত্তরগুলির কারণে বাড়াবাড়ি এবং বেআইনিতা রক্ষা করার প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বা এই নির্দিষ্ট উত্তরগুলি একটি নতুন সচেতনতা তৈরি করেছে যে অপরাধীদের তাদের আইনের আওতায় আনা যাদের দায়িত্ব ছিল তাদের দ্বারা স্ক্রীন করা হচ্ছে তা আমাদের গ্রহণযোগ্যতার জন্য খুব নির্বোধ। এমনকি এটির জন্য কোন বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তি আছে বলে ধরে নিয়েও, জরুরী অবস্থা ঘোষণার আগে নির্দিষ্ট অপরাধীদের স্ক্রিনিংয়ে নিজেদের নিয়োজিত করার অভিযোগে জরুরী সময়কালে অপরাধ করেছে বলে অভিযোগ করা ব্যক্তিদের একত্রিত করা সমতুল্য। একত্রে একত্রিত হওয়া, একই শ্রেণীতে, এমন ব্যক্তিদের যাদের মধ্যে কমন গুণ বা বৈশিষ্ট্য নেই। আইনসভার জন্য এটা মনে করা নিঃসন্দেহে যুক্তিসঙ্গত যে জরুরি অবস্থার সময় মানব স্বাধীনতার দমন উচ্চ সরকারী বা রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের জন্য গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করার জন্য গণনা করা হয় এমন গুরুতর অপরাধ করার সুযোগ দিয়েছিল। স্বগিতাদেশ, বিশেষত, পছন্দের স্বাধীনতা প্রকৌশলীদের আইন ও সংবিধানের কঠোর অবমাননা বোঝা সহজ। সেজন্য অযৌক্তিকতার সময় সংঘটিত হয়েছে বলে অভিযুক্ত অপরাধগুলিকে সুই জেনারিস হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। যাইহোক, কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যাবে না, এমনকি তারা বেআইনি বলে ধরে নিয়েও, যা জরুরি ঘোষণার আগে ছিল। এই কাজগুলি জনসাধারণের সমালোচনার জন্য উন্মুক্ত ছিল এবং জরুরি অবস্থার আবরণ দ্বারা অরক্ষিত ছিল। এটা সত্য যে শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে বিমূর্ত্ত প্রতिसাম্য বা বিভ্রান্তিকর নির্ভুলতার উপর জোর দেওয়া উচিত নয়। অতএব, একটি মতবাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে, একজনকে বিস্তৃত বিবেচনার মাধ্যমে একটি শ্রেণিবিন্যাসের বৈধতা পরীক্ষা করা উচিত, বিশেষ করে যখন চার্জটি অন্তর্ভুক্ততার মধ্যে একটি। সরকার, যেমন বলা হয় জয়েন্টগুলোতে একটু বিনামূল্যে খেলার অনুমতি দিতে হবে যেহেতু, যারা বাম কেন তা নির্ধারণের জন্য কোন গাণিতিক সূত্র নেই। একটি ক্লাসের বাইরে এটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নয়। কিন্তু ব্যাপকভাবে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিদের, তাদের কার্যকলাপের সময়কালের সাথে সম্পর্কিত তাদের পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, কোন যুক্তিসঙ্গত মাপকাঠি দ্বারা একই শ্রেণীতে রাখা যাবে না। জরুরী পূর্ব-ডেটিং, এটা হিসাবে ছিল, ২৫ জুন থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫ সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক এবং অপরাধীদের স্ক্রিনিংয়ের ক্ষেত্রে একটি অনুমিত আবিষ্কারের ফলে উদ্ভূত অযৌক্তিক বিবেচনা থেকে আয়। ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৫ জুন, ১৯৭৫ পর্যন্ত সময়ের সাথে সম্পর্কিত অপরাধ এবং অপরাধীদের অন্তর্ভুক্তি একই শ্রেণীতে যাদের কথিত বেআইনি কার্যকলাপ জরুরী সময়কালকে কভার করে তা টিকিয়ে রাখা খুব কৃত্রিম।

বর্ধিত শ্রেণীবিভাগকে ন্যায্যতা দেওয়ার সময়, কোঁসুলি জরুরী অবস্থা ঘোষণার আগে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে শাহ কমিশন অফ ইনকোয়ারি (খন্ড I, আইটেম ৮, পৃষ্ঠা ৫৯ থেকে ৬৪) এর কিছু ফলাফলের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এই ফলাফলগুলি, আমাদের মতে, বর্তমান উদ্দেশ্যে বিন্দুর পাশে। জরুরী অবস্থা ঘোষণার আগে উচ্চ বা নিচু কেউ ক্ষমতার বাড়াবাড়ি করেছিল কিনা আমাদের সামনে প্রশ্ন। প্রশ্ন হল, জরুরী অবস্থার আগে যাদের অপরাধ করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে তাদের একই শ্রেণীতে রাখা যেতে পারে যে জরুরী সময়কালে অপরাধ করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এই প্রশ্নের উত্তর নেতিবাচক হতে হবে।

আমরা এই মতানুসারে মনে করি যে বিলের প্রকরণ ৪(১) দ্বারা প্রদত্ত শ্রেণীবিভাগটি সেই সীমিত পরিমাণে বৈধ যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার এই জরুরী সময়ের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে বলে অভিযুক্ত অপরাধের বিষয়ে ঘোষণা করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত, উচ্চ সরকারী বা রাজনৈতিক অফিসে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের দ্বারা। শ্রেণীবিভাগটি এখন পর্যন্ত অবৈধ কারণ এটি ২৭ ফেব্রুয়ারী এবং ২৫ জুন, ১৯৭৫ এর মধ্যে এই ধরনের ব্যক্তিদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধগুলিকে কভার করে। তাই বর্তমান শ্রেণীবিভাগের অধীনে সেই অপরাধগুলি এবং অপরাধীদের সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার কোনও ঘোষণা করতে পারে না।

এটি বিলের প্রকরণ ৪(১) দ্বারা প্রদত্ত শ্রেণীবিন্যাসের বৈধতা সম্পর্কিত প্রশ্নটির নিষ্পত্তি করে। যাদেরকে ভুলভাবে শ্রেণীবিভাগে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তাদের আর কিছু বলার থাকতে পারে না কারণ তাদের বিচার করা যাবে না বিশেষ আদালতে। যারা সঠিকভাবে একত্রিত হয়েছে তাদের বিষয়ে, আমরা ইতিমধ্যেই ইঙ্গিত করেছি যে যেহেতু শ্রেণীবিভাগ বৈধ, তাই বিল দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিটি সাধারণ পদ্ধতির চেয়ে বেশি কঠিন কিনা তা বিবেচনা করা অনুচ্ছেদ ১৪ এর উদ্দেশ্যে অপ্রয়োজনীয়। যে পর্যবেক্ষণ, এটা হবে লক্ষ্য করা গেছে, এটি ১৪ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যে স্পষ্টভাবে সীমাবদ্ধ। এটিকে সীমিত করার কারণ হল এ.কে. গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্যের (১) সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়ের অন্তর্নিহিত অনুমান যে সংবিধানের কিছু অনুচ্ছেদ একচেটিয়াভাবে নির্দিষ্ট বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করে। আর.সি. কুপার বনাম ভারত ইউনিয়ন, (২) সাধারণভাবে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ মামলা হিসাবে পরিচিত, এ. কে. গোপালন (সুপ্রা) এই ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা স্পষ্টভাবে অতি-শাসিত ছিলেন। শম্ভু নাথ সরকার বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং ওরস, () সাত বিচারপতির বেঞ্চ দ্বারা এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে প্রতিরোধমূলক আটকের আইনটি কেবল ২১ এবং ২২ অনুচ্ছেদের নয় বরং ১৯ (১)(ঘ) অনুচ্ছেদের চ্যালেঞ্জও মোকাবেলা করতে হবে।

(১) [১৯৫০] S.C.R. ৮৮।

(২) [১৯৭০] S.C.R. ৫৩০, ৫৭৮।

() [১৯৭৪] ১ S.C.R. ১.

মানেকা গান্ধী বনাম ভারত ইউনিয়ন (১) এ আমাদের মধ্যে একজন, বিচারপতি, ভগবতী দেখেছিলেন যে আইনটি এখন ভালভাবে নিষ্পত্তি করার জন্য নেওয়া উচিত যে অনুচ্ছেদ ২১ অনুচ্ছেদ ১৯ বাদ দেয় না এবং আইন থাকলেও একজন ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করার জন্য একটি পদ্ধতি নির্ধারণ করা এবং এর ফলে অনুচ্ছেদ ২১ দ্বারা প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের কোন লঙ্ঘন হয় না, এই ধরনের আইন, যতদূর পর্যন্ত এটি ১৯ অনুচ্ছেদের অধীনে কোনো মৌলিক অধিকারকে সংক্ষিপ্ত করে বা হরণ করে, নিবন্ধের চ্যালেঞ্জটি মোকাবেলা করতে হবে। মতামত, যা সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা গৃহীত হয়েছিল, সংবিধানের তৃতীয় অংশে থাকা বিভিন্ন অনুচ্ছেদে যে অধিকারগুলি নিয়ে কাজ করা হয়েছে তা অধিকারের পৃথক ধারার প্রতিনিধিত্ব করে না তবে একটি সমন্বিত সাংবিধানিক পরিকল্পনার অংশ। এইভাবে এখন বিতর্কের উর্ধ্ব, সংবিধানের তৃতীয় অংশের বিভিন্ন অনুচ্ছেদগুলিকে পারস্পরিক একচেটিয়া হিসাবে বিবেচনা করা যায় না।

এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, এটি বলা যথেষ্ট নয় যে যেহেতু শ্রেণীবিভাগ বৈধ, তাই বিল দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিটি সাধারণ পদ্ধতির চেয়ে বেশি কঠিন কিনা তা বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই। বিশেষ পদ্ধতির কঠোরতা অনুচ্ছেদ ১৪ এর অধীনে উদ্ভূত বিবেচনার ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে, এই কারণে যে শ্রেণীবিভাগটি অবৈধ (উচিত পরিমাণে)। কিন্তু বিলটিকে সংবিধানের অন্যান্য বিধানের চ্যালেঞ্জও মোকাবিলা করতে হয়েছে, যতদূর পর্যন্ত কোনো বিশেষ বিধান আকৃষ্ট হয়েছে। প্রবন্ধ যে তত্ত্ব প্রদান করে মৌলিক অধিকারগুলি পারস্পরিকভাবে একচেটিয়া এবং যে কোনো বিশেষ অনুচ্ছেদ তৃতীয় খণ্ডে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কোড গঠন করে যা বাতিল করা হয়েছে, বিল দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিটি সংবিধানের অন্য কোনো বিধান লঙ্ঘন করছে কিনা তা পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ২১ সংবিধানের একমাত্র অন্য বিধান যা এই প্রসঙ্গে প্রযোজ্য। এটি বিধান করে যে আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে তার জীবন বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা হবে না। মানেকা গান্ধী বনাম ভারত ইউনিয়ন (১), সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা অনুমান করা হয়েছিল যে ২১ অনুচ্ছেদ দ্বারা চিন্তা করা পদ্ধতিটি অবশ্যই "সঠিক এবং ন্যায়সঙ্গত এবং ন্যায্য এবং স্বৈচ্ছাচারী, কাল্পনিক বা নিপীড়ক নয়; অন্যথায়, এটি কোনও পদ্ধতিই হবে না এবং অনুচ্ছেদ ২১ এর প্রয়োজনীয়তা সন্তুষ্ট হবে না"। তাই কিনা তা খতিয়ে দেখা জরুরি বিল দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিটি ঠিক এবং ন্যায্য বা যে কোনও ক্ষেত্রে স্বৈচ্ছাচারী বা নিপীড়নমূলক।

বিলের বিধানের বিরুদ্ধে অসীম ধরণের অভিযোগ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কিছু এতই অমূলক যে আমরা তাদের তালিকাভুক্ত করা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করি। আমরা তাদের মধ্যে কয়েকটিকে উল্লেখ করব শুধুমাত্র অনেকগুলি তৈরির নমুনা হিসাবে। বিশেষ আদালতের সামনে বিচারের জন্য রাখা ব্যক্তিকে

-----  
(১) [১৯৭৮] ২ S.C.R. ৬২১।

(১) [১৯৭৮] ২ S.C.R. ৬২১, ৬৭৪।

ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৩৯ ধারার সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, যার অধীনে একটি হাইকোর্ট বা দায়রা আদালত একজন অভিযুক্তকে জামিনে মুক্তি দিতে পারে; যে আইনের ধারা ১৭৭ এর সুবিধাকে অস্বীকার করে অভিযুক্তের পক্ষে অসুবিধাজনক এমন বিচারের পরিস্থিতি বেছে নেওয়ার জন্য বিলের বিধানের অধীনে সরকারের পক্ষে অনুমতি দেওয়া হয়েছে; যে বিলটি কার্যত পুলিশ কর্তৃক পরিচালিত তদন্তের উপর আদালতের তত্ত্বাবধানের এখতিয়ার বিলুপ্ত করে; যে অভিযুক্তকে শাস্তির সীমিত ক্ষমতা সহ আদালতে বিচারের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়; অপরাধের বিচারের জন্য বিল দ্বারা নির্ধারিত ওয়ারেন্ট পদ্ধতি, পরিস্থিতিতে, অপ্রয়োজনীয়ভাবে কষ্টকর; বিশেষ আদালত কর্তৃক মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করার কোন বিধান নেই, যদি কোনটি পাস হয়, যে বিলটি প্রতিটি ক্ষেত্রে আপিলের অধিকার প্রদান করে, যতটা রাষ্ট্রকে অভিযুক্তের উপর এবং এর ফলে রাষ্ট্রের অধিকার বৃদ্ধি করে রাষ্ট্র এবং অভিযুক্তের উপর অযাচিত বোঝা চাপিয়ে দেয়; যেহেতু ফৌজদারি কার্যবিধির নিয়মে রাষ্ট্রকে খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করার আগে আদালতের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হয়, বিল এমন কোনো পূর্বশর্ত আরোপ করে না, এবং আরও অনেক কিছু।

আমরা এগুলি এবং অনুরূপ অন্যান্য অভিযোগ এবং আশংকার বিষয়ে আমাদের উদ্বিগ্ন বিবেচনা করেছি কিন্তু পরে নির্দেশিত পরিমাণ ব্যতীত আমরা তাদের মধ্যে কোনও উপাদান দেখতে পাই না। বিলের ৯ নং ধারা অনুসারে, বিশেষ আদালতে বিচারের জন্য আসা অভিযুক্তকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে ওয়ারেন্ট মামলার বিচারের জন্য কোড দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতির মাধ্যমে বিচার করতে হবে। ট্রায়াল, অন্যথায় নির্ধারিত হিসাবে ব্যতীত উল্লিখিত কোড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। সৈয়দ কাসিম রজভী (সুপ্রা) তে এই আদালত বলেছিল যে ওয়ারেন্ট পদ্ধতি কোনও অর্থেই অভিযুক্তের স্বার্থের প্রতি ক্ষতিকর নয়। জামিনের বিষয়ে, অভিযুক্তের কাছে এটি চাওয়ার জন্য উন্মুক্ত এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে, বিশেষ আদালত তাকে জামিনে বাড়ানোর পক্ষে ন্যায্যসঙ্গত হবে। বিচারের অবস্থার বিষয়ে, এটা অনুমান করা অনুমান করা অনুচিত এবং বলা যে একটি অসুবিধাজনক ফোরাম ইচ্ছাকৃতভাবে বেছে নেওয়া হবে। এছাড়াও, ধারা ১৭৭ থেকে ১৮৯ সম্বলিত কোডের XIII অধ্যায়ের বিধানগুলি, যা "তদন্ত ও বিচারে ফৌজদারি আদালতের এখতিয়ার" নিয়ে কাজ করে, বিল দ্বারা বাদ দেওয়া হয় না। এই বিধানগুলি বিচারের অবস্থার প্রশ্নকে নিয়ন্ত্রণ করবে। মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিতকরণের বিধানের অনুপস্থিতির বিষয়ে অভিযোগ অবাস্তব কারণ ধারা ১০ (১) এর অধীনে প্রত্যেক অভিযুক্তের এই আদালতে আপিল করার অধিকার রয়েছে। দায়রা আদালত কর্তৃক আরোপিত মৃত্যুদণ্ডের সঠিকতা যাচাই করার জন্য হাইকোর্টকে জিজ্ঞাসা করার এই অধিকারটি কোনও অভিযুক্তের অধিকারের চেয়ে সংকীর্ণ বলে মনে করার কোনও কারণ নেই। যতদূর পর্যন্ত অন্যান্য অভিযোগ সংশ্লিষ্ট, তারা বিল দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অন্যায্য বা অন্যায্য যে অভিযোগ ন্যায্যতা করার জন্য খুব তুচ্ছ। প্রকৃতপক্ষে এই শ্রেণীর অন্যান্য অভিযোগের অধিকাংশই সৈয়দ কাসিম

রাজী এবং হাবীব মোহাম্মদ (সুপ্রা) অভিযুক্তদের পক্ষে করা হয়েছিল কিন্তু এই আদালত তাদের প্রত্যাখ্যান করেছিল। পদ্ধতির প্রতিটি পরিবর্তনকে অন্যায় বলে ধরে নেওয়া উচিত নয় এবং প্রকৃতপক্ষে এই আদালত রাও শিব বাহাদুর সিং (সুপ্রা) তে পর্যবেক্ষণ করেছেন যা ভারতের ইউনিয়ন বনাম সুকুমার পাইনে অনুসরণ করা হয়েছিল, (১) কমিশনের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি বৈষম্যের মাধ্যমে কোনো সাংবিধানিক আপত্তি বা অন্য কোনো মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন জড়িত থাকা ব্যতীত কোনো বিশেষ আদালত বা কোনো বিশেষ পদ্ধতির দ্বারা বিচার করার কোনো অধিকার নেই। সঞ্জয় গান্ধী বনাম ভারত ইউনিয়ন, (২), এ আমাদের মধ্যে একজন, বিচারপতি, কৃষ্ণ আইয়ার বলেছেন যে ফৌজদারি বিচারের কোনো পক্ষেরই ধীর গতির ন্যায়বিচারের অধিকার নেই অবশ্যই, সাংবিধানিক বাধাগুলি উপেক্ষা না করে এটি ক্রমাগত মনে রাখতে হবে।

যদিও এটি তাই, বিলের বিধানগুলি আমাদের কাছে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অন্যায় এবং অন্যায় বলে প্রতীয়মান হয়। প্রথমত, বিলে এক বিশেষ আদালত থেকে অন্য আদালতে মামলা স্থানান্তরের কোনো বিধান নেই। একজন বিচারক যেভাবে আচরণ করেন তা পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করতে পারে, যে ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের স্বার্থে মামলার বিচার তার কাছ থেকে প্রত্যাহার করা উচিত। এমন আরও কিছু মামলা রয়েছে যেখানে একজন বিচারক প্রকৃতপক্ষে পক্ষপাতিত্ব নাও করতে পারেন এবং তবুও আসামিরা একটি যুক্তিসঙ্গত আশংকা পোষণ করতে পারেন যে উপস্থিত পরিস্থিতির কারণে তিনি একটি ন্যায় বিচার পাবেন না। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে ন্যায়বিচার শুধুমাত্র করা উচিত নয় কিন্তু তা করতে দেখা উচিত। একজন অভিযুক্তকে এমন আদালতের এখতিয়ারে দাখিল করতে বাধ্য করা যা প্রকৃতপক্ষে পক্ষপাতমূলক বা যুক্তিসঙ্গতভাবে পক্ষপাতদুষ্ট বলে ধরা হয় প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের মৌলিক নীতির লঙ্ঘন এবং ন্যায় খেলার অস্বীকৃতি। এমন আরও কিছু ক্ষেত্রে রয়েছে যেখানে কোনো পক্ষপাত জড়িত না থাকলেও সুবিধা বা সুবিধার জন্য মামলা স্থানান্তরের প্রয়োজন হতে পারে। উপযুক্ত ক্ষেত্রে বিচার স্থানান্তরের বিধানের অনুপস্থিতি হতে পারে ন্যায়বিচার প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিশেষ আদালতের প্রতি জনগণের আস্থাকে ক্ষুণ্ণ করে।

বিলের পদ্ধতিগত অংশটি যে দ্বিতীয় দুর্বলতা থেকে ভুগছে তা হ'ল প্রকরণ ৭ অনুসারে, বিশেষ আদালতের সভাপতিত্ব করতে হবে হাইকোর্টের একজন বর্তমান বিচারক বা এমন একজন ব্যক্তি যিনি উচ্চ আদালতের বিচারক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন ভারতের প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ করে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মনোনীত। বিশেষ আদালতের বিচারক হিসাবে একজন বর্তমান হাইকোর্টের বিচারক নিয়োগের বিধান কোন ব্যতিক্রমের জন্য উন্মুক্ত। এ পর্যন্ত বিকল্প উৎস হিসাবে

(১) [১৯৬৬] ২ S.C.R. ৩৪, ৩৮।

(২) A.I.R. ১৯৭৮ এস.সি. ৫১৪।

উদ্বিগ্ন, আমরা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করি এবং আমরা উদ্বিগ্ন যে আমাদের রায়ে আমাদের দ্বারা বলা কোনো কিছুই তাদের একটি শ্রেণী হিসাবে তাদের প্রতি কোনো ক্ষোভ প্রকাশ করা উচিত নয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার আইনজীবী হিসাবে, কেউ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের সদস্য হিসাবে নিজেদের আলাদা করেছেন এবং তাদের অনেকের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পদে চাহিদা রয়েছে। নিঃসন্দেহে তারা সমাজে সম্মান ও সম্মানের স্থান দখল করে আছে। কিন্তু সাংবিধানিক অবস্থানে কেউ চোখ বন্ধ করতে পারে না যে ২১৭ অনুচ্ছেদ অনুসারে, হাইকোর্টের একজন বর্তমান বিচারক নির্দিষ্ট বয়স না হওয়া পর্যন্ত মেয়াদের নিরাপত্তা ভোগ করেন, অবসরপ্রাপ্ত বিচারক সরকারের সন্তুষ্টির সময় বিশেষ আদালতের বিচারক হিসেবে তার দায়িত্ব পালন করবেন। আনন্দ মতবাদ বিচারিক স্বাধীনতার রুদ্ধকর।

একটি বিশেষ আদালতের সভাপতিত্বকারী একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারক, যিনি শক্তি এবং স্বাধীনতা প্রদর্শন করেন, সরকার তাকে হ্রস্বকুটি করতে পারে এবং যখন এটি পছন্দ করে তার নিয়োগ বাতিল করা থেকে বাধা দেওয়ার কিছু নেই। সরকারের তরফে বলা হয়েছে যে যদি নিয়োগটি ভারতের প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ করে করতে হয় তবে নিয়োগের অবসানের জন্যও অনুরূপ পরামর্শের প্রয়োজন হবে। আমরা সেই উপস্থাপন দ্বারা প্রভাবিত নই। কিন্তু, যুক্তিটি বৈধ বলে মঞ্জুর করে, পরামর্শের প্রক্রিয়াটির নিজস্ব সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং তারা বেশ সুপরিচিত। পরামর্শ করার বাধ্যবাধকতা অগত্যা একটি নির্বাহীর উপর একটি চেক হিসাবে কাজ নাও করতে পারে যা একটি অসুবিধাজনক দায়িত্বকে অপসারণ করতে সংকল্পবদ্ধ। তাই আমরা মনে করি যে বিলের ৭ প্রকরণ সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করেছে যে উচ্চ আদালতের বিচারক হিসাবে দায়িত্ব পালনকারী একজন ব্যক্তিকে শুধুমাত্র পরামর্শের মাধ্যমে ভারতের প্রধান বিচারপতির সাথে একটি বিশেষ আদালতের সভাপতিত্বের জন্য নিযুক্ত করা যেতে পারে।

আরেকটি দুর্বলতা যা থেকে বিল দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিটি ভুগছে তা হল যে একমাত্র বাধ্যবাধকতা যা প্রকরণ ৭ কেন্দ্রীয় সরকারের উপর আরোপ করে বিশেষ আদালতের সভাপতিত্বের জন্য একজন ব্যক্তিকে মনোনীত করার সময় ভারতের প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ করা। এটি একটি উপযুক্ত জায়গা নয় এবং এটি পরামর্শমূলক প্রক্রিয়ার ক্রটিগুলি নিয়ে চিন্তা করা কিছুটা বিব্রতকর, যদিও, শোনার মাধ্যমে, কেউ বলতে পারে যে কনভেনশনের বিষয় হিসাবে, এটি খুব বিরল হারের ক্ষেত্রে যে পরামর্শটি প্রেরিত হয়েছে। ভারতের প্রধান বিচারপতি মেনে নিচ্ছেন না সরকার কিন্তু অভিযুক্তের জীবন ও স্বাধীনতার অধিকারকে আশার ধার্মিক অভিব্যক্তির উপর নির্ভর করা যায় না, অতীতের অভিজ্ঞতা যতই ন্যায্যতা প্রমাণ করুক। কনভেনশনগুলি কদাচিৎ ভঙ্গ হয় এমন আশ্বাস একজন অভিযুক্তের জন্য একটি দুর্বল সান্ত্বনা যার জীবন এবং সম্মান ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, একজনকে বিষয়টিকে ভারতের প্রধান বিচারপতির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে না, প্রকৃতপক্ষে সরকারের দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখতে হবে না, অভিযুক্তের দৃষ্টিকোণ থেকে

এবং সমাজের প্রত্যাশা এবং সংবেদনশীলতার দিক থেকে। এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ন্যায্য এবং অপ্রীতিকর ন্যায়বিচারের নামে, বিশেষ আদালতে একজন বিচারক নিয়োগের পদ্ধতি, যাকে বিশেষ শ্রেণীর মামলার বিচারের জন্য মনোনীত করা হবে, তা কেবল অভিযুক্তদেরই নয় বরং সমগ্র সম্প্রদায়ের আত্মবিশ্বাসকে অনুপ্রাণিত করবে। ন্যায়বিচারের প্রশাসনের একটি সামাজিক মাত্রা রয়েছে এবং সমাজের বৃহত্তরভাবে নিরপেক্ষ এবং সমান-হাতে ন্যায়বিচারের একটি অংশ রয়েছে।

আমাদের মতে, এই তিনটি পদ্ধতিগত দুর্বলতা যা থেকে বিলটি ভুগছে এবং যা সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘনকারী, এই অর্থে যে তারা বিল দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিটিকে অন্যায় এবং অভিযুক্তদের প্রতি অন্যায়্য করে তোলে।

রেফারেন্সের শুনানির সময় এই পয়েন্টগুলি হাইলাইট করা হয়েছিল, যার ফলে বিজ্ঞ সলিসিটর জেনারেল নিম্নলিখিত প্রভাবে আদালতে একটি বিবৃতি দাখিল করেছিলেন:

"১. ইতিমধ্যে দাখিল করা লিখিত জমা দেওয়ার সময়, এটি ভারতের ইউনিয়নের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যে রেফারেন্সের অধীনে বিলটিতে বিচারের পদ্ধতিটি আরও উদার এবং একটি ন্যায্য বিচার নিশ্চিত করে।

২. বিলের প্রস্তাবনার শেষ আবৃত্তিতে বলা হয়েছে যে কিছু পদ্ধতিগত পরিবর্তন করা হচ্ছে যার ফলে সুষ্ঠু বিচারের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে এড়ানো যায় এমন বিলম্ব দূর করা হয়েছে।

৩. যে যুক্তি-তর্কের সময়, এই মাননীয় আদালতের দ্বারা কিছু পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যা কিছু পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয় যা ন্যায্য বিচার নিশ্চিত করতে পারে এবং বিশেষ আদালতের কাজ সম্পর্কে আরও বেশি আস্থা তৈরি করতে পারে।

৪. যে আদালতে কার্যধারার আলোকে, সলিটর জেনারেল সরকারকে কিছু পরামর্শ জানিয়েছিলেন।

৫. সাবধানতার সাথে বিবেচনা করার পরে, সরকার এই পরামর্শটি গ্রহণ করে যে একটি বিশেষ আদালতের সভাপতিত্ব করার জন্য শুধুমাত্র হাইকোর্টের একজন বর্তমান বিচারক নিয়োগ করা হবে এবং সরকারও সম্মত হয় যে নিয়োগটি ভারতের প্রধান বিচারপতির সম্মতিতে করা হবে।

৬. যে সরকার এই পরামর্শের সাথেও সম্মত হয় যে বিলে অন্য কোনও বিধান থাকা সত্ত্বেও সুপ্রিম কোর্টকে একটি বিশেষ আদালত থেকে অন্য মামলা স্থানান্তর করার জন্য বিশেষভাবে ক্ষমতা দেওয়া হবে।

৭. ভারত সরকার সলিসিটর জেনারেলকে উপরোক্ত লাইনগুলিতে আদালতে বিবৃতি দেওয়ার জন্য ক্ষমতা দিয়েছে।

এসডি/- এস.এন. কাকার

ভারতের সলিষ্টর জেনারেল ২৫-৯-৭৮

বিজ্ঞ সলিসিটর জেনারেল আমাদের আশ্বস্ত করেছেন যে সরকার উপরের অনুচ্ছেদ ৫ এবং ৬ এ উল্লিখিত বিলে যথাযথ পরিবর্তন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যদিও আমরা সরকারের প্রতিক্রিয়ার প্রশংসা করি তবে মনে রাখতে হবে যে যথাযথ সংশোধনগুলি আইনসভা দ্বারা পাস করা উচিত। এই আশ্বাস যে এই ধরনের সংশোধনীগুলি সরকার দ্বারা প্রস্তাবিত হবে এবং সেগুলি আইনসভার দ্বারা পাস হওয়ার সম্ভাবনা আমাদের বিলের উপর উচ্চারণ করার জন্য আমাদের দায়িত্ব পালন থেকে মুক্তি দিতে পারে না যেমনটি আজ দাঁড়িয়ে আছে। যতক্ষণ না বিলে তিনটি আপত্তিকর বিধান রয়েছে যা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি, পদ্ধতিটি অনুচ্ছেদ ২১ লঙ্ঘন হবে, অন্যায় এবং অন্যায়। অন্যায় আপত্তিগুলি কোন সারমর্ম ছাড়াই, বিশেষ করে এই বিষয়টি বিবেচনা করে যে বিচারটি হাইকোর্টের একজন বিচারপতির চেয়ে কম একজন ব্যক্তির দ্বারা অনুষ্ঠিত হবে এবং এই আদালতে আপিল করার অধিকার রয়েছে। এই দুটি হল অসামান্য, নয়, বিলের সঞ্চয়কারী সুরক্ষা ব্যবস্থা।

বিলের আরও একটি বিধান রয়েছে যা আমাদের এই প্রশ্নে থাকাকালীন উল্লেখ করতে হবে। প্রকরণ ৪-এর উপ-প্রকরণ (১) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ঘোষণা প্রদানের বিধান করে যখন উপ-প্রকরণ (২) প্রদান করে যে "এই ধরনের ঘোষণাকে কোনো আদালতে প্রশ্ন করা হবে না"। যদিও প্রকরণ ৪(১) এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারকে যে মতামত গঠন করতে হবে তা বিষয়ভিত্তিক, আমাদের কোন সন্দেহ নেই যে উপ-প্রকরণ (২) এর বিধান থাকা সত্ত্বেও এই আদালতের নির্দেশিত সীমার মধ্যে এটি বিচারিক পর্যালোচনার জন্য উন্মুক্ত থাকবে ক্ষুদিরাম দাস বনাম দ্য স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল এন্ড ওআরএস ("") এ। সেই মামলায় আমাদের একজন, বিচারপতি, ভগবতী আদালতের পক্ষে কথা বলার সময় লক্ষ্য করেছিলেন যে আইনের সরকারে "বিচারিক পর্যালোচনাযোগ্যতা থেকে নিরবচ্ছিন্ন বিচক্ষণতার মতো কিছুই নেই"। সরকারকে অন্ততপক্ষে, যৌক্তিকভাবে এবং বাস্তবসম্মত উপায়ে মতামত গঠন করতে হবে।

আমাদের সামনে এই প্রশ্নে কিছু আলোচনা হয়েছিল যে এই আদালতের দ্বারা উপদেষ্টার এখতিয়ার প্রয়োগে এই মতামতটি সংবিধানের ১৪৩(১) অনুচ্ছেদের অধীনে রয়েছে কিনা। সংবিধানের ১৪১ অনুচ্ছেদের অর্থে এই আদালত কর্তৃক ঘোষিত আইন হিসাবে বাধ্যতামূলক। প্রশ্নটি ভবিষ্যতের কোনো অনুষ্ঠানে আরও সম্পূর্ণভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে তবে আমরা আশা করি যে এই রেফারেন্সে উদ্ভূত

প্রশ্নগুলি নির্ধারণে যে সময় ব্যয় করা হয়েছে তা বৃথা যাবে না। এস্টেট ডিউটি বিলের ক্ষেত্রে (), ইউ.পি. লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি(), এবং সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, (\*) মতামত প্রকাশ করা হয়েছিল যে উপদেষ্টা মতামতের আইনের বাধ্যতামূলক শক্তি নেই। অন্তারিগুর অ্যাটর্নি-জেনারেল বনাম কানাডার জন্য অ্যাটর্নি-জেনারেল (\*) এটি সমান ছিল প্রিভি কাউন্সিল বলেছে যে আদালত তার উপদেষ্টার এখতিয়ারে যে মতামত প্রকাশ করেছে তা "আইন অফিসারদের মতামতের চেয়ে বেশি প্রভাব ফেলবে না" অন্যদিকে, রাম কিশোর সেন বনাম ভারতের ইউনিয়নে কলকাতা হাইকোর্ট (") এবং ছবিলদাস মেহতা বনাম গুজরাট হাইকোর্টের বিধানসভা, গুজরাট রাজ্য (৬) এই মতামত গ্রহণ করেছে যে ১৪৩ অনুচ্ছেদের অধীনে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা উপস্থাপিত মতামত হল ১৪১ অনুচ্ছেদের অর্থের মধ্যে এটি দ্বারা ঘোষিত আইন। মাদ্রাজ প্রদেশে সর্বশ্রী বোড্ডু বাইদান্না (৭) ফেডারেল আদালত কেন্দ্রীয় প্রদেশের মামলায় (৮) যেভাবে একটি বাধ্যতামূলক রায় নিয়ে আলোচনা করে সেভাবে তার দ্বারা দেওয়া মতামত নিয়ে আলোচনা করেছে। আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গির দিকে ঝুঁকছি যে প্রশ্নটি পুনঃপরীক্ষা করার জন্য এই আদালত সর্বদা উন্মুক্ত এটি দ্বারা ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং অতিরিক্ত শাসন করার জন্য, যদি প্রয়োজন হয় ভারতের ভূখণ্ডের অন্যান্য সমস্ত আদালতের মতো এটির দ্বারা নেওয়া দৃষ্টিভঙ্গিটি তাদের পরামর্শমূলক এখতিয়ারের অনুশীলনের ক্ষেত্রেও এই আদালতের দ্বারা প্রকাশিত মতামত দ্বারা আবদ্ধ হওয়া উচিত সংবিধানের ১৪৩(১) অনুচ্ছেদের অধীনে। আমরা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে (সুপ্রা) প্রধান বিচারপতি, রায় -এর পর্যবেক্ষণের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, উপদেষ্টার এখতিয়ার প্রয়োগে প্রদত্ত মতামত বাধ্যতামূলক নাও হতে পারে, তবে এটি বড় ওজনের অধিকারী। এটা আশ্চর্যজনক হবে যে দুটি প্রাইভেট পক্ষের মধ্যে বিবাদে আইনের প্রশ্নে এই আদালতের দেওয়া সিদ্ধান্ত এই দেশের সমস্ত আদালতের জন্য বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত কিন্তু উপদেষ্টা মতামতটি তাত্ক্ষণিক মামলার মতো হলেও কাউকে আবদ্ধ করা উচিত নয়, এটি সমস্ত আগ্রহী পক্ষকে নোটিশ জারি করার পরে, সংশ্লিষ্ট সকলের কথা শোনার পরে এবং রেফারেন্সে উপস্থাপিত প্রশ্নগুলির সম্পূর্ণ বিবেচনার পরে দেওয়া হয়। বিলের পক্ষে এবং বিপক্ষে যা কিছু হতে পারে তার প্রায় সবকিছুই আমাদের সামনে আহ্বান করা হয়েছিল এবং আমাদের মতামতকে অসারতার অনুশীলন বলে মনে করা গভীর হতাশাজনক। এই কথা বলার সময়, আমরা একজন বিশিষ্ট

(১) [১৯৪৪] F.C.R. ৩১৭, ৩২০, ৩৩২, ৩৪১। (২) [১৯৬৫] ১ S.C.R. ৪১৩, ৪৪৬-৪৭।

(৩) [১৯৭৫] ১ S.C.R. ১৭৩ ২০১-২০২। (৪) [১৯১২] A.C. ৫৭১, ৫৮৯।

(৫) A.I.R. ১৯৬৫ ক্যাল ২৮২। (৬) (১৯৭০) II গুজরাট ল রিপোর্টার ৭২৯।

(৭) [১৯৪২] F.C.R. ৯০।

(৮) [১৯৫৯] F.C.R. ১৮.

১৭-৯৭৮ SCI/৭৮

লেখকের দ্বারা ব্যক্ত এই মতামতের প্রতি দ্রাস্ত নই যে যদিও সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া উপদেষ্টা মতামতের উচ্চ প্ররোচনামূলক কর্তৃত্ব রয়েছে, তবে এটি ১৪১ অনুচ্ছেদের অর্থের মধ্যে এটি দ্বারা ঘোষিত (এইচ এম সেরভাই, ২য় সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪১৫, অনুচ্ছেদ ২৫-৬৮ দ্বারা ভারতের সাংবিধানিক আইন দেখুন)।

আমরা সাংবিধানের স্পর্শে বিশেষ আদালত গঠনকে বহাল রেখেছি। আমরা এই মতামতও ব্যক্ত করেছি যে ভারতের প্রধান বিচারপতির সম্মতিতে বিশেষ আদালতে হাইকোর্টের বর্তমান বিচারকদের নিয়োগ ২১ অনুচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করবে। তবে কোর্স চলাকালীন যে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল আমরা তা প্রতিরোধ করতে পারি না। বিলের অধীনে মামলা বিচারের এখতিয়ার সহ উচ্চ আদালতকে বিনিয়োগ করা যুক্তির ক্ষেত্রে, প্রতিটি দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বোত্তম সমাধান বহন করতে পারে। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিরা, তাদের বিবেচনার ভিত্তিতে, তাদের আদালতের বিচারকদের জন্য নির্দিষ্ট মামলাগুলি বরাদ্দ এবং বণ্টন করবেন, যেমন তারা তাদের কার্যের স্বাভাবিক রুটিনে করেন। বিলম্ব এড়াতে এবং দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার জন্য বিলের অধীনে মামলা বা মামলার বিচারের জন্য প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত বিচারককে অন্য কোন কাজ অর্পণ করা যাবে না। এটি একটি নির্দিষ্ট মামলার বিচারের জন্য একটি নির্দিষ্ট বিচারকের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মনোনয়নকে বাধা দেবে। আইন সমগ্র জীবন নয় এবং একটি কর্মের প্রাপ্যতা নয়, যদিও আদালতের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য নয়, যারা ন্যায়পরায়ণ ও ন্যায্যভাবে শাসন করতে চান তাদের জন্য সর্বোত্তম বিবেচনার বিষয় হওয়া উচিত। ন্যায়বিচারের আদালত এমনকি পক্ষপাতের অভিযোগের ঝুঁকি নিতে পারে না এবং কোনো বিচারক চান না যে তার সম্পর্কে বলা হোক যে তিনি বিশেষভাবে একজন ব্যক্তির বিচার করার জন্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়েছেন। সম্প্রদায়কে অবশ্যই বিচারব্যবস্থার প্রতি তার আস্থা বজায় রাখতে হবে, যাকে কেবল সাংবিধানিক বিষয় নয় বরং অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যেখানে আইন অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের জীবনকে স্পর্শ করে। যেমনটি অধ্যাপক ফিনার 'দ্য থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিস অব মডার্ন গভর্নমেন্ট' (পৃষ্ঠা ১৫১-১৫২) এ বলেছেন। "জনতা সামান্যতম বৈষম্য করে না, এবং যখন এটি একটি জিনিসের জন্য অবিশ্বাস করে তখন এটি অন্যটির জন্য অবিশ্বাস করতে পারে যদিও মামলাগুলি খুঁটি আলাদা"। আমাদের বিদ্বান ভাই, বিচারপতি, সিংহল এর পক্ষে গভীরভাবে চিন্তাশীল পর্যবেক্ষণগুলি সরকারের হাতে সবচেয়ে যত্নশীল বিবেচনা করা উচিত।

উপসংহারে, রেফারেন্সের জন্য আমাদের উত্তর নিম্নরূপ:

(১) সংসদের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা রয়েছে বিশেষ আদালত তৈরি করার এবং প্রদান করার জন্য যে একটি আপীল একটি বিশেষ আদালতের যেকোনো রায় বা আদেশের অধিকার অনুযায়ী বিলের ৪(১) প্রকরণের অধীনে একটি ঘোষণা করার অধিকার হিসেবে থাকবে সর্বোচ্চ আদালত। বিলের ২ এবং ১০(১) প্রকরণগুলি তাই সংসদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে:

(২) বিলের ৪(১) প্রকরণে প্রদত্ত শ্রেণীবিভাগটি সেই পরিমাণে বৈধ যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারকে জরুরী অবস্থা চলাকালীন সময়ে সংঘটিত অপরাধের বিষয়ে একটি ঘোষণা দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে ভারতে উচ্চ সরকারী বা রাজনৈতিক অফিস। জরুরী অবস্থা ঘোষণার আগে অপরাধ করেছে বলে অভিযোগ করা ব্যক্তিদের জরুরী অবস্থার সময় অপরাধ করেছে বলে অভিযোগ করা ব্যক্তিদের সাথে বৈধভাবে গোষ্ঠীভুক্ত করা যাবে না। সুতরাং, ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫ এবং ২৫ জুন, ১৯৭৫ এর মধ্যে অপরাধ করেছেন বলে অভিযোগ করা ব্যক্তিদের বিষয়ে বিলের প্রকরণ ৪(১) এর অধীনে একটি ঘোষণা করা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে যোগ্য নয়।

(৩) অপরাধের বিচারের জন্য বিলের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি যার বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বিলের প্রকরণ ৪(১) এর অধীনে বৈধভাবে ঘোষণা করতে পারে তা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ছাড়া ন্যায়সঙ্গত এবং ন্যায্য:

(ক) বিলের ৭ প্রকরণের বিধান, যার অধীনে হাইকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে বিশেষ আদালতের বিচারক হিসাবে নিয়োগ করা যেতে পারে;

(খ) প্রকরণ ৭-এর বিধান যার অধীনে ভারতের প্রধান বিচারপতির সম্মতি ছাড়াই কেন্দ্রীয় সরকার পরামর্শ করে বিশেষ আদালতে বিচারক নিয়োগ করতে পারে; এবং

(গ) একটি বিশেষ আদালত থেকে অন্য আদালতে মামলা স্থানান্তরের বিধানের অনুপস্থিতি।

(ঘ) বিলাটি অন্য সকল ক্ষেত্রে বৈধ এবং সাংবিধানিক।

বিচারপতি, কৃষ্ণ আইয়ার -বিচ্ছিন্নতার নোট নয় বরং কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ এই পৃথক মতামতকে যুক্ত করার জন্য আমার প্রধান উদ্দেশ্য। শুরুতেই এটা পরিষ্কার করা ঠিক যে, বিজ্ঞ প্রধান বিচারপতির দ্বারা উপনীত সমস্ত আইনি সিদ্ধান্ত আমার সম্মতির নির্দেশ দেয় কিন্তু, কিছু মূল বিষয়ে, আমার অনুপাত ভিন্ন হয়ে যায়, আরও কঠোর শোনায় এবং সম্ভবত আরও কঠিন। যাইহোক, চূড়ান্ত সঙ্গম এবং যথেষ্ট ব্যঞ্জনা আমার কভারেজ হ্রাস। ঐক্যমত্যের মূল্য নির্বিকারতা নয় যেখানে স্বতন্ত্র উচ্চারণ স্বতন্ত্র অবদান রাখতে পারে।

ঠিক শুরুতেই, আমার সামাজিক-আইনগত দৃষ্টিভঙ্গির একটি বাহ্যিক উচ্চারণ, যার একটি সাংবিধানিক প্রভাব রয়েছে। আমি এই বিলের পিছনে সামাজিক ন্যায়বিচারের সীমান্ত নীতিতে ন্যায়সঙ্গত

সম্মতি দিচ্ছি। আমি এটি পড়ছি, এই পরিমাপটি প্রয়োজনীয় আইনী প্রকল্পের দ্রুত অভিব্যক্তি, যা যদি পূর্ণ হয়, বাধ্যতামূলক অপরাধমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, ভারতীয় জনসাধারণের এবং রাজনৈতিক ডেকের উচ্চ বাসিন্দাদের ধরার দিকে নিরলস বিরতি দিয়ে কাজ করবে, বাস্তবে, আইনের শাসনের কাছে 'অস্পৃশ্য' এবং 'অপ্রাপ্য' থেকে গেছে। 'অপারেশন ক্লিন-আপ' একটি 'ভুক্তিপূর্ণভাবে কামনা করা উচিত', যদিও নিষ্পাপ আশাবাদ সেই ঘৃণ্য অভিজ্ঞতাকে অস্পষ্ট করতে পারে না যে শীর্ষ ক্ষমতার ব্লকের অন্তর্ভুক্তদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসে প্রণীত আইনগুলি কাগজের বাঘ হিসাবে প্রমাণিত হয়। আমাদের পাবলিক আইনের প্যাথলজি, এর শ্রেণী তির্যক সহ, এটি হল যে একজন নিরঙ্কুশ ন্যায়পাল বা সেন্টিনেলের বিরুদ্ধে কাজ করার ক্ষমতা রয়েছে যারা ক্ষমতায় আছেন, এখন বা আগে, এবং জ্ঞাত নাগরিককে অনাক্রম্যতার সাথে অভিযোগ করার জন্য আইনি অ্যাক্সেস দেওয়ার সুযোগ নেই, উচ্চতর পদস্থদের দ্বারা অনুমান এবং বিকৃতির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক পারফর্মারদের সমস্ত ক্ষতবিক্ষত আক্রোশ সত্ত্বেও। আইন যা করে তা আইন করে, আইন যা বলে তা নয় এবং কথা এবং কাজের মধ্যে নৈতিক ব্যবধান জীবন ও আইনের প্রতি মানুষের বিশ্বাসকে হুমকির মুখে ফেলে। আর তখনই ট্র্যাজেডি-গণতন্ত্র দুর্ঘটনায় পরিণত হয়।

আমাদের সময়ের সবচেয়ে বড় ট্রমা, জরুরী অথচ উদ্বেগজনক বাধ্যবাধকতার একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য, হ'ল হতাশাজনক, তবুও কঠিন, জনসাধারণের দারিদ্র্য এবং ক্ষমতার চালকদের গণতান্ত্রিক, তবুও দুর্নীতিগ্রস্ত, জীবনধারা। তারা একত্রে মিশ্রিত হয় ব্যক্তিগত উত্তেজনা, প্রকাশের দমন এবং শীর্ষস্থানীয় কার্যনির্বাহী, সমর্থক, প্যারা-রাজনৈতিক ম্যানিপুলেটর এবং প্ররোচনাকারী আমলাদের দ্বারা আরও অনেক ভয়ঙ্কর, তবুও লুকানো অপরাধের জন্য তৈরি করা গুরুতর অপব্যবহার। আর আইনের শাসন লংঘন বা ছাল বুলে থাকে কিন্তু কখনো কামড়ায় না। একজন বেনামী কবি বিদ্রূপের সাথে এই পদ্ধতিগত ঘাটতির সামাজিক মাত্রাটি তুলে ধরেছেন:

"আইন পুরুষ এবং মহিলা উভয়কেই আটকে রাখে

যে সাধারণের কাছ থেকে হংস চুরি করে,

কিন্তু বৃহত্তর অপরাধী আলগা যাক

যে হংস থেকে সাধারণ চুরি করে।"

তৃতীয় বিশ্বের সেটিংয়ে 'শিখর' অপরাধের প্রভাব ওয়াটারগেট সিড্রোমের চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর কারণ উপলব্ধিশীল সমাজ বিজ্ঞানীরা মুখোশ খুলে দিয়েছেন। দুর্নীতি ও দমন-পীড়ন এই ধরনের পরিস্থিতিতে উন্নয়ন প্রক্রিয়া হাইজ্যাক করে। এবং, দীর্ঘমেয়াদে, পিছিয়ে থাকা জাতীয় অগ্রগতির অর্থ সাংবিধানিক উপায়ে সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি জনগণের আস্থা হ্রাস করা। এবং তাই, এই ভারী-ওজন অপরাধী যারা প্রায়শই জনসাধারণের নৈতিক ওজন-উত্তোলন এবং বহুবিন্দু ইশতেহার দ্বারা

জনগণকে বিভ্রান্ত করে তাদের ট্র্যাক করা এবং সংক্ষিপ্ত পরিবর্তন করা একটি জরুরী আইনী মিশন আংশিকভাবে আলোচনাধীন বিল দ্বারা গৃহীত। শীর্ষ পদে এই ধরনের অতি-অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া, আইনগত পালানোর পথ বন্ধ করে দেওয়া এবং দ্রুতগতিতে তাদের বিচারের মুখোমুখি করা, অতীতে কমিশন এবং কমিটিগুলির দ্বারা নিরর্থকভাবে উচ্চারিত একটি ইচ্ছা এবং গতিশীলতার একটি মাত্রা আইনের শাসনের। এই বিলটি, আশা করা যায় কিন্তু আংশিকভাবে, জনগণের পদত্যাগকৃত নিন্দাবাদের বিপরীতে নতুন ভিত্তি ভেঙে দেয় যে সমস্ত উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত, প্রতিবেদন এবং সুপারিশ আইন প্রণয়ন এবং বিচারমূলক অসারতার মধ্যে শেষ হয়, যে এই সমস্ত সাহসী অনুশীলন কেবল শব্দ এবং ক্রোধের কিছুই বোঝায় না, যে 'ব্যবসা যথারীতি' পাবলিক ব্যবসার সিগনেচার টিউন, ইতিপূর্বে, এখানে এবং পরকালে। সুতরাং এই সামাজিক ন্যায়বিচারের পরিমাপ নৈতিক নীতিতে এবং সাংবিধানিক শ্রেণীবিভাগে আমার ব্যাপক সম্মতি রয়েছে, এটি যে গুরুতর দুর্বলতাগুলি থেকে ভুগছে তা সাপেক্ষে যেমন বিজ্ঞ প্রধান বিচারপতি কঠোরভাবে স্কেচ করেছেন। এই প্রতিকার কার্যকরভাবে অপরাধমূলক সাম্রাজ্যের রোগ নিরাময় করবে কিনা তা ভবিষ্যতে বলে দেবে।

এই সব একটি পটভূমি হিসাবে কাজ করে। আমাকে আমার থিসিসটি সম্পূর্ণ যুক্তিতে উন্মোচন করতে দিন যে বিলটি, যতদূর যায় ততটা ভাল, খারাপ কারণ এটি একটি বাস্তবসম্মত ব্যতিক্রম দ্বারা সংরক্ষিত হয়নি যদিও আমি বর্তমানে ব্যাখ্যা করব। যেখানে প্রস্তাবিত আইনটি জরুরী অবস্থার পূর্বে এবং পরবর্তী অপরাধকারীদের উচ্চ বন্ধনীতে বাদ দেয় এবং শুধুমাত্র 'জরুরী' অপরাধীদের বাছাই করে, এর সৌম্য উদ্দেশ্য সম্ভবত আগে এবং পরে একই ধরনের অপরাধীদের একটি ক্রিপ্টো কভারআপে পরিণত হয়। বহুবর্ষজীবী বিপদ মোকাবেলার জন্য একটি 'ক্ষণস্থায়ী পরিমাপ' একটি যৌক্তিক পদক্ষেপ বা জাতীয় পূর্ণতা নয়। শ্রেণীবিভাগ, যদি আমি আমার উপসংহারে অনুমান করতে পারি, সেই সময়ে সাংবিধানিক ভাঙ্গনের দ্বারপ্রান্তে এবং ১৪ অনুচ্ছেদের আক্রমণের জন্য প্রায় ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে।

আদালতের উপদেষ্টা মতামত চাওয়া হয়েছে, সামাজিক নীতি নয়, সাংবিধানিকতার উপর। এখানে, যাইহোক, এটি বিলের মূল নীতি, প্রবর্তকের আপাত উদ্দেশ্য, পরিমাপের প্রকৃত নীতি এবং আইন-দ্রুত আইনের জরুরী প্রাসঙ্গিকতা, নিশ্চিত, তথাপি জনসমক্ষে সর্বোচ্চ অপরাধীদের ন্যায় বিচারের প্রতি আমার সমর্থন এবং রাজনৈতিক জীবন-যা আমাকে কিছু বিধানের সমালোচনা করতে বাধ্য করে যেটি অস্পষ্ট হওয়ার মতো মৌলিক। আমি অনুমান দিয়ে শুরু করছি যে এই প্রকৃতির একটি আইন, ২১ অনুচ্ছেদের সাথে সংঘর্ষ এড়াতে প্রধান বিচারপতির দ্বারা উল্লেখ করা বড় পরিবর্তনগুলির সাথে এবং আরও বিস্তৃত কভারেজের সাথে ১৪ অনুচ্ছেদের সাথে মানিয়ে নিতে, দীর্ঘ মেয়াদী এবং, যদি আইনে পাস করা হয় এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে সাময়িক পত্র দ্বারা প্রমাণিত তির্যক উদ্দেশ্যে ক্ষমতার বিকৃতি দ্বারা স্বাধীনতার পর থেকে ইতিমধ্যেই হতাশাগ্রস্ত, গণতন্ত্র-ইন-অ্যাকশনে সাধারণ সম্প্রদায়ের নিমজ্জিত বিশ্বাসযোগ্যতা আংশিকভাবে উদ্ধার করতে পারে সংসদীয় বিতর্ক এবং অনেক কমিশন রিপোর্ট এখনও ধুলো জড়ো করা।

আমার পয়েন্ট হোম চালাতে, একটু বিভ্রান্তি প্রয়োজন। উন্নয়ন, এমন একটি রাজ্যে যা অর্থনীতিকে পরিচালনা করে, মানে জনস্বার্থের জন্য অভূতপূর্ব স্কেলে জনসাধারণের ব্যয় এবং এই জাতীয় প্রয়োজনীয়তাকে কখনও কখনও গোপনে ব্যক্তিগত সুযোগে রূপান্তরিত করা হয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কর্তৃত্বের অধিকারী উচ্চ পদের লোকেরা। আইনের বাস্তবসম্মত শাসন অবশ্যই বিপথগামী পুরুষদের হাতে গাইডেড ক্ষেপণাস্ত্রের ক্ষতিকারক সম্ভাবনার সাথে গণনা করতে হবে, বিশেষত যখন শিকার একটি 'নরম' রাস্তা হয়, এবং সেই বিপদের মোকাবিলা করতে এবং অপরাধীকে ম্যানেজ করার জন্য উঠতে হবে, সে কখনও এত উচ্ছে হোক না কেন। আমি এই যুক্তির ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট বলেছি যে এই অপরাধীরা একটি পৃথক শ্রেণী হিসাবে সাংবিধানিক বিল সম্পূর্ণরূপে পূরণ করে যা উচ্চ বিচার বিভাগীয় সংস্থাগুলির দ্রুত বিচার এবং চূড়ান্ত শাস্তির দাবী রাখে যদি সাংবিধানিক শৃঙ্খলার প্লথ বিশ্বাস পুনরুদ্ধার করা হয় এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক উন্নয়ন টিকিয়ে রাখতে হবে। বিলের প্রস্তাবনাটি এই অভিযোজনের উদ্ঘাটনকারী এবং বিলের প্রবর্তক শ্রী রাম জেঠমালানি ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে অনেকটাই ইঙ্গিত করেছেন।

উচ্চ-স্তরের অফিস-হোল্ডারদের আলাদাভাবে বাস্তবসম্মত গ্রুপিং করার পথে কোন পাণ্ডিত্য বিদ্যাপীঠ দাঁড়াতে পারে না, উচ্চ-গতির ফৌজদারি পদক্ষেপের উদ্দেশ্যে যা প্রাথমিক সিদ্ধান্তে বিনিয়োগ করা হয় এবং উচ্চ-স্তরের আদালতের দ্বারা তদন্ত করা হয়। বিল রিং এর পার্থক্য অপ্রতিরোধ্য শব্দ। এবং এই ধরনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উদ্যোগকে এগিয়ে নিতে ব্যর্থতা আইনের শাসন এবং জীবনের শাসনের জন্য একটি আঘাত হতে পারে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে গণতন্ত্রের সঙ্কটকে আরও গভীর করতে পারে- যারা আমাদের জাতিকে আজকে অনেকাংশে হতাশ করে তোলে। তাই সময় এসেছে, যদি শান্তিপূর্ণ রূপান্তর সাংবিধানিক পরিকল্পনা হয়, ক্ষমতার টাওয়ারে অপরাধীদের দ্রুত এবং চূড়ান্ত প্রকাশ এবং দোষী সাব্যস্ত করার পূর্ব-উদ্দেশ্যমূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে শুরু করার - আমলাতন্ত্র এবং বড় ব্যবসার মদদদাতাদের সাথে অর্থনৈতিক অপরাধীদের একটি বিশেষ শ্রেণীর, যেমন সাম্প্রতিক কমিশনের প্রতিবেদনগুলি প্রবণতাপূর্ণভাবে চিত্রিত এবং দৃষ্টান্ত। এটি হল শ্রেণিবিন্যাস বর্ণনার সরল, সমাজতান্ত্রিক পদার্থ যা সম্ভূষ্ট করে ১৪ অনুচ্ছেদের সমতাবাদী বিবেক। সরকারী পদে প্রতিরক্ষামূলক আবরণ হিসাবে মাস্টার-অপরাধী এবং কলঙ্কিত সিজারদের একটি দ্রুত উদাহরণ তৈরি করার চেয়ে ভাল ডিজাইন-ইঞ্জিনিয়ারিং আর কী হতে পারে? পাবলিক পাওয়ারের মৌলিক গতিশীলতা-মহান আস্থা এবং নিশ্চিত জবাবদিহিতা আইনের শাসনের একটি জনমুখী পরিকল্পনায় উচ্চ স্থান অধিকার করে।

আমি মনে করি যে এই সাধারণীকৃত সংস্করণে, এই আইনটিতে একটি যুক্তিসঙ্গত শ্রেণীবিভাগ অন্তর্নিহিত রয়েছে, তবে আরও উদ্যোগ যে এটি বিপজ্জনকভাবে আন্ডার-ইনক্লুসিভ হওয়ার কাছাকাছি এবং তাই, অসম। কারণ এটি একটি প্রকাশ্যভাবে বিসৃত নীতির একটি ছাঁটাই প্রক্ষেপণ যে উচ্চতর অপরাধীদের ফৌজদারি আইন দ্বারা জরুরী গতিতে মোকাবেলা করা হবে যাতে সাধারণ মানুষ জানতে পারে যে যখন ব্যক্তিগত লাভ বা ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার জন্য সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয় তখন আইনের শাসন দ্রুত

তাদের পতন ঘটাবে এবং আইন অনুযায়ী দ্রুত বিচারের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনবে। এই অর্থে বৃহৎ প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের দ্রুত প্রেরণের সাথে বিচার করা হবে এবং দোষী হলে শাস্তি দেওয়া হবে। সমস্ত ফৌজদারি মামলায় দ্রুত বিচার এবং প্রাথমিক শাস্তির প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু, কাঁচা বাস্তববাদ পরামর্শ দেয় যে ধীর গতির ন্যায়বিচারের একটি ক্ষয়কারী পরিস্থিতিতে, আদালতগুলি ডকেট দ্বারা আটকে আছে, দ্রুত বিচার এবং দ্রুত শাস্তির জন্য একটি বিশেষ ক্ষেত্রে রয়েছে যেখানে অপরাধী প্রশাসনিক পিরামিডের শীর্ষে বসে। অবসরে ন্যায়বিচার, দীর্ঘ টানা কমিশনের কার্যধারার বছর পরে, খুব কমই প্রত্যয় বহন করে যখন মানুষের স্মৃতিগুলি গুরুতর অপরাধগুলি ভুলে যেত, যদি যে কোনো, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং আইনের শাসনের প্রতি পুরুষের আস্থা সম্পূর্ণভাবে ভেঙে ফেলা হতো যদি দেখেন যে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির অপব্যবহারের গুরুতর অপরাধের বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও এই ধরনের অফিসগুলি চালিয়ে যাচ্ছেন। সাধারণ মানুষ এই পছন্দের প্রজাতির ভাগ্য দেখেন যখন তারা ফৌজদারি আইনের নিয়ম লঙ্ঘন করে এবং যদি তাদের অবিলম্বে শাস্তি না দেওয়া হয় তবে সিস্টেমের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। 'আইনের অধীনে সমান ন্যায়বিচার' নিয়ে উন্মাদনা 'আমাকে লোক দেখান, আমি আইন দেখাব'-এর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করতে হবে ক্ষমতা-জনশক্তির ব্যবসা-বাণিজ্য যেন না হয়।

এই ক্ষেত্রের সামাজিক দর্শন এবং আইনের দর্শন জোরদারভাবে প্রয়োজন যে জনশক্তির অফিস, বিশেষ করে দারিদ্র্যের দেশে, ব্যক্তিগত লাভের কর্মশালা হবে না। তাৎক্ষণিক সংশোধন প্রক্রিয়া হল আদালত, কয়েক বছরে একবার ব্যালট নয়। আপনার দ্বারা এত উঁচুতে আইন আপনাকে দেখবে, আপনাকে ধরবে, দোষী হলে আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করবে এবং যে, দ্রুত কিন্তু ন্যায্যভাবে।

গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা হল 'সমস্ত শক্তি একটি ভরসা', এর ধারকরা 'এর অনুশীলনের জন্য দায়বদ্ধ', 'জনগণের কাছ থেকে, এবং জনগণের জন্য, সমস্ত স্প্রিংস, এবং সব থাকতে হবে'। এই উচ্চ এবং একমাত্র মান দ্বারা বিলটি অবশ্যই নৈতিকভাবে ব্যর্থ হবে যদি এটি অ-জরুরী অপরাধীদের অব্যাহতি দেয় যাদের সম্পর্কে পূর্বের কমিশন রিপোর্ট, এখন সরকারী পায়রার গর্তে ঘুমাচ্ছে, সাক্ষ্য বহন করবে এবং ভবিষ্যতে কমিশন রিপোর্ট (কে জানে?) সময়মত, সাক্ষ্য দিতে পারে। এই বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে, জরুরী অবস্থা একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নয় এবং বিলটি প্রায় ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫ এর অপারেশনের পূর্ব-ডেটিং দ্বারা এটিকে স্বীকৃতি দেয় যখন কোন 'জরুরি' ছিল না। 'ইমার্জেন্সি' যদি ক্রিটিক্যাল মাপকাঠি হতো তাহলে তারিখের আগে কেন?

এটা সাধারণ জ্ঞান যে বর্তমানে আমাদের দেশে ফৌজদারি আদালত ধীর গতিতে পারদর্শী। পদ্ধতিটি প্রসারিত, ডকেটগুলি ভারী, এমনকি প্রক্রিয়াটির পরিষেবা বিলম্বিত হয় এবং এখনও আরও উত্তেজনাপূর্ণ, আপীল এবং পুনর্বিবেচনা এবং তত্ত্বাবধানের এখতিয়ারের উপর আপীল রয়েছে, বিচারিক প্রক্রিয়ার মৌলিক প্রয়োজনীয়তাগুলিকে অবহেলা করে প্রশাসনের দ্বারা বিলম্বে অবদানের কথা না

বিচারিক প্রক্রিয়ার মৌলিক প্রয়োজনীয়তাগুলিকে অবহেলা করে প্রশাসন নিজেই বিলম্বের অবদানের কথা বলা। বেশ কয়েক বছর ধরে ছড়িয়ে থাকা সংসদীয় এবং পূর্ব-আইন প্রণয়ন অনুশীলনগুলি ফৌজদারি পদ্ধতির আমূল সরলীকরণ এবং সহজীকরণের জন্য খুব কমই কিছু করেনি এবং কার্যত পুনঃপ্রণয়ন করা হয়েছে, ছোটখাট পরিবর্তনের সাথে, ভিনটেজ বিধি ফরেনসিক প্রবাহকে খুব ধীর করে এবং ধরে রাখার জন্য দায়ী। আইন সংসদস কর্তৃক প্রণীত বিধির চেয়ে আদালতকে কম দোষারোপ করা যায় এবং সরকারগুলো মৌলিক সুযোগ-সুবিধা অস্বীকার বা বিলম্বিত করার জন্য দোষী। বিচার বিভাগ যাতে সুষ্ঠুভাবে কাজ করে। ন্যায়বিচার আমাদের পরিকল্পনাতে একটি সিঁড়ারালা। তা সত্ত্বেও, ভি. ভি. আই. পি. অভিযুক্তকে নিয়মিতভাবে বিলম্বিত আইনি প্রক্রিয়ার সাথে মোকাবিলা করার জন্য ছেড়ে দেওয়া হল একটি অনিবার্য কাজ হিসাবে সীমাহীন বিলম্বের কাছে আত্মসমর্পণ করা। অতএব, আমাদের নিখুঁত প্রক্রিয়াগত সমতা সম্পর্কে চূড়ান্ত হওয়া উচিত নয় এবং বিশেষ পরিস্থিতি দ্বারা বাধ্যতামূলক পদ্ধতির উদ্ভাবনে সৃজনশীল হতে হবে।

কিন্তু অনুচ্ছেদ ১৪ এর ভাষা সুস্পষ্ট। কথিত অপরাধীর ক্ষমতার অবস্থা, জনসাধারণের আস্থার সাথে কথিত অপরাধের প্রকৃতি এবং দ্রুত মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা হল বলার কারণ। প্রতিটি পার্থক্য একটি পার্থক্য নয়। জনপ্রকৃতির অপরাধের 'দ্রুত বিচার' 'দেশের উচ্চ সরকারি বা রাজনৈতিক পদে থাকা ব্যক্তিদের দ্বারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এই ধরনের অপরাধ সংঘটনের সাথে জড়িত অন্যান্য' বিষয়টির মূল বিষয়।

'জরুরি' এর কাছের দৃষ্টি দেখা যাক, এটি যে দুষ্কর্মের জন্ম দিয়েছে এবং তাদের সম্পর্কে দ্রুত বিচার করতে হবে, যা যুক্তিসঙ্গত উপ-শ্রেণীবিভাগের জন্য যোগ্যতা অর্জনের জন্য যথেষ্ট যথেষ্ট। একগুচ্ছ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিচার বিভাগীয় কমিশনের কার্যপ্রণালী এবং প্রতিবেদন থেকে প্রবাহিত তথ্য থেকে দেখা যায় যে সেই নিস্তন্ধ বানান চলাকালীন, অনেকেই হতবাক আচরণের শিকার হন। প্রস্তাবনার ভাষায়, নাগরিক স্বাধীনতা অনেকাংশে প্রত্যাহার করা হয়েছিল, জনগণের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার স্থগিত করা হয়েছিল, প্রেসের উপর কঠোর সেন্সরশিপ স্থাপন করা হয়েছিল এবং বিচারিক ক্ষমতা হ্রাস করা হয়েছিল একটি বৃহৎ পরিসরে।

আরও এগিয়ে যাওয়ার আগে, আইনী এবং বিচারিক সীমানাকে অবশ্যই সুস্পষ্টতার সাথে উপলব্ধি করতে হবে মূর্তি ওয়াচ ওয়ার্কস ইত্যাদি বনাম কেন্দ্রীয় অবগারির কালেক্টর, ইত্যাদি (১) এ উল্লিখিত হিসাবে।

"প্রতিটি পার্থক্য বৈষম্য নয়। তবে শ্রেণিবিন্যাস কেবল তখনই টিকিয়ে রাখা যেতে পারে যদি এটি প্রাসঙ্গিক এবং বাস্তব পার্থক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় যেমনটি অপ্রাসঙ্গিক এবং কৃত্রিম থেকে আলাদা করা হয়। সাংবিধানিক মান যার দ্বারা পার্থক্যের পর্যাপ্ততা যা শ্রেণীবিভাগের পরিমাপের জন্য একটি বৈধ ভিত্তি তৈরি করতে পারে, বারবার দ্বারা বলা হয়েছে

(১) [১৯৭৪] এস. সি. আর. ১০ এ ১২১।

আদালত এর দ্বারা। যদি এটি একটি পার্থক্যের উপর নির্ভর করে যা একটি ন্যায্য এবং ন্যায্য সম্পর্ক বহন করে যার জন্য এটি প্রস্তাব করা হয়েছে, এটি সাংবিধানিক। এটাকে ভিন্নভাবে বলতে গেলে, মানে অবশ্যই সম্পর্ক থাকতে হবে শেষ সঙ্গে। তা সত্ত্বেও, একটি বৃহৎ অক্ষাংশকে যুক্তিসঙ্গত ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাসের জন্য রাজ্যকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং যা যুক্তিসঙ্গত তা হল ব্যবহারিক বিবরণের প্রশ্ন এবং বিভিন্ন ধরনের যে বিষয়গুলো আদালত তদন্ত করতে অনিচ্ছুক এবং সম্ভবত অপ্রস্তুত হবে। এই অপূর্ণ বিশ্লেষণে এমনকি দলবদ্ধতার মধ্যেও পরিপূর্ণতা এমন একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষা যা কখনোই সম্পন্ন হয়নি। এই প্রেক্ষাপটে, শ্রেণিবিন্যাসের বৈধতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকারের আইন প্রণয়ন ও বিচার বিভাগীয় বিভাগের মধ্যে সম্পর্কের কথা আমাদের মনে রাখতে হবে..... একটি ক্ষমতা অত্যন্ত বিস্তৃত এবং কার্যনির্বাহী বাস্তববাদের বৈচিত্র্যময় বিবেচনার ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধ করার জন্য, বিচার বিভাগও তাড়াহুড়ো করতে পারে না যেখানে এমনকি আইনসভাও সতর্কভাবে পদচারণা করে।"

তবে মূল প্রশ্ন হল, শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি হিসাবে জরুরী অবস্থার সাথে আইনের উদ্দেশ্য কী যুক্তিসঙ্গত সম্পর্ক রয়েছে।

এটি আমাদের দুটি বলার দিকগুলিতে নিয়ে যায় যা সতর্কতার সাথে পরীক্ষার যোগ্য, শ্রেণীবিভাগের জন্য বিশেষ কারণগুলি কী কী নির্ভর করে এবং আইনী লক্ষ্য কী এবং তারপরে-সেই অল্পের সমস্যা-দুটির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কী? উপায় এবং শেষের অবিচ্ছেদ্য যোগ হল বৈধ শ্রেণীবিভাগের সারাংশ। একটি চমৎকার শ্রেণীবিভাগ সমতা থেকে অব্যাহতির জন্য যোগ্য নাও হতে পারে যদি না এটি বিধিবদ্ধ লক্ষ্যের সাথে যুক্ত হয়। এটি বিলের দুর্বল লিঙ্ক।

উদ্দেশ্য এবং কারণগুলি হল তথ্যপূর্ণ উপাদান যা আদালতকে একটি আইনের উদ্দেশ্য এবং পার্থক্যের সম্পর্ক, যদি থাকে, তাহলে শেষ পর্যন্ত নির্দেশ দেয়া জরুরী সময়কাল সম্পর্কে কিছুই সেখানে একটি স্বতন্ত্র চিহ্ন হিসাবে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় না। যদি আদৌ, স্পষ্ট ধারণা হল যে উচ্চপদস্থ নাগরিক লোকদের দ্বারা পাবলিক কর্তৃত্বের সমস্ত অপব্যবহার, কমিশনের সময় যাই হোক না কেন, ক্লাসিকের বিলম্ব ছাড়াই শাস্তি দেওয়া হবে যা সাধারণত শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারকে পরাজিত করে যাদের অপরাধ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রমাণপত্রকে প্রভাবিত করে।

আদালতে মোহাম্মদ সুজাত আলী ও ওরস বনাম ভারতের ইউনিয়ন এবং ওআরএস. (১) শ্রেণিবিন্যাসের সাংবিধানিক দিকটি ব্যাখ্যা করেছেন:

"এই মতবাদ স্বীকার করে যে আইনসভা শ্রেণীবদ্ধ করতে পারে আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে কিন্তু শ্রেণীবিভাগ অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত হতে হবে। এটি নিশ্চিত করা উচিত যে একইভাবে অবস্থিত ব্যক্তি বা জিনিসগুলির সাথে একইভাবে আচরণ করা হয়। একটি শ্রেণীবিভাগের যুক্তিসঙ্গততার পরিমাপ হল একইভাবে অবস্থিত একইভাবে চিকিত্সা করার ক্ষেত্রে এর সাফল্যের মাত্রা।

(১) [১৯৭৫] ১ এস. সি. আর. ৪৭৭ এ ৪৪৯।

কিন্তু প্রশ্ন হল: এই অস্পষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ বাক্যাংশ 'একইভাবে অবস্থিত' এর অর্থ কী? আমরা কোথায় পরিস্থিতির সাদৃশ্যের পরীক্ষা খুঁজব যা একটি শ্রেণিবিন্যাসের যুক্তিসঙ্গততা নির্ধারণ করে? অনিবার্য উত্তর হল যে আমাদের অবশ্যই শ্রেণিবিভাগের বাইরে আইনের উদ্দেশ্য দেখতে হবে। একটি যুক্তিসঙ্গত শ্রেণিবিন্যাস হল এমন একটি যা আইনের উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত ব্যক্তি বা জিনিসগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে।"

সাধারণ প্রস্তাবটি বলার পর আদালত একটি সতর্কতামূলক মন্তবে আঘাত করেছে যা বর্তমান বিতর্কের মূল কারণ

:(<sup>১</sup>)

"মৌলিক জামিন হল আইনের সমান সুরক্ষার এবং শ্রেণিবিভাগের মতবাদটি সেই জামিনটিকে একটি বাস্তব বিষয়বস্তু দেওয়ার জন্য আদালত দ্বারা বিকশিত একটি সহায়ক নিয়ম মাত্র এটিকে সমাজের ব্যবহারিক চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য করে এবং সমতার মূল্যবান জামিনকে নিমজ্জিত ও ডুবিয়ে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। শ্রেণিবিভাগের মতবাদ হওয়া উচিত এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না যেখানে একটি দরকারী সেবক হওয়ার পরিবর্তে, এটি একটি বিপজ্জনক প্রভু হয়ে ওঠে, কারণ অন্যথায়, বিচারপতি চন্দ্রচূদ. জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য বনাম ত্রিওলকি নাথ খোসা (২) "সমতার জামিন বিভিন্ন এবং স্বতন্ত্র অর্জন দ্বারা চিহ্নিত সু-চিহ্নিত শ্রেণিগুলিকে পরিচালনা করার জন্য আইন হিসাবে শ্রেণী আইনে নিমজ্জিত হবে সমতার মতবাদের জন্য আইনের সামনে সমতার মৌলিক অধিকার এবং আইনের সমান সুরক্ষা শ্রেণিবিভাগের অত্যাধিক পরিশ্রমী পদ্ধতি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে পারে। সমান সুরক্ষা ধারার প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য বনাম ত্রিলোকি নাথ খোসা (২) বিচারপতি কৃষ্ণ আইয়ার. দ্বারা উচ্চারিত সতর্কতার শব্দ দ্বারা পরিচালিত হতে হবে "ক্ষুদ্র-পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে নগ্ন শ্রেণিবিন্যাস আমাদের জন্য মিথ্যা সমতাবাদী বিশ্বাস এবং প্রাসঙ্গিক এবং সরাসরি শ্রেণিবিভাগের সাংবিধানিক বৈধতা থাকতে পারে লক্ষ্যগুলিকে সরলভাবে প্রচার করে। অত্যাধিক শ্রেণিবিভাগ মানে সমতা পূর্ববস্থায় ফিরিয়ে আনা।"

(আরও জোর দেওয়া হয়েছে)

বিচারপতি ম্যাথু. আশ্বিকা মিলস (৩) কম-অন্তরভুক্তির কোণ থেকে একই উচ্চারণ স্থাপন করেছেন:

(১) ৪৭৮ এ Ibid.

(২) [১৯৭৪] ১ S.C.C. ১৯.

(৩) গুজরাট রাজ্য এবং Anr. বনাম শ্রী আশ্বিকা মিলস লিমিটেড আহমেদাবাদ [১৯৭৪]

এস. সি. আর. ৭৮২ এ ৭৬০।

"আইনের সমান সুরক্ষা হল সমান আইনের সুরক্ষার অঙ্গীকার। কিন্তু আইন শ্রেণীবিভাগ করতে পারে ..... একটি যুক্তিযুক্ত শ্রেণীবিভাগ হল যা সব অন্তর্ভুক্ত করে যারা একইভাবে অবস্থিত এবং যারা তারা না। প্রশ্নটি হল "একই অবস্থান" মানে কি? এই প্রশ্নটির উত্তর হল যে আইনের উদ্দেশ্যের শ্রেণীবিভাগের বাইরে একটি আইনের উদ্দেশ্য। আইনের উদ্দেশ্য হতে পারে একটি জনদুর্ভোগ দূরীকরণ বা কিছু ইতিবাচক জনহিতকর অর্জন।

একটি শ্রেণীবিন্যাস কম-অন্তর্ভুক্ত হয় যখন শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত সকলেই দুটুমিতে কলঙ্কিত হয় কিন্তু অন্যরাও কলঙ্কিত হয় যাদের শ্রেণীবিভাগ অন্তর্ভুক্ত করে না। অন্যান্য শব্দে, একটি শ্রেণীবিভাগ নিম্ন-অন্তর্ভুক্ত হিসাবে খারাপ যখন একটি রাষ্ট্র ব্যক্তিকে এমনভাবে সুবিধা দেয় বা বোঝায় যা একটি বৈধ উদ্দেশ্যকে এগিয়ে দেয় কিন্তু একই সুবিধা প্রদান করে না বা রাখে না। অন্যদের উপর একই বোঝা যারা একইভাবে অবস্থিত। একটি শ্রেণীবিন্যাস অতি-সমন্বয়মূলক হয় যখন এটি কেবলমাত্র তারাই অন্তর্ভুক্ত নয় যারা একইভাবে উদ্দেশ্য সাপেক্ষে অবস্থিত কিন্তু অন্য যারা একইভাবে অবস্থিত নয়।"

(জোর দিয়ে)

এখানে, অনুরূপ পরিস্থিতির বর্গ কি যা, অনুচ্ছেদ ১৪ এর আদেশ অনুযায়ী, একইভাবে বিবেচনা করা আবশ্যিক? ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫ বা জরুরী অবস্থার আগে এবং পরে জনশক্তির দুর্নীতিকারীদের মধ্যে কি কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে? তারা কি 'পালকের পাখি' নয় যারা 'একসাথে ঝাঁকে ঝাঁকে', একইভাবে চেষ্টা করতে হবে এবং সমানভাবে ন্যায়ে ফল পেতে হবে? কোন জিনগত পার্থক্য গতকাল, আজকের এবং আগামীকালের ঘুষ গ্রহণকারী মন্ত্রীদের মধ্যে একটি ব্যবচ্ছেদকে ন্যায়সঙ্গত করে এবং এটিই জল চিহ্ন-দৃষ্টান্তমূলক তাত্ক্ষণিকতা এবং বিচারিক প্রক্রিয়ার তাত্ক্ষণিক চূড়ান্ততা সম্পর্কিত?

বিলের প্রলোগিক অংশে বলা হয়েছে যে জরুরী যুগের শান্ত বানানটি একশত ভ্যাম্পারিশ ভিলেনের দ্বারা ভূতুড়ে ছিল যারা থ্রালডমে গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীনতা ধারণ করেছিল। বিচারপতি ফজল আলি, রাজস্থান রাজ্য এবং ওরস, ইত্যাদি বনাম ভারতের ইউনিয়ন ইত্যাদিকে ঘনীভূত করেছেন (১) এবং এই পর্যবেক্ষণগুলি বিলের প্রস্তাবনায় ধার করা হয়েছে-এবং বলা হয়েছে:

"(২) যে নাগরিক স্বাধীনতা অনেকাংশে প্রত্যাহার করা হয়েছিল;

(৩) জনগণের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার স্থগিত করা হয়েছিল;

(৪) প্রেসের উপর কঠোর প্রহরতা স্থাপন করা হয়েছিল; এবং

-----  
(১) [১৯৭৮] ১ এস. সি. আর. ১১৮ এ।

(৫) যে বিচারিক ক্ষমতা অনেকাংশে পঙ্গু হয়ে গেছে"

প্রশ্নটি এই নয় যে দুষ্কর্মের দুঃখজনক চতুষ্পদ বিদ্যমান ছিল কিনা--আমাদের অবশ্যই আইনে অনুমান করতে হবে যে তারা করেছে-কিন্তু তৎকালীন প্রচলিত অসুস্থ অবস্থা এবং দুর্নীতিবাজ বা অত্যাচারী প্রশাসকদের বিচারের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার অনুপলব্ধতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য যোগসূত্র কী। ফৌজদারি আদালত কোথায় ম্যাজিস্ট্রেট ও দায়রা জজরা ঘুষের মামলা আমলে নিতে নিষেধ করেছেন যদি অভিযুক্তরা মন্ত্রী বা তাদের সহযোগী হয়? উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের দ্বারা ক্ষমতার অপরাধমূলক অপব্যবহার কি আদালতের এখতিয়ার থেকে মুছে ফেলা হয়েছিল? সাক্ষীদের কি সাক্ষ্য দিতে নিষেধ করা হয়েছিল নাকি পুলিশকে তদন্ত করতে নিষেধ করা হয়েছিল? না। শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক ক্ষমতাস্বত্ব ব্যক্তির অতীতে প্রায়শই পালিয়ে গিয়েছিলেন, এমনকি বিচার বিভাগীয় কমিশন তাদের বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে মামলা করার পরেও। বিচারিক প্রক্রিয়ার কয়েল থেকে তাদের পালানোর প্যাথলজি শুধুমাত্র জরুরি ভাইরাসের কারণে ভুল নির্ণয় করা যাবে না। যে পন্থা পার্শ্ব-পথ সমাধান এবং অসুস্থতা চালিয়ে যেতে পরিবেশন করে। উদাহরণস্বরূপ, গোপনীয়তা এবং কর্তৃত্ব হল সন্দেহজনক এবং অহংকারী শক্তির অস্ত্রাগার। জানার অধিকার বিনামূল্যে কর্মের একটি মৌলিক দিক এবং অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট প্রায়শই দুর্নীতিবাজদের ঢাল। নির্ভীক তদন্ত অপরাধী 'মহান'দের প্রকাশের একটি প্রধান কারণ এবং তদন্তকারী সংস্থাগুলি যদি শীর্ষস্থানে থাকা উচ্চপদস্থ সাদা কলার অপরাধীদের অপরাধের তদন্ত করতে বা প্রকাশ করতে কাঁপতে থাকে তবে আইনের দ্বারা অবাধ হতে পারে। একটি স্বাধীন তদন্তকারী সংস্থা যে কোনো দায়িত্বশীল নাগরিক দ্বারা গতিশীল হবে আখাঙ্কিত 'জরুরি বাড়াবাড়ি'-এর অবিরাম দীনে এগুলিকে উপেক্ষা করা যায় না।

জরুরী অবস্থা এবং দ্রুত বিচারের সাথে এর সম্পর্কযুক্ত ভূমিকার উপর নির্ভরশীল প্রাসঙ্গিকতাগুলি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। নাগরিক স্বাধীনতা দমন করা হয়েছিল, প্রেস সেন্সরশিপ বন্ধ করা হয়েছিল এবং বিচারিক ক্ষমতা হ্রাস করা হয়েছিল। নাগরিক স্বাধীনতাকে জরুরী অবস্থার সময় একটি দুর্ঘটনা বলে ধরে নেওয়া, যেমনটি ছিল, এটি কীভাবে অতি-রাজনৈতিক অপরাধীদের বিচারে বাধা সৃষ্টি করেছিল? যদি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি বিশ্বাসের শিকার হয় যদি উচ্চ জনসাধারণের এবং রাজনৈতিক অপরাধীদের শাস্তি দিতে অযথা বিলম্ব হয়, তবে এটি জরুরি অবস্থা নির্বিশেষে ভাল। একইভাবে, জরুরী অবস্থার সময় যদি প্রেসকে দমন করা হতো তাহলে আদালতে অভিযোগ দায়ের করে রাজনৈতিক অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনার সাথে এর কি সম্পর্ক ছিল? বিচারিক ক্ষমতা যদি ঘোষণা এবং ফলো-আপ বিজ্ঞপ্তি দ্বারা পঙ্গু হয়ে থাকে, তবে তারা প্রতিরোধমূলক আটক বা নির্দিষ্ট স্বাধীনতা অস্বীকারের বিরুদ্ধে ত্রাণ প্রদানের জন্য উচ্চ আদালত এবং সর্বোচ্চ আদালতের এখতিয়ারকে প্রভাবিত করে। উচ্চ রাজনৈতিক অপরাধীদের বিচার আদালতে তাৎক্ষণিক বিচারের সাথে এর কী সম্পর্ক ছিল- যে স্বাধীনতা-উত্তর প্রজাতির বহুবর্ষজীবী? যদি পার্থক্যকারী মানদণ্ড এবং লক্ষ্যের মধ্যে যথেষ্ট সম্পর্ক থাকে আইনের একমাত্র শ্রেণীবদ্ধ ন্যায্যতা হতে পারে যা অব্যাহতির জন্য যোগ্যতা অর্জন করে

সমান আচরণ থেকে। ইমার্জেন্সি দুর্নীতিবাজ মন্ত্রী এবং নির্বাচিত সিজারদের দুটি বিভাগে বিভক্ত করে না। তারা স্থান এবং সময়ের ধারাবাহিকতা সহ একটি সাধারণ শত্রু এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য একটি স্থায়ী আইন দ্বারা খুঁজে বাহির করা আবশ্যিক।

আসুন সমস্যাটিকে একটু ভিন্নভাবে দেখি। এমনকি যদি স্বাধীনতা খর্ব করা না হতো, প্রেস না করা হতো বা রিটের এখতিয়ার কমানো হতো না, ফৌজদারি বিচার এবং আপিল ও সংশোধন তাদের নিজেদের অন্তর্হীন বিলম্ব গ্রহণ করত। এটি ফরেনসিক বিলম্ব যা কুক্ষিগত করতে হবে এবং জরুরী অবস্থার দৃষ্টতার সাথে এর খুব একটা সম্পর্ক নেই। এই ধরনের অপরাধগুলি এর আগে বিচার বিভাগীয় কমিশন দ্বারা উন্মোচিত হয়েছিল, উভয় স্তরের মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রিপরিষদ মন্ত্রীদের জড়িত ছিল এবং এখন এবং একটি নির্বাচিত গোষ্ঠী ছাড়া কোনও অপরাধমূলক ব্যবস্থা অনুসরণ করা হয়নি। এখানে ইচ্ছার অনুপস্থিতি ছিল- জরুরিঅবস্থা না- এটা খলনায়ক ছিল নিয়োগকৃত তদন্ত কমিশনের মতো একাধিক কমিশনের দ্বারা প্রকাশিত মামলার বিচার না করার ক্ষেত্রে ১৯৬৭ সালে উড়িষ্যা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত তদন্ত কমিশন (বিচারপতি খান্না) ১৯৬৫ সালে জম্মু ও কাশ্মীর সরকার কর্তৃক (বিচারপতি রাজাগোপাল আয়ঙ্গার), ১৯৬৮ সালে বিহার সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ১৪ জন প্রাক্তন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে মুখোলকর কমিশন এবং বিহার সরকার কর্তৃক নিযুক্ত টি এল ভেঙ্কটরামা আইয়ার তদন্ত কমিশন, ১৯৭০- - উল্লেখ করার জন্য কিন্তু কিছু। আমাদের খুব কমই বলা দরকার যে ফৌজদারি বিচারের জন্য সীমাবদ্ধতার কোনও আইন নেই। কোনো না কোনোভাবে, কয়েকজন আইনের উর্ধ্বে এবং অনেকে আইনের নিচে থাকে। কিভাবে? আমি বলতে দ্বিধাবোধ করি।

আমার বক্তব্য হল যে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পাবলিক এবং রাজনৈতিক অপরাধীরা জরুরী অবস্থার একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য নয় তবে তারা দীর্ঘকাল ধরে একটি প্রবাহিত স্রোত এবং কখনও কখনও মাটির নিচে, কখনও কখনও পাহাড়ের ঘাট দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার জন্য বিড করে। অতএব, ভাল যুক্তি ছাড়া একটি দুর্নীতির ধারাবাহিকতা কাটা যাবে না।

তদুপরি, অনুচ্ছেদ ২১ 'মানবাধিকার' মাত্রা ন্যায্য পদ্ধতির আইন প্রণয়নের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। প্রক্রিয়াগত ন্যায়বিচারের মানবীকরণে মানেকা গান্ধী মামলা(১) এর অবদান যথেষ্ট। আমি এই দিকটি বিস্তৃত করছি না কারণ শীর্ষস্থানীয় রায় এটিকে মোকাবেলা করেছে।

তাহলে প্রশ্ন হল, উচ্চ পাবলিক বা রাজনৈতিক অফিসে জরুরী অপরাধীদের দ্রুত বিচারের নাগালের বাইরে রাখার সাংবিধানিক যৌক্তিকতা আছে কি না। এই ধরনের একটি বিল, এটি কর্পাস জুরিতে একটি স্থায়ী সংযোজন এবং জনসাধারণের জন্য সরকারকে বাধ্য করার এখতিয়ার হিসাবে উপলব্ধ ছিল, যদি প্রাথমিকভাবে একটি মামলা করা হয় এমনকি অফিসে থাকা একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে, একটি উচ্চ আদালতের বিচারকের সামনে বিচার শুরু করার জন্য

(১) [১৯৭৮] ১ SCC ২৪৮.

, ক্ষমতার পিরামিডগুলিতে দুর্নীতির ছড়ানো মন্দের জন্য একটি স্বাস্থ্যকর সংশোধন হবে। আইন কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব বিচারপতি খান্নার(১) কথাগুলো স্বরণ করাই উপযুক্ত।

"প্রতিটি সরকার ব্যবস্থার প্রয়োজন যে ক্ষমতার চালিত ব্যক্তিদের জনগণের মঙ্গলের জন্য এটিকে ব্যবহার করা উচিত এবং এটিকে স্বতঃস্ফূর্ততার একটি হাতিয়ার করা উচিত নয়। সমস্ত ক্ষমতা একটি ট্রাস্টের মতো। যারা এটি জনগণের কাছ থেকে গ্রহণ করে তারা এটি দেখানোর জন্য দায়বদ্ধ। জনগণের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যা আমি সম্প্রতি বলেছি, ক্ষমতার অপব্যবহার অনিবার্যভাবে জনগণের হতাশা সৃষ্টি করে এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার চেয়ে। এটি কোথাও সত্য নয় গণতন্ত্রে কারণ গণতন্ত্রে এটি জনগণই জাদের বেশি ক্ষমতা দেওয়া হয় জাকে তারা নির্বাচন করতে পারে। ক্ষমতার অপব্যবহার এবং ক্ষমতার অপব্যবহার যে কোনও আকারে হতে পারে। একইভাবে ক্ষমতাকে ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির উৎস বানিয়ে অপব্যবহার করা যেতে পারে আরও ক্ষমতা অর্পণ করে তাদের দ্বারা ক্ষমতাতে থাকা এবং সেই ক্ষমতাকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক এবং নিজস্ব বিরোধীদের নির্মূল করা। এই জাতীয় অপব্যবহার কর্তৃত্ববাদ এবং একনায়কত্বের পথ প্রশস্ত করে। ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির জন্য ক্ষমতার অপব্যবহার হয়। দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ে এবং শীর্ষস্থানীয় ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তির যদি দুর্নীতিতে পরিণত হয়, তাহলে আমরা শীঘ্রই দেখতে পাব যে নিম্ন স্তরের প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও দুর্নীতি সর্বব্যাপী হয়ে উঠেছে। যদিও যেকোন জায়গায় দুর্নীতি নিন্দনীয়, উন্নত দেশগুলি যে কোনওভাবে এই পাপকে বহন করতে পারে, তারা কীভাবে তা ঘৃণা করতে পারে, কারণ তাদের অর্থনীতি ইতিমধ্যেই উন্নত। উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে, দুর্নীতি গ্রেফতার হয় এবং প্রায়শই উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে পিছিয়ে দেয় এবং জাতি অর্থ প্রদান করে নৈতিক মূল্যবোধের ক্ষতির ক্ষেত্রে ভারী মূল্য। কোন কিছুই বৃহত্তর জনসাধারণের হতাশার কারণ হয় না এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি জনগণের বিশ্বাসকে আরও বেশি নাড়া দেয় এবং এই দায়িত্বপ্রাপ্তদের দেখার চেয়ে এর কাজের প্রতি তাদের আস্থাকে ক্ষুণ্ণ করে। স্ব-উন্নয়ন এবং ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির জন্য তাদের কর্তৃত্ব ব্যবহার করে জনগণের দ্বারা অফিসে নির্বাচিত হওয়ার মাধ্যমে ক্ষমতা। সম্প্রতি উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় অর্থনীতির সাথে মুক্ত হওয়া দেশগুলিতে প্রশাসনের বিশুদ্ধতার অনেক বেশি তাৎপর্য রয়েছে।"

(১) ১৮ তম ফিরোজ গান্ধী স্মারক বক্তৃতা।

জরুরী-ভিত্তিক উপ-শ্রেণীবিভাগের বিরুদ্ধে মামলাটি বলার পরে, আমি এখনও মনে করি যে সাংবিধানিক নীতির ভিত্তিতে, সিদ্ধান্তের দ্বারা পবিত্র, এই অস্থায়ী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা বা উদ্ধার করা সম্ভব যা একটি ক্ষতিকারক সময়ের মধ্যে অপরাধ এবং অপরাধীদের বিচ্ছিন্ন করে বাকি থেকে যারা একই অশুভ বৈশিষ্ট্য ভাগ করে। যখন একটি পরিত্রাণমূলক বিকল্প পাওয়া যায়, আদালতের এটির জন্য নির্বাচন করা উচিত যখন আক্রমণটি অনুচ্ছেদ ১৪ এর অধীনে থাকে, বিকল্প দ্বারা নির্ধারিত সত্যের অনুমানগুলি যুক্তিসঙ্গত, অযৌক্তিক নয়। প্রস্তাবনায় এক্স-রে করা জরুরী অবস্থার শারীরস্থান হল সমস্ত অন্ধকার ছায়া যা, কল্পনামূলকভাবে পড়লে, এমন পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যায় যা সম্ভাব্য, এমনকি সম্ভাব্য এবং সহজেই অনুমানযোগ্য। কল্পনা করুন, তাহলে, সর্বব্যাপী পুলিশ, এম আই এস এ-এর অস্পষ্ট অথচ সর্বশক্তিমান ক্ষমতার অধীনে কাজ করে, কর্তৃপক্ষের প্রতি অ্যালার্জিযুক্ত মানুষকে ধরে নিয়ে যায় এবং কোনো ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়াই বা নিছক উন্মত্ততার জন্য তাদের গোপন কারাগারে সীমাহীন কারাগারে নিষ্ক্ষেপ করে! কোনো আদালতকে বেআইনি বলা কোনও আদেশকে বা ভয়ঙ্কর নির্ঘাতন বন্ধ বা উচ্চ-হাত অযৌক্তিক বিরোধ করতে পারে না! যদি এটি একটি সম্ভাব্য বিপদ হয়, স্বাভাবিকভাবেই একটি বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হয় এবং দায়বদ্ধ ক্ষমতা একবার খুলে না গেলে, এই ধরনের অপব্যবহারের উদ্বোধন এবং বৃদ্ধি একটি বাধ্যতামূলক ধারাবাহিকতায় পরিণত হয়। সাংবিধানিক স্বৈচ্ছাচারিতা শালীন গণতন্ত্রের অপমান। জনগণের স্নায়বিক বিপর্যয়ের সেই অবস্থায়, বক্তৃত্তা ছাড়া, আন্দোলন ছাড়া, নিরাপত্তা ছাড়া সবকিছুই অনিশ্চিতভাবে কিছু কিছু মনোবিজ্ঞানীর উপর নির্ভরশীল বাস্তবিক ক্ষমতা, আদালতে যাওয়ার এবং দুর্নীতি বা অপব্যবহারের জন্য কর্তৃত্বে একজন নিরঙ্কুশের বিরুদ্ধে মামলা করার অধিকার ক্ষমতা অলীক। আপনি যদি উচ্চ পদে থাকা অপরাধের বিরুদ্ধে কথা বলেন, যদি আপনি ক্ষমতার অপব্যবহারের বিষয়ে আদালতে অভিযোগ করেন, তাহলে আপনাকে তাৎক্ষণিক আটক এবং গোপন নির্ঘাতন, বিচার বিভাগীয় ত্রাণ এবং প্রেস পাবলিসিটি লক-জায়েড দিয়ে স্বাগত জানানো হতে পারে। যদি এইসব ভয়ঙ্কর ঘটনা ধরে নেওয়া হয়, তাহলে জরুরি অবস্থা, মরসুম এবং এই বিলের আওতায় থাকা জঘন্য অপরাধের মধ্যে একটি ক্ষতিকর সম্পর্ক থাকতে পারে। হতে পারে, এই ভীতিকর অনুমানগুলি অতিরঞ্জিত কিন্তু উত্পাদিত তদন্ত প্রতিবেদন এবং বিচারপতি ফজল আলী এর আগে উদ্ভূত পর্যবেক্ষণগুলি একজন বিচারককে কাল্পনিক বলে বরখাস্ত করার অনুমতি দেয় না। এটি অনুসরণ করে যে পার্থক্য এবং বস্তুর মধ্যে একটি সম্পর্ক অনুমান করা খুব বেশি পুনর্নির্মাণ নয়।

সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য স্পষ্টভাবে সংকুচিত হতে পারে। যদি একজন জরুরী কর্তৃত্ববাদের দুর্নীতিবিরোধী আইনের অধীনে একটি অপরাধমূলক 'ডিল' থাকে এবং একজন জ্ঞানী নাগরিক আদালতে অভিযোগ দায়ের করেন বা দুর্নীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি নির্বাহী পদক্ষেপকে বিরোধ করে একটি রিট আবেদন দায়ের করেন অসং হিসেবে তবে এটি তার বাড়ি ফেরার পথে ছিল একটি অতিথিপরায়ণ লক-আপ বা ক্ষুধার্ত বন্দী শিবির বা ভয়ঙ্কর নির্ঘাতন সেলে বিমুখ করা যেতে পারে। একজন মানুষের বিল্ডিং যদি একজন অপরাধী কর্তৃত্ববাদের দ্বারা পরিচালিত হৃদয়হীন বুলডোজার দ্বারা পুলিশের ধুমধাম করে ভেঙ্গে যায়, তাহলে কীভাবে অপরাধমূলক অনুপ্রবেশ বা গুরুতর দুষ্কর্মের তথ্য একই পুলিশ বা ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে মামলা দায়ের করা হবে যদি ম্যানেকলের পরিণতি

হয়? আইনের শাসন কাগজে কলমে টিকে থাকতে পারে কিন্তু আতঙ্কিত হয়ে লুকিয়ে থাকে যেখানে আইনি প্রক্রিয়ার আহ্বানের মজুরি প্রশ্নাতীত কারাবাস। আপনি আদালতে যেতে পারেন তবে আপনি যখন বাইরে আসবেন তখন একটি পেনটেনশিয়ারিতে ভাড়াটিয়া নিশ্চিত করুন। এই বিপদজনক সম্ভাবনা অতিরঞ্জিত হতে পারে কিন্তু কিছু ভিত্তি ছিল, এবং ভয় প্রতিকার বইতে ভাঁজ করে। এইভাবে 'জরুরী বাড়াবাড়ি'-এর ভীতিকর দৃশ্যকল্পের সাথে কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া এবং অপব্যবহারের বিচার বিভাগীয় চেকগুলি ঘুমিয়ে যাওয়ার সময় দুর্নীতি ও দমন-পীড়নের বৃদ্ধির সাথে একটি সম্পর্ক ছিল। যখন পুরুষরা বুঝতে পারে যে বকৃত্তা লোহা এবং নীরবতা রূপের টুকরো, তারা বধির এবং বোবা হয়ে যায়, আইনের বই সত্ত্বেও।

শ্রেণীবিভাগ বহাল রাখার আরেকটি ভালো কারণ হল রাষ্ট্রের ক্ষমতার বৈধতা একটি ব্যস্ত পর্যায় বাছাই করার জন্য, একটি হাইপার-প্যাথলজিকাল পিরিয়ড, আর্থিক বন্যা এবং সেই বানানটিকে একাই চিকিত্সা করা, অন্যান্য আক্রমণাত্মক সময়গুলিকে তাদের কম আঘাতের কারণে একা রেখে দেওয়া। এটি ডিগ্রি এবং মাত্রার প্রশ্ন। আশ্বিকা মিলসের এই আদালত (১) পর্যবেক্ষণ করেছেন:

"জনাব বিচারপতি হোমস, নিম্ন-অন্তর্ভুক্ত শ্রেণীবিভাগের সহনশীলতার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন যে এই ধরনের আইন আদালতের দ্বারা বিরক্ত করা উচিত নয় যদি না এটি স্পষ্টভাবে দেখতে পায় যে আইনের জন্য কোন ন্যায্য কারণ নেই যার জন্য সমান শক্তির সাথে এর সম্প্রসারণের প্রয়োজন হবে না। কি, তাহলে ন্যায্য কারণ অ-সম্প্রসারণের? তখন আদালতের কী করা উচিত যখন এটি মুখমথি হয় আইন তৈরির একটি অন্তর্ভুক্ত শ্রেণীবিভাগ অর্থনৈতিক এবং এর ক্ষেত্রে। করা উচিত কি, এর রায়ের দ্বারা আইনসভাকে চাপ দিয়ে নিষ্ক্রিয়তা বা পরিপূর্ণতার মধ্যে নির্বাচন করতে বাধ্য?"

আইনসভাকে প্রশাসনিক সংস্থাগুলির উপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে না যা সম্পাদন করা যায় না বা যা একক আঘাতে বৃহৎ পরিসরে সম্পন্ন করা আবশ্যিক।

"যদি আইনটি সম্ভবত মন্দকে আঘাত করে যেখানে এটি সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয়, তবে এটিকে উৎখাত করা হবে না কারণ এটি প্রয়োগ করা হতে পারে এমন অন্যান্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। এমন কোনও মতবাদের প্রয়োজন নেই যে আইনটি সমস্ত আলিঙ্গনপূর্ণ শর্তে মেনে চলা উচিত।"

(ওয়েস্ট কোস্ট হোটেল কোম্পানি বনাম প্যারিশ দেখুন) (২)

জরুরী অবস্থা ক্ষমতার অপরাধমূলক অপব্যবহারের সাক্ষী ছিল, তাই সম্ভাবনা বলে, আগে বা পরে যা শোনা যায়নি। অতএব, এই অশুভ সময়টি আইনী পৃথকীকরণ এবং বিশেষ চিকিত্সার জন্য নিজে থেকে ধার দেয়। জনাব বিচারপতি ম্যাথিউ সমতাবাদের বাস্তববাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হিসাবে নির্বাচনী চিকিত্সার আইনশাস্ত্র অন্বেষণ করেছেন। বিল হল একটি পাঠ্যপুস্তকের নির্দেশের উদাহরণ: (৩)

(১) [১৯৭৪] এস. সি. আর. ৭৮ এ ৭৬০।

(২) ০০ ইউএস ৭৯, ৪০০।

(৩) গুজরাট বনাম আশ্বিকা মিলস লিমিটেড [১৯৭৪] এস. সি. আর. ৭৮২-৭৮ এ ৭৬০।

"অন্তর্ভূত শ্রেণীবিভাগ দ্বারা অনুমোদিত একটি সাধারণ সমস্যার জন্য টুকরো টুকরো পদ্ধতিটি ন্যায্য বলে মনে হয় যখন এটি বিবেচনা করা হয় যে এই জাতীয় সমস্যাগুলির সাথে আইনী মোকাবেলা করা সাধারণত একটি পরীক্ষামূলক বিষয়া এটা বলা অসম্ভব একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি কতটা সফল হতে পারে, কী স্থানচ্যুতি ঘটতে পারে, কি কি ফাঁকি তৈরি হতে পারে। প্রশাসনিক উপযোগীতাগুলিকে জাল করা এবং পরীক্ষা করা উচিত। বিধায়ক এই কারণগুলিকে স্বীকৃতি দিয়ে, সাবধানে এগিয়ে যেতে পারে, এবং আদালতগুলিকে অবশ্যই তা করার অনুমতি দিতে হবে।

অবৈতনিক সঞ্চয়পত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক সুবিধা একটি ফ্যাক্টর যা শ্রেণীবিভাগ যুক্তিসঙ্গত কিনা তা বিচার করার জন্য বিবেচনায় নেওয়া উচিত। একটি আইন একটি সময়ে একটি পদক্ষেপ নিতে পারে সমস্যাটির পর্যায়ে নিজেকে সম্বোধন করতে যা আইনসভার মনে সবচেয়ে তীব্র বলে মনে হয়। অতএব, একটি আইনসভা আবেদন বা প্রতিকারের জন্য একটি ক্ষেত্রের শুধুমাত্র একটি ধাপ নির্বাচন করতে পারে।<sup>(১)</sup>

এটা মনে রাখা যেতে পারে যে অনুচ্ছেদ ১৪ এর প্রয়োজন নেই যে প্রতিটি নিয়ন্ত্রক আইন একই ব্যবসায় সকলের জন্য প্রযোজ্য; যেখানে আকার হল মন্দ কাজের একটি সূচক যেখানে আইন নির্দেশিত হয়, বৃহৎ এবং ছোটের মধ্যে অপরাধ অনুমোদিত, এবং সংস্কারের জন্য এক সময়ে একটি পদক্ষেপ নেওয়াও অনুমোদিত, সমস্যাটির পর্যায়ে নিজেকে সম্বোধন করা যা আইনসভার মনে সবচেয়ে তীব্র বলে মনে হয়।

আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ তার ক্ষেত্রের মধ্যে কাজ করে এমন সব ক্ষেত্রে তার নিয়ন্ত্রণ প্রসারিত করতে বাধ্য নয় যেখানে এটি পৌঁছাতে পারে। আইনসভা ক্ষতির মাত্রাগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য স্বাধীন এবং এটি সেই শ্রেণীগুলির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতাগুলিকে সীমাবদ্ধ করতে পারে যেখানে প্রয়োজনটি সবচেয়ে স্পষ্ট বলে মনে হয়েছিল (দেখুন মিউচুয়াল লোন কো. বনাম মার্চেল) (২)।

সংক্ষেপে, আইনী শ্রেণীবিভাগের সমস্যা একটি বহুবর্ষজীবী সমস্যা, কোন মতবাদের সংজ্ঞা নেই। একই ক্ষেত্রের অশুভর বিভিন্ন মাত্রা এবং অনুপাতের হতে পারে যার জন্য বিভিন্ন প্রতিকারের প্রয়োজন হয়। অথবা তাই আইনসভা ভাবতে পারে (টিগনার বনাম টেক্সাস দেখুন) (৩)।

একবার একটি উদ্দেশ্যকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতার মধ্যে থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে, তবে, শ্রেণীবিভাগের বাইরে কাজ করা কেবলমাত্র বিচারিক নেতিবাচক দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

(১) হ্যারিসন-অ্যালেনটাউন বনাম ম্যাকগিনলি, ৬৬ ইউ.এস. ৫৮২, ৫৯২ থেকে দুই ছেলে।

(২) ৫৬ L.Ed. ১৭৫, ১৮০।

(৩) ১০ ইউ.এস ১৪১।

আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি এমন হতে পারে না যে রাষ্ট্রকে হয় সমস্ত ব্যবসা, এমনকি সমস্ত সম্পর্কিত ব্যবসাগুলিকে এবং একইভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, বা একেবারেই নয়। একটি নির্দিষ্ট উপর আঘাত করার প্রচেষ্টা অর্থনৈতিক মন্দ তার পরিপ্রেক্ষিতে একটি উত্তেজনাপূর্ণ ট্রেন বহন করার প্রয়োজনীয়তা দ্বারা বাধা হতে পারে না, কিছু এবং ব্যয়বহুল প্রবিধান সংযুক্ত বা অনুরূপ সমগ্র পরিসীমা কভার করে উদ্যোগ।"

"সব বা কিছুই" অকার্যকর অনমনীয়তার দিকে নিয়ে যেতে পারে। নীতিগত সমঝোতা আইনে অনুমোদিত যেখানে অ-আলোচনাযোগ্য মৌলিক বিষয়গুলিকে হস্তক্ষেপ করা হয় না। এই আলোকে প্রশ্নবিদ্ধ বিলটি সাংবিধানিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

জরুরী অবস্থার আগে ও সময়কার অপরাধের বুনন একই, অপরাধের প্রেরণা ও গঠন ভিন্ন নয়। কিন্তু, আমার দৃষ্টিতে, বিশেষ আইনটি যেটি বৈধতা দেয় তা হল তৎকালীন অবস্থার অস্বাভাবিকতা, দুর্নীতিমূলক কার্যক্রমের নিবিড় পর্যায় এবং পুরানো অপরাধগুলি খননের অযোগ্যতা। আঞ্চিক মিলস (সুপ্রা) হল শ্রেণীবিভাগের বিচারিক ন্যায্যতা।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, বিলটি কিছু ক্ষেত্রে অসাংবিধানিকতার (অনুচ্ছেদ ১৪) কাছাকাছি বিপদজনকভাবে ঘোরানো করে, তবে নজিরগুলির মূলে থাকা বাস্তববাদী নীতির প্রয়োগের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। তবুও, ন্যায়ই থেকে সামাজিক ন্যায়ই ভালভাবে করা হয়ই স্থায়ী আইনের দ্বারা শক্ত ভাবে এবং তৎক্ষণাৎ মোকাবিলা করার জন্য অতি-রাজনৈতিক অপরাধীদের সাথে, যেহেতু এই 'অস্পৃশ্য' এবং 'অনুপস্থিত\*' পাওয়ারওয়ান্ডাররা উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ডেভলপমেন্টের অশুভ অথচ অবিরাম সঙ্গী হয়ে উঠেছে। আরও কিছু করা বাকি আছে যদি জানার অধিকার এবং প্রকাশ ও প্রকাশের অধিকারটি উপলব্ধ প্রতিকারের প্রকৃত অভিজ্ঞ হতে পারে, অনুপস্থিত যা আইনের শাসন উজ্জ্বল করে লাইব্রেরি তে, মানুষের মধ্যে না।

ছাগনলাল মগনলাল (১) সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত রেফারেন্স, যা বিজ্ঞ প্রধান বিচারপতির করা পদ্ধতির থেকে কিছুটা ভিন্ন আলোকে উপস্থাপন করা, আমি শেষ করার আগে উপযুক্ত কারণ সেখানে যুক্তির একটি স্ট্র্যান্ড ছিল যে উভয় পদ্ধতিই যদি যথেষ্ট ন্যায্য এবং সমান হয়। তাদের কঠিন প্রক্রিয়া শ্রেণীবিভাগীয় বৈষম্যের স্ফোরের উপর বিধান সাংবিধানিক ক্যাভিলের বাইরে ছিল। এই, মহান সম্মান সঙ্গে, সুযোগ। এটা বোধগম্য যে একটি বৈধ শ্রেণীবিভাগ দেওয়া হলে, এক বা অন্য বিকল্প পদ্ধতি ব্যবহার করার সুযোগ ভাল-এ লা ছাগনলাল মগনলাল। সেক্ষেত্রে, পাবলিক সম্পত্তির দ্রুত পুনরুদ্ধার ছিল গোষ্ঠীবদ্ধকরণের ভিত্তি এবং সেই গোষ্ঠীর মধ্যে, দুটি বিকল্প পদ্ধতির মধ্যে একটি, বোঝা বা সুবিধার ক্ষেত্রে কমবেশি অনুরূপ, উপযুক্ত ছিল।

(১) ছাগনলাল মগনলাল (পি) লিমিটেড বনাম বৃহত্তর বোম্বে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং ওআরএস। [১৯৭৫] ১ এস. সি. আর. ১.

সহজ নির্গমনের লক্ষ্য সম্পর্কিত যুক্তিসঙ্গত ভিত্তিতে প্রাথমিক শ্রেণিবিন্যাস অনুপস্থিত, ছাগনলাল মগনলাল (সুপ্রা) একটি ভিন্ন কোর্স চালাতেন।

ছাগনলালের একটি সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ এখানে কাম্য। আমি ছাগনলালকে এমনভাবে পড়ি না যাতে এর মূল অপ্রয়োজনীয় হয়। এই মামলাটি প্রথমে এই ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগকে ন্যায্যতা দেয় যে সরকারী সম্পত্তি নিজেই একটি শ্রেণী এবং এই পার্থক্যটি দ্রুত পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যের সাথে একটি যৌক্তিক সম্পর্ক ছিল। ছাগনলাল অনুপাতের আরেকটি অঙ্গ হল যে একটি বৈধ শ্রেণীবিভাগ নিপীড়নমূলক বা স্বৈচ্ছাচারী পদ্ধতির ছাড়পত্র নয়। এটি ধরে রাখার দ্বারা যত্ন নেওয়া হয় যে নির্ধারিত বিশেষ পদ্ধতিটি খুব কঠিন নয়। এবং তৃতীয়ত, বিশেষ চিকিত্সার জন্য বাছাই করা ক্লাসের মধ্যে কোনও বৈষম্য নেই কারণ উভয়ই যথেষ্ট ন্যায্য এবং একই রকম। এই অর্থে এই রায়টি বোঝার জন্য যে একবার পদ্ধতিগুলি যথেষ্ট পরিমাণে সমান হয়ে গেলে, বৈষম্য এবং বৈধ শ্রেণিবিন্যাসের কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না, বেশিরভাগ আলোচনাকে অপ্রয়োজনীয় করে তুলতে হবে। পুরো আলোচনাটিকে প্রাসঙ্গিকভাবে ধরে রাখতে আমাদের এর তিনটি অঙ্গকে সামগ্রিকভাবে দেখতে হবে। সুতরাং, পদ্ধতির মৌলিক ন্যায্যতা প্রয়োজন। বস্তুর সাথে একটি বোধগম্য পার্থক্য এবং বুদ্ধিমান সম্পর্ক সহ একটি বৈধ শ্রেণিবিন্যাস প্রয়োজন। ত্রিভুজটির তৃতীয় অংশ হল যে ক্লাসের মধ্যে একজনের জন্য আরও কঠিন পদ্ধতি এবং অন্যটির জন্য যথেষ্ট ভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করার কোন সম্ভাবনা থাকা উচিত নয়। এই এলাকায় স্বৈচ্ছাচারিতা এছাড়াও অনুচ্ছেদ ১৪ এর লঙ্ঘন।

এমনকি আমাদের বর্তমান ক্ষেত্রেও, ধরে নিলাম যে বিলের অধীনে এবং সাধারণ বিধির অধীনে সুবিধাগুলি সমানভাবে ন্যায্য, সরকার কি মানচিত্রের বিন্দু বা প্রথম অক্ষরের ভিত্তিতে সাধারণ আদালত বা বিশেষ আদালতে একটি বা অন্যটিকে অভিযুক্ত করতে পারত তাদের নাম, তাদের গায়ের রঙ নাকি অ-জ্ঞান? না। অনুচ্ছেদ ১৪ এর গ্যান আক্ষিক ধারণাকে সহ্য করবে না। শ্রেণীবদ্ধ বা ধ্বংস, সংবিধানের অধীনে অনমনীয় সমতা থেকে বৈধ অব্যাহতির সনাতন পরীক্ষা।

আমি শেষ করার আগে, আমাকে অবশ্যই বিচারক সিংহালের যুক্তির শক্তি স্বীকার করতে হবে, মনোনীত বিচারকদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী আবেদন। আমি এই দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজি আছি যে রেফারেন্স দ্বারা উত্থাপিত সমস্যার জট পাকানোর নিশ্চিত সমাধান, বিলের বর্তমান উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, উচ্চ আদালতকে নতুন এখতিয়ারের অভিভাভক করা। যুক্তিটি চলার সাথে সাথে এই পরামর্শটি উত্থাপিত হয়েছিল কিন্তু ভারতের ইউনিয়নের কোঁসুলি আদালতকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে বেঞ্চ থেকে প্রকাশিত অস্থায়ী ধারণার প্রতি শ্রদ্ধাশীল

বিবেচনা করা হবে, এর বেশি নয়। সাংবিধানিক মামলা দ্রুত বিচারের উদ্দেশ্যকে পরাজিত করার ঝুঁকি বিবেচিত পরামর্শ উপেক্ষা করার মূল্য হতে পারে। উচ্চ আদালত বা উচ্চ আদালত থেকে নির্বাচিত বিচারপতিদের উপর আস্থা রাখা এবং সাংবিধানিক বিচারের মুখোমুখি হওয়া সংসদের গ্যানের জন্য। আমি আর বল না যারা জবাবদিহিমূলক বিচার বিভাগীয় স্বায়ত্তশাসন লালন করেন তাদের জন্য চিন্তা করার কিছু আছে, যারা বিচারপতি শিংগাল, এর দ্বারা প্রকাশ করা আশঙ্কায় যে এই যন্ত্রের স্বাধীনতার উপর সূক্ষ্ম সীমাবদ্ধতা একটি মৌলিক মূল্যের সাথে সাময়িকভাবে পরিণত হতে পারে। যদিও আমি বিজ্ঞ বিচারকের যুক্তিতে মুগ্ধ, আমি বিন্দু উচ্চারণ থেকে বিরত থাকি।

আমি বিজ্ঞ প্রধান বিচারপতির সাথে একমত, যদিও আমি কিছু ভিন্ন কারণ দিচ্ছি।

বিচারপতি উন্টওয়ালিয়া - আমি বিজ্ঞ প্রধান বিচারপতি কর্তৃক প্রদত্ত মতামতের সাথে সম্পূর্ণরূপে একমত একটি বিষয় ছাড়া, যা আমার দৃষ্টিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক প্রকৃতির। আমি, অতএব, এই প্রশ্নে আমার পৃথক মতামত প্রদান করতে এগিয়ে যাই।

রেফারেন্সের শুনানির সময় হস্তক্ষেপকারীদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত কিছু কারিগরি আপত্তি দূর করতে এবং অন্যান্য চারটি পরামর্শ দিয়েছেন আদালত। তিনটি ভারত সরকারের পক্ষে উপস্থিত সলিসিটর জেনারেলের দ্বারা লিখিতভাবে গৃহীত হয়েছিল, যা সমস্ত অভিপ্রায় এবং উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতিকে বোঝায়। একটি সম্পর্কে, আমাদের বলা হয়েছিল যে এটি এখনও সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। আমার কাছে মনে হয় যে আদালতের তিনটি পরামর্শ যা গৃহীত হয়েছিল তা ছিল সাংবিধানিক সমস্ত সম্ভাব্য বিরোধগুলিকে এড়াতে। এক বা অন্য কারণে বিলের বৈধতা। চতুর্থটি মূলত আইনের কিছু বিধানের পিছনে প্রজ্ঞার সাথে সম্পর্কিত। আমার বিদ্বান ভাই বিচারপতি সিংহল, একটি বিষয়ে তার পৃথক মতামত লিপিবদ্ধ করেছেন যেটির সাথে চতুর্থ পরামর্শটি আদালত পাস করার সময় দিয়েছিল। আমি তার মতামতের সাথে একমত নই, এবং আমি সেই প্রসঙ্গে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে বলছি। আমার মতে বিলটি সেই অ্যাকাউন্টে কোনো অবৈধতার শিকার হয় না। আমার এই বিষয়টির সাথে বিস্তারিতভাবে মোকাবিলা করার দরকার নেই কারণ আমি সেই বিষয়েও সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতে যা বলা হয়েছে তার সাথে আমি শ্রদ্ধার সাথে একমত। ফেডারেল আদালত বা এই আদালতের দ্বারা উত্তর দেওয়া পূর্ববর্তী রেফারেন্সগুলির মধ্যে কোনটিতে এই বিশেষ রেফারেন্সে যা ঘটেছে তার সাথে সাদৃশ্য বা অভিন্ন নজির পাওয়া যায় না। আদালতের কাছ থেকে কিছু পরামর্শ দেওয়ার পদ্ধতি অবলম্বন করার মধ্যে কোন ক্ষতি নেই যা একটি বিলের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সাংবিধানিক আক্রমণকে ধ্বংস করতে পারে। সংবিধানের ১৪৩ অনুচ্ছেদের অধীনে সমস্ত রেফারেন্সে এই ধরনের একটি কোর্স গ্রহণ করা প্রয়োজন বা এমনকি যুক্তিযুক্ত নাও হতে পারে। কিন্তু যদি কিছু ক্ষেত্রে এটি করা সমীচীন হয়,, আমার মতে তাত্ক্ষণিকভাবে এটি ছিল তাই, আমি মনে করি, সরকার যদি মনে করে যে বিলটি থেকে প্রযুক্তিগত ত্রুটি দূর করতে এটি জনসাধারণের অনেক সময় এবং অর্থ সাশ্রয় করে। তা করতে রাজি। অবশ্যই বিলটি নিজেই একটি আইন নয়। সংসদে পাস হলে এটি একটি আইন হবে। কিন্তু এমনকি বিলের পর্যায়ে যখন এই আদালতের

মতামত চাওয়া হয়, আমার কাছে এটি বেশ অনুমোদনযোগ্য বলে মনে হয় প্রদত্ত ক্ষেত্রে কিছু পরামর্শ দেওয়ার জন্য এবং তারপরে সরকার কর্তৃক গৃহীত পরামর্শগুলির গৃহীত হওয়ার ভিত্তিতে রেফারেন্সের উত্তর দিতে হবে। অন্যথায়, আমার মতে, এই আদালতের পক্ষে রেফারেন্সের উত্তর দেওয়া বেমানান কারণ এটি আদালতের পরামর্শের সাথে সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া ছাড়গুলিকে বিবেচনায় না নিয়ে। এটা প্রতীয়মান যে তিনটি দুর্বলতাই সংখ্যাগরিষ্ঠের মত উত্তর নং ৩-এ নির্দেশ করেছে সরকার কর্তৃক লিখিতভাবে গৃহীত হওয়ার পরে টি অদৃশ্য হয়ে যায় যে কথিত তিনটি দুর্বলতা, যথা, ৩(ক), ৩(খ) এবং ৩(গ) সম্পর্কে আদালতের দেওয়া তিনটি পরামর্শ বিল থেকে বাদ দেওয়া হবে।

যাইহোক, আমি এই বিষয়টিকে বিশদভাবে মোকাবিলা না করেই যোগ করতে চাই যে উল্লিখিত দুর্বলতার যোগ্যতার বিষয়ে আমি সম্মত যে ৩(গ), অর্থাৎ, একটি বিশেষ আদালত থেকে অন্য আদালতে মামলা স্থানান্তরের বিধানের অনুপস্থিতি, পদ্ধতিটিকে অন্যায্য বা স্বৈচ্ছাচারী করে তোলে। কিন্তু বর্তমানে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, আমি সম্মত নই যে কথিত দুর্বলতা ৩(ক) এবং ৩(খ) পদ্ধতিটিকে অন্যায্য বা স্বৈচ্ছাচারী করে তোলে। আমার গভীর সন্দেহ আছে যে এটি সেই ক্ষেত্রে কিনা। যেভাবেই হোক, আমার মতে, ভারত সরকার কর্তৃক গ্রহণযোগ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর তে গণনা করা তিনটি দুর্বলতার (ক), (খ) এবং (গ) মধ্যে যেকোনও পদ্ধতিটি অন্যায্য বা স্বৈচ্ছাচারী হওয়ার প্রশ্ন নেই রেফারেন্সের শুনানির সময় আদালত থেকে আসা পরামর্শের। এই রেফারেন্সের পরিপ্রেক্ষিতে রেফারেন্সটি সংশোধিত হয়েছে তা ধরে রাখতে আমি কোন অসুবিধা দেখি না এবং আমাদের এখন সংশোধিত রেফারেন্সের উত্তর দিতে হবে যার অর্থ রেফারেন্স যেন প্রস্তাবিত বিলটি সরকার কর্তৃক প্রদত্ত তিনটি ছাড়কে অন্তর্ভুক্ত করে। এইভাবে বিলে নির্ধারিত পদ্ধতি, নিঃসন্দেহে, ন্যায়সঙ্গত এবং ন্যায্য হয়ে ওঠে এবং আর কোন অর্থেই স্বৈচ্ছাচারী থাকে না।

বিচারপতি শিংহাল,- আমার প্রভু প্রধান বিচারপতির রায়ের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সুবিধা ছিল এবং রেফারেন্সের রক্ষণাবেক্ষণ, সংসদের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা এবং উত্থাপিত যুক্তিগুলির বিষয়ে আমি তাঁর দ্বারা উপনীত সিদ্ধান্তের সাথে একমত সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪ এর রেফারেন্স সহ। আমি আরও সম্মত যে বিলটি আমার প্রভুর রায়ের সমাপ্তি অনুচ্ছেদের উপ-অনুচ্ছেদের (৩) এর (ক) থেকে (গ) তে উল্লিখিত তিনটি ক্রটির কারণে ভুগছে তবে এটা আমার কাছে প্রতীয়মান হয় যে বিল বা এর কোনো বিধান অন্যথায় অসাংবিধানিক কিনা সেই প্রশ্নটি রেফারেন্সের অধীনে প্রশ্নটির সমানভাবে রয়েছে এবং আমাদের সামনে অগ্রসর হওয়া অন্যান্য যুক্তিগুলির আলোকে বিবেচনার প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে আমি মনে করি যে, যে কারণে, বিলের শর্ত ৫ এবং ৭ অনুচ্ছেদগুলি যে কোনও ক্ষেত্রে, সাংবিধানিকভাবে অবৈধ, এমনকি যদি প্রধান বিচারপতি দ্বারা নির্দেশিত তিনটি আপত্তিকর বিধান বিজ্ঞ সলিসিটরের জেনেরাল বর্ণিত লাইনে সংশোধন করা হয়।

একটি রেফারেন্স বিলের উদ্দেশ্য এবং কারণের বিবৃতির দেখায় যে এটি "অতিরিক্ত আদালত" তৈরি করার জন্য বোঝানো হয়েছে যা "একচেটিয়াভাবে এতে উল্লিখিত অপরাধের শ্রেণী মোকাবেলা করবে। এই ধরনের বিশেষ আদালত গঠনের প্রয়োজনীয়তাকে ন্যায্যতা দেওয়ার সময়, এটি বলা হয়েছে যে "আদালতের ক্যালেন্ডারগুলি" "জটপূর্ণ" এবং "শক্তিশালী অভিজুক্ত" মামলা নিষ্পত্তিতে অনেক বিলম্ব ঘটাতে সক্ষম এবং যে ব্যক্তির দেশে উচ্চ রাজনৈতিক বা সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাদের প্রকৃত চরিত্রের প্রয়োজন ছিল এবং অপরাধ করেছে "যদি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে টিকে থাকতে হয় এবং রাজনৈতিক জীবনকে শুদ্ধ রাখতে হয় তবে তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নির্বাচকদের জানাতে হবে।" বিলের প্রস্তাবনা পুনঃপ্রেরণ করে না "শক্তিশালী অভিজুক্ত" মামলা নিষ্পত্তিতে অনেক বিলম্বের কারণ, কিন্তু "কাজের ভিড়" উল্লেখ করে এবং বলে যে "অন্যান্য কারণ" ছিল যার জন্য এটি যুক্তিসঙ্গতভাবে আশা করা যায় না যে ব্যক্তির উচ্চ সরকারী বা রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাদের বিচার হবে একটি "দ্রুত সমাপ্তি" তে নিয়ে আসা। তাই স্পষ্ট যে "সাধারণ ফৌজদারি আদালত" যদি কাজের সাথে ভিড় না হত, তবে তাদের প্রস্তাবনাটির অষ্টম আবৃত্তিতে উল্লেখ করা "কিছু পদ্ধতিগত পরিবর্তন" সহ মামলাগুলির বিচার করার অনুমতি দেওয়া হত। উদ্দেশ্য এবং কারণের বিবৃতিতে "প্রক্রিয়াগত পরিবর্তন" এর কোন উল্লেখ নেই এবং তারা সেই বিবৃতির ভিত্তি তৈরি করেনি। যেকোনো ক্ষেত্রেই সাধারণ ফৌজদারি আদালতগুলিকে তাদের নিজ নিজ এখতিয়ারের মধ্যে বিলে উল্লিখিত অপরাধের বিচার থেকে বাদ দেওয়ার কারণ, ফৌজদারি কার্যবিধি ১৯৭৩, এর ধারা ১৭৭ এর বিধান অনুসারে, কাজের যানজট এবং তাদের নিকৃষ্ট মর্যাদা বা এই মামলাগুলি মোকাবেলা করার অক্ষমতা নয়। বিলের উদ্দেশ্য তাই "সাধারণ ফৌজদারি আদালত" হিসাবে একই বিভাগের অতিরিক্ত আদালত তৈরি করা এবং বিচারে এড়ানো যায় এমন বিলম্ব বাদ দেওয়ার জন্য সেই প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনীয় বিবেচনা করা যেতে পারে এমন কোনও পদ্ধতিগত পরিবর্তন করে পরিবেশন করা হত।

সাধারণ জনাকীর্ণ ফৌজদারি আদালতকে আরও কাজের বোঝা থেকে বাঁচাতে এবং চিন্তাভাবনা করা মামলাগুলিকে দ্রুত সমাপ্ত করার জন্য এই ধরনের অতিরিক্ত আদালত তৈরি করা হলে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। এটি বিদ্যমান আইনে অনুমোদিত ছিল এবং বর্তমান বিলটি সংসদে উত্থাপন করার প্রয়োজন হতো না। এবং এমনকি যদি কিছু "প্রক্রিয়াগত পরিবর্তন" প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়, তবে সেগুলি সেই কাঠামোর মধ্যে কাজ করা যেত এবং সেই সীমিত উদ্দেশ্যে একটি ভিন্ন বিলে অন্তর্ভুক্ত করা যেত।

কিন্তু তা সন্তোষজনক বলে বিবেচিত হয়নি এবং বিলে "বিশেষ আদালত" গঠনের বিধান রয়েছে। শর্ত ২ এবং ৭ যা বিবেচনাধীন বিষয়ের উপর নির্ভর করে, নিম্নরূপ হিসেবে পঠিত-

"২. কেন্দ্রীয় সরকার বিজ্ঞপ্তি দ্বারা বিশেষ আদালত নামে পর্যাপ্ত সংখ্যক আদালত তৈরি করা।

৭. একটি বিশেষ আদালতের সভাপতিত্ব করবেন ভারতের একটি উচ্চ আদালতের একজন বর্তমান বিচারক বা একজন ব্যক্তি যিনি ভারতের একটি উচ্চ আদালতের বিচারক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং ভারতের প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ করে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন।"

বিলে যে বিশেষ আদালতের কথা বলা হয়েছে, সেগুলি হল এমন আদালত যেগুলির মতো ফৌজদারি কার্যবিধি বা অন্য কোনও আইনে সরবরাহ করা হয়নি এবং প্রকৃতপক্ষে দেশের ফৌজদারি আইন সম্পর্কে অজানা। প্রশ্ন হল আমাদের সংবিধানে এই ধরনের আদালত গঠনের কথা বলা হয়েছে কিনা।

সংবিধানের V অংশ "দ্য ইউনিয়ন" নিয়ে কাজ করে, আর এর প্রথম অধ্যায় "দ্য এক্সিকিউটিভ" নিয়ে, দ্বিতীয় অধ্যায় "সংসদস" এবং চতুর্থ অধ্যায় "দ্য ইউনিয়ন জুডিশিয়ারি" নিয়ে কাজ করে। অনুচ্ছেদ ১২৪(১) বিধান করে যে "ভারতের একটি সর্বোচ্চ আদালত থাকবে", যার মূল, আপীল এবং অন্যান্য এখতিয়ার এবং ক্ষমতা থাকবে পরবর্তী প্রবন্ধে প্রদত্ত নির্দেশাবলী বা আদেশ বা রিট জারি করার ক্ষমতা ছাড়াও যা অনুচ্ছেদ ৩২ এ বলা আছে। অনুচ্ছেদ ১৪১ বিশেষভাবে প্রদান করে যে সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক ঘোষিত আইন দেশের মধ্যে সমস্ত আদালতের জন্য বাধ্যতামূলক হবে, এবং অনুচ্ছেদ ১৪৪ স্পষ্ট করে যে সমস্ত কর্তৃপক্ষ, দেওয়ানী এবং বিচার বিভাগীয় সর্বোচ্চ আদালতের সহায়তায় কাজ করবে সেই আদালত তাই সংবিধানের প্রকল্পের অধীনে সর্বোচ্চ "ইউনিয়ন জুডিশিয়ারি" এবং সংবিধানের পঞ্চম খণ্ডের অধ্যায় IV সেই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু সরবরাহ করে।

অংশ VI রাজ্যগুলির সাথে সম্পর্কিত। এর II অধ্যায় "দ্য এক্সিকিউটিভ", III অধ্যায় "দ্য স্টেট লেজিসলেচার" নিয়ে এবং IV অধ্যায় "রাজ্যের উচ্চ আদালত" নিয়ে। অনুচ্ছেদ ২১৪ বিধান করে যে "প্রতিটি রাজ্যের জন্য একটি উচ্চ আদালত থাকবে", যাতে কোনো রাজ্যে দুই বা ততোধিক উচ্চ আদালত থাকা অনুমোদিত নয় যদিও দুই বা ততোধিক রাজ্যের জন্য একটি সাধারণ উচ্চ আদালত প্রতিষ্ঠা করা অনুমোদিত (অনুচ্ছেদ ২৩১)। একটি রাজ্যের উচ্চ আদালত এইভাবে রাজ্য বা রাজ্যে একটি অতুলনীয় অবস্থান নিশ্চিত করা হয়েছে যার জন্য এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অনুচ্ছেদ ২২৫ কোন বিদ্যমান উচ্চ আদালতে পরিচালিত আইনের এখতিয়ার এবং আদালতে বিচার প্রশাসনের সাথে সম্পর্কিত বিচারকদের নিজ নিজ ক্ষমতা প্রদান করে। অনুচ্ছেদ ২২৬ উচ্চ আদালতের ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত "যে সমস্ত অঞ্চলগুলির সাথে এটি এখতিয়ার প্রয়োগ করে, যে কোনও ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে জারি করার জন্য, উপযুক্ত ক্ষেত্রে, যে কোনও সরকারকে, সেই অঞ্চলগুলির নির্দেশাবলীর মধ্যে, শর্ত (১) এর উল্লিখিত উদ্দেশ্যে আদেশ বা রিটগুলি ইস্যু করা। অনুচ্ছেদ ২২৭ প্রতিটি উচ্চ আদালতে তদারকের ক্ষমতা ন্যস্ত করে

আপিলের প্রত্যাহার সাপেক্ষে সমস্ত আদালতে। ২২৮ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত পরিস্থিতিতে নিজের কাছে মামলা প্রত্যাহার করার ক্ষমতা উচ্চ আদালতকেও দেওয়া হয়েছে। এইভাবে উচ্চ আদালতকে সমস্ত প্রয়োজনীয় প্রত্যাহার ও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যা রাজ্যের সমস্ত বিচারিক কর্তৃপক্ষের ভান্ডার হিসাবে দাঁড়িয়েছে, এবং এটি সংবিধান দ্বারা বিবেচনা করা হয় না যে রাষ্ট্রের কোনো দেওয়ানী বা ফৌজদারি আদালত তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকবে।

তারপরে অধ্যায় VI আসে যা রাজ্যগুলিতে "অধীনস্থ আদালত" নিয়ে কাজ করে। অনুচ্ছেদ ২৩৩ জেলা বিচারকদের নিয়োগের জন্য এবং ২৩৪ অনুচ্ছেদে জেলা বিচারক ব্যতীত অন্য ব্যক্তিদের রাজ্য বিচার বিভাগীয় পরিষেবাতে নিয়োগের বিধান রয়েছে। অনুচ্ছেদ ২৩৫ উচ্চ আদালতে সমস্ত জেলা আদালত এবং তার অধীনস্থ আদালতের উপর নিয়ন্ত্রণ ন্যস্ত করে। এইভাবে সংবিধান বিবেচনা করে যে উচ্চ আদালত ব্যতীত একটি রাজ্যের সমস্ত দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত অধস্তন আদালতগুলি ছাড়া অন্য কিছু হবে না যার উপরে উচ্চ আদালত সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধান এবং নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করবে এবং সেই আদালতের প্রিসাইডিং অফিসাররা (অনুচ্ছেদ ২৩৭-এ উল্লিখিত ম্যাজিস্ট্রেট ব্যতীত) উচ্চ আদালতের নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের অধীনে থাকবে না। প্রকৃতপক্ষে দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিষয়ে প্রতিটি আদালতের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য এটি প্রয়োজনীয়। অনুচ্ছেদ ২৩৬-এ ব্যক্ত করা ব্যতীত অন্য কোনো রাজ্যে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত তৈরি বা প্রতিষ্ঠা করা অনুমোদিত হতে পারে, যেমন, "জেলা বিচারক" অভিব্যক্তি দ্বারা আচ্ছাদিত বা দেওয়ানী ও ফৌজদারি কার্যবিধিতে বিদ্যমান কোনো পদবি দ্বারা, কিন্তু এটা বলা তো দূরের কথা যে, সংবিধানে উল্লিখিত আদালত ব্যতীত অন্য কোনো আদালতের শ্রেণীবিন্যাস স্থাপন করা বৈধ।

এইভাবে সংবিধানে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতের প্রয়োজনীয় পরিপূরক সহ দেশে একটি শক্তিশালী, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় প্রশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট এবং কার্যকর বিধান করা হয়েছে। সংসদ বা রাজ্য আইনসভার পক্ষে সংবিধানের সেই পরিকল্পনাটিকে উপেক্ষা করা বা বাইপাস করা অনুমোদিত নয় যে কোনও রাজ্যে উচ্চ আদালতের সমান্তরালে দেওয়ানি বা ফৌজদারি আদালত প্রতিষ্ঠার জন্য বা অতিরিক্ত বা অতিরিক্ত বা দ্বিতীয় উচ্চ আদালত, বা উচ্চ আদালতের অধস্তন আদালত ছাড়া অন্য কোনো আদালত। এই ধরনের যেকোন প্রচেষ্টা অসাংবিধানিক হবে এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতার উপর আঘাত হানবে যা এত মহৎভাবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং বছরের পর বছর ধরে এত যত্ন সহকারে লালনপালন করা হয়েছে।

এই দৃষ্টিভঙ্গির আরেকটি কারণ রয়েছে। অনুচ্ছেদ ২৩৩ এবং ২৩৫ রাজ্যগুলিতে জেলা বিচারক এবং অন্যান্য বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিয়োগের জন্য প্রদান করে। সহ বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে এই আদালতের দ্বারা এই নিবন্ধগুলির বিধানগুলি ব্যাখ্যা করা হয়েছে

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বনাম নৃপেন্দ্র নাথ বাগচী,(১) চন্দ্র মোহন এবং অন্যান্য বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্য, (২) আসাম রাজ্য ইত্যাদি বনাম রাঙ্গু মহম্মদ এবং অন্যান্য, (৩) উড়িষ্যা রাজ্য বনাম সুধাংসু শেখর মিশ্র এবং অন্যান্য, (৪) আসাম রাজ্য এবং অন্য বনাম এস.এন. সেন এবং অন্য, (৫) শমসের সিং এবং অন্য একটি বনাম পাঞ্জাব রাজ্য, (৬) পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা উচ্চ আদালত বনাম হরিয়ানা রাজ্য এবং অন্যান্য,( ৭) বিহার রাজ্য বনাম মদন মোহন প্রসাদ এবং অন্যান্য, (৮) হরিয়ানা রাজ্য বনাম ইন্দর প্রকাশ আনন্দ (৯) এবং অন্ধ্রপ্রদেশের প্রধান বিচারপতি এবং অন্যরা বনাম এল.ভি. এ. দিক্সিটুলু এবং অন্যান্য। (১০)। এই সিদ্ধান্তগুলিতে ঘোষণা করা হয়েছে যে এটি উচ্চ আদালত যা রাষ্ট্রীয় বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণের একমাত্র অভিভাবক। এটি প্রকৃতপক্ষে একটি স্বাধীন বিচার বিভাগীয় প্রশাসনের জীবন রক্ত, এবং যে কোনো প্রকৃত বিচারিক ভবনের ভিত্তি। উচ্চ আদালতের নিয়ন্ত্রণ বা অধীনস্থ কর্মকর্তাদের ছাড়া অন্য কোনো কর্মকর্তাকে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতের প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া বৈধ হলে বা অন্য কথায়, বিচারক বা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিয়োগ দেওয়া বৈধ ছিল উচ্চ আদালত, এবং রাজ্য নির্বাহীর কাছে জবাবদিহি, এটি একটি স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা প্রদানের প্রশংসনীয় এবং লালিত লক্ষ্যের জন্য, সাংবিধানিক প্রকল্পের অধীনে উচ্চ আদালতের জন্য একচেটিয়াভাবে সংরক্ষিত একটি গোলকের উপর গুরুতর দখলের পরিমাণ হবে। এটি হতে পারে যে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটরা একটি রাজ্যের বিচারিক পরিষেবার অন্তর্গত নন, তবে তাদের আদালতগুলি "নিম্নতর" এবং দায়রা আদালত এবং উচ্চ আদালতের আপীল বা সংশোধনমূলক এখতিয়ারের জন্য উপযুক্ত। এমনকি এটি যেমন আছে, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের এই ধরনের আদালতের অস্তিত্বকে সংবিধানে অনুকূলভাবে দেখা হয়নি, এবং অনুচ্ছেদ ৫০ বিশেষভাবে নির্দেশ করে যে রাজ্যের পাবলিক সার্ভিসে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে আলাদা করার জন্য রাষ্ট্র পদক্ষেপ নেবে। তারপরে ২৩৭ অনুচ্ছেদ রয়েছে যা বিধান করে যে গভর্নর সর্বজনীন বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্দেশ দিতে পারেন যে অধ্যায় VI এর "পূর্বোক্ত" বিধান (যা অধস্তন আদালতের সাথে সম্পর্কিত) এবং যে কোনও নিয়ম এর অধীনে প্রণীত কোনো রাজ্যের ম্যাজিস্ট্রেটদের (অর্থাৎ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের) কোনো শ্রেণী বা শ্রেণির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেমন তারা রাষ্ট্রের বিচার বিভাগীয় সেবায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুতরাং এটা বেশ স্পষ্ট যে সংবিধান বিদ্যমান বিবেচনা করেনি-

(১) [১৯৬৬] ১ এস. সি. আর. ৭৭১।

(২) [১৯৬৭] ১ এস. সি. আর. ৭৭। (৩) [১৯৬৭] ১ এস. সি. আর. ৪৫৪।

(৪) [১৯৬৮] ২ এস. সি. আর. ১৫৪।

(৫) [১৯৭২] ২ এস. সি. আর. ২৫১।

(৬) [১৯৭৫] ১ এস. সি. আর. ৮১৪।

(৭) [১৯৭৫] এস. সি. আর. ৬৫। (৮) [১৯৭৬] এস. সি. আর. ১১০। (৯) A.I.R. ১৯৭৬ এস.সি. ১৮৪১।

(১০) [১৯৭৯] ১ এস. সি. আর. ২৬.

যেসব ম্যাজিস্ট্রেট উচ্চ আদালতের নিয়ন্ত্রণের বাইরে আছেন তাদের টান বা বহাল রাখা কাম্য এবং তাদের অব্যাহত থাকার কথা বলা যাবে না সংশ্লিষ্টদের জন্য একটি ক্রেডিট বিষয় হতে হবে। এটা কোন সন্দেহ বা বিতর্কের উর্ধ্বে যে সংবিধান ২৩৫ অনুচ্ছেদে সংজ্ঞায়িত "জেলা বিচারক" এর সভাপতিত্বে একটি আদালতের মর্যাদা নিয়ে ফৌজদারি আদালত প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয় না, যা উচ্চ আদালতের অধীনস্থ নয় এবং, যেমন দেখানো হয়েছে, এটি উচ্চ আদালতের অনুরূপ আদালত বা উচ্চ আদালতের সমান্তরাল আদালত প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয় না।

যুক্তি দেখানো হয়েছে যে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৬ উচ্চ আদালত এবং ধারায় উল্লিখিত শ্রেণীর আদালত ছাড়া অন্য ফৌজদারি আদালত গঠনের অনুমতি দেয়। ফৌজদারি আইন সংশোধনী আইন, ১৯৫২-এর ধারা ৬-এর প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, এটি দেখানোর জন্য যে প্রয়োজনে বিশেষ বিচারক নিয়োগ করা যেতে পারে। কিন্তু এই উভয় বিধানই এই যুক্তির ন্যায্যতা দেয় না যে বিলটিতে বিবেচনা করা প্রকৃতির বিশেষ আদালত সংবিধানের পরিকল্পনার অধীনে তৈরি করা যেতে পারে। ফৌজদারি কার্যবিধির ৬ ধারায় বলা হয়েছে যে উচ্চ আদালত এবং "এই বিধি ব্যতীত অন্য কোনো আইনের অধীনে গঠিত আদালত" ছাড়াও, প্রতিটি রাজ্যে ফৌজদারি আদালতের শ্রেণীগুলি থাকবে, যেমন, দায়রা আদালত, বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটগণ প্রথম শ্রেণীর এবং যে কোন মেট্রোপলিটন এলাকায়, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, দ্বিতীয় শ্রেণীর বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট। তাই এই ধারায় বলা হয়েছে যে পাঁচটি শ্রেণির ফৌজদারি আদালতে উল্লিখিত উচ্চ আদালত এবং আদালতের অতিরিক্ত হবে যেগুলি অন্য কোনও আইনের অধীনে গঠিত হতে পারে এবং এটি সংবিধানের জন্য যে কোনও যুক্তি দিয়ে বলা যায় না উচ্চ আদালতের সমান্তরাল বা একই স্তরে, বা ফৌজদারি আদালতের যেগুলি উচ্চ আদালতের অধীনস্থ নয়। অন্যদিকে বিধির ধারা ৪-এর উপ-ধারা (১) বিধান করে যে ভারতীয় দণ্ডবিধির অধীন সমস্ত অপরাধের তদন্ত করা হবে, তদন্ত করা হবে, বিচার করা হবে এবং অন্যথায় এতে থাকা বিধান অনুসারে মোকাবেলা করা হবে। এবং উপ-ধারা (২) বিধান করে যে অন্য কোন আইনের অধীনে সমস্ত অপরাধের তদন্ত করা হবে, তদন্ত করা হবে, বিচার করা হবে এবং অন্যথায় "একই বিধান" অনুযায়ী মোকাবেলা করা হবে, শুধুমাত্র আপাতত যে কোনো আইন প্রণয়ন করা হবে যা নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি বা তদন্ত, অনুসন্ধান, চেষ্টা বা অন্যথায় এই ধরনের অপরাধ মোকাবেলা করার জায়গা। কিন্তু এটি ধারা ২ এর ধারা (৪) এর সাথে সম্পর্কযুক্ত যা "অপরাধ" এর অর্থ আপাতত বলবৎ যেকোন

আইন দ্বারা দণ্ডনীয় কোন কাজ বা বাদ দেওয়াকে সংজ্ঞায়িত করে যার গবাদি পশু-অধিকার আইন এর ধারা ২০ এর অধীনে অভিযোগ করা যেতে পারে এমন কোনও কাজ সহ। বিধির ধারা ৬ তাই প্রকৃতির বিশেষ আদালত গঠনকে সমর্থন করে না বিলটিকে মনন করে এবং এর বিপরীতে যুক্তিটি বেশ অসমর্থ।

ফৌজদারি আইন সংশোধনী আইন, ১৯৫২ এর ধারা ৬-এর একটি রেফারেন্স সমানভাবে নিরর্থক। যদিও সেই ধারায় কিছু অপরাধের বিচারের জন্য বিশেষ বিচারক নিয়োগের বিধান রয়েছে, ধারা ৯ বিশেষভাবে প্রদান করে যে উচ্চ আদালত যতদূর প্রযোজ্য হতে পারে, ফৌজদারি কার্যবিধির, ১৮৯৮ অধ্যায় XXXI এবং XXXII দ্বারা প্রদত্ত সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে, একটি উচ্চ আদালতে "যেন বিশেষ জজের আদালত উচ্চ আদালতের এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে জুরি ব্যতীত মামলা বিচার করার একটি দায়রা আদালত।" ধারা ৬ এর অধীনে নিযুক্ত বিশেষ বিচারকরা তাই উচ্চ আদালতের অধস্তন এবং সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত বিচার বিভাগীয় আদালত এবং কর্মকর্তাদের স্বাধীনতার পরিকল্পনায় উপযুক্ত।

প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধানের পার্ট XIV A-এর একটি রেফারেন্স দ্বারা বিশেষ আদালত গঠনের জন্য বিলে বিধানটিকে ন্যায্যতা দেওয়ার চেষ্টাও করা হয়েছে। কিন্তু এই ধরনের ট্রাইব্যুনালগুলি ভারতীয় দণ্ডবিধিতে উল্লেখিত অপরাধের বিচারের জন্য নয়, এবং বলা যেতে পারে আধা-বিচারিক।

এইভাবে এটি প্রদর্শিত হবে যে বিলের ধারা ২ দ্বারা বিবেচনা করা বিশেষ আদালতগুলি উচ্চ আদালতের মতো একই স্তরে থাকবে না এবং অন্তত বলতে গেলে, কম বা নিম্নতর আদালত হবে।

বিলের ৭ নং শর্ত ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে একটি বিশেষ আদালতের সভাপতিত্ব করবেন উচ্চ আদালতের একজন "বসা বিচারক" এবং এটি পরীক্ষা করে আমি অনুমান করেছি যে বিলটি এমনভাবে সংশোধন করা হবে যাতে "একজন ব্যক্তির মনোনয়ন বাদ দেওয়া যায়" উচ্চ আদালতের বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন" একটি বিশেষ আদালতের প্রিজাইডিং বিচারক হিসাবে। তবে, একটি বিশেষ আদালতের সভাপতিত্ব করার জন্য একটি উচ্চ আদালতের "বসা" বিচারক নিয়োগ করা অনুমোদিত বা যথাযথ হবে না যা কম বা উচ্চ আদালতের থেকে নিম্নতর। সমস্ত সম্ভাবনাতে উচ্চ আদালতের "বসা" বিচারকরা বিশেষ আদালতের প্রধান বিচারপতি হিসাবে কাজ করতে অস্বীকার করবেন এবং সংবিধানে এমন কোনও বিধান নেই যার অধীনে তাদের বাধ্য করা যেতে পারে বা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আদেশ দেওয়া যেতে পারে। , সেখানে পরিবেশন করার জন্য যে ঘটনাটি বিলের বিধানগুলিকে অকার্যকর করে তুলবে - এমনকি যদি এটি যুক্তির খাতিরে ধরে নেওয়া হয় যে সেগুলি যে কোনও হারে বৈধ এবং সাংবিধানিক। যে কোনও হারে, উচ্চ আদালতের বিচারপতির "সিটইং" এর সম্ভাবনা একমত নাও হতে পারে প্রিসিডিং বিচারপতি হিসেবে কোনও বিশেষ আদালতের এটা সত্য, এবং তাদের প্রত্যাখ্যান বিচার প্রশাসনকে বিব্রত করবে এবং বিচার

বিভাগের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করবে বিলের শর্ত ৭ এর জন্য বিশেষ আদালতের প্রিজাইডিং বিচারকের মনোনয়নের বিধান রয়েছে ভারতের প্রধান বিচারপতির সাথে (বা সম্মতিক্রমে) পরামর্শে। এটি এমন একটি কারণ যা বিল এবং এর আইনের সাথে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করা উচিত যে এটি কেবল অসাংবিধানিক নয় তবে এটি ভালভাবে কাজ করার সম্ভাবনা নেই এবং তাদের "আইনের শাসনের প্রতিশ্রুতি" পালনের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে না। বিলের অবজেক্ট এবং কারণের বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই দৃষ্টিভঙ্গির আরেকটি কারণ রয়েছে। আইনের সামনে সমতা, বা, বর্তমান বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে বলতে গেলে, ফৌজদারি বিচারে সমতা, সমস্ত গণতান্ত্রিক সরকারের সার্বজনীন লক্ষ্য, কারণ কেউ কখনও অস্বীকার করতে পারে না যে অপরাধের জন্য অভিযুক্ত সমস্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই আইনে দাঁড়াতে হবে বিচারের অন্তরায় একই পদে পদে। এই ধরনের সমতা শুধুমাত্র একজন অভিযুক্ত এবং অন্য অভিযুক্তের মধ্যে নয় বরং প্রসিকিউশন এবং অভিযুক্তের মধ্যেও নিশ্চিত হওয়া উচিত। এটি একটি নিছক "অধিকারের বিস্ফোরণ" নয় বরং, যেমনটি প্রদর্শিত হবে, এটিই আমাদের সংবিধান দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য সতর্কতার সাথে, নিশ্চিতভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে প্রদান করেছে। সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদ নিজেই, এটি বের করার জন্য যথেষ্ট।

অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি ব্যতীত কোনো ব্যক্তিকে তার জীবন বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। আমি এখানে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪ এর কোনো উল্লেখ এড়িয়ে যাচ্ছি কারণ মানেকা গান্ধী বনাম ভারতের ইউনিয়ন সহ বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্তে এই আদালত দ্বারা ২১ অনুচ্ছেদের সুযোগ এবং অর্থ সংজ্ঞায়িত করা হলে এটি প্রয়োজনীয় নয়। (১) বিচারপতি চন্দ্রচূদ-এর নিম্নলিখিত মতামতটি উল্লেখ করাই আমার পক্ষে যথেষ্ট হবে, তিনি তখন যেমন ছিলেন,---

"কিন্তু কোনো পদ্ধতির নিছক প্রেসক্রিপশন কখনই ২১ ধারার অনুচ্ছেদের ম্যান্ডেট পূরণ করতে পারে না। আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিটি ন্যায্য, ন্যায্যসঙ্গত এবং যুক্তিসঙ্গত হতে হবে, কল্পনাপ্রবণ, নিপীড়নমূলক বা স্বৈচ্ছাচারী নয়। প্রশ্ন হল আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি যা হ্রাস করে? বা অনুচ্ছেদ ২১ দ্বারা জামিনযুক্ত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করা যুক্তিসঙ্গত বা বিবেচনা করা উচিত নয় বিমূর্ত বা কাল্পনিক বিবেচনায় বিবেচনা করা উচিত নয় যেমন কোর্ট-রুম ট্রায়ালের মতো পূর্ণ-পরিহিত শুনানির বিধান, তবে প্রেক্ষাপটে, প্রাথমিকভাবে, আইনটি যে উদ্দেশ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে এবং জরুরী পরিস্থিতির জন্য যাদেরকে আইনটি পরিচালনার দায়িত্বের সাথে মোকাবিলা করার জন্য বলা যেতে পারে।"

বিচারপতি ভগবতী, ২১ অনুচ্ছেদে "ব্যক্তিগত স্বাধীনতা" এর অর্থ এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিশদ পরীক্ষা করেছেন। তিনি এই মতামত নিয়েছেন

যে অভিব্যক্তিটি "বিস্তৃত প্রশস্ততার এবং এটি বিভিন্ন অধিকারকে আচ্ছাদন করে যা মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা গঠন করে" পাসপোর্ট আইন, ১৯৬৭ দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি পরীক্ষা করার সময়, তিনি তার মতামত এবং অন্যান্য বিচারকদের মতামত নিম্নরূপ প্রকাশ করেছেন, -

"কোন ধরনের পদ্ধতির প্রেসক্রিপশন কি যথেষ্ট বা পদ্ধতিটি কোনও নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা মেনে চলতে হবে? স্পষ্টতই, পদ্ধতিটি স্বৈচ্ছাচারী, অন্যায় বা অযৌক্তিক হতে পারে না। এটি প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞ অ্যাটার্নি জেনারেল স্বীকার করেছিলেন যিনি তার স্বাভাবিক অকপটে বলেছিলেন যে এটি তার পক্ষে সম্ভব না এই মনন করা কোনও প্রক্রিয়া যদিও স্বচ্ছ, নিপিরক, অন্যায় আইনের দ্বারা বিহিত হতে পারে। এ. কে. গোপালনের মামলায় অনুচ্ছেদ ২১ এর প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়ার প্রকৃতি এবং কমপক্ষে তিনটি বিজ্ঞ বিচারক পাঁচ জনের মধ্যে এই মতের পক্ষে দৃঢ়ভাবে মত প্রকাশ করেন যে এই পদ্ধতিটি কোন স্বৈচ্ছাচারী, চমত্কার বা নিপীড়নমূলক পদ্ধতি হতে পারে না। ফজল আলী, সংখ্যালঘু ছিল, এই বলে যে পদ্ধতিতে প্রফেসর উইলিসের সাংবিধানিক আইনের বইতে বর্ণিত চারটি অপরিহার্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যথা, নোটিশ, শুনানির সুযোগ, নিরপেক্ষ ট্রাইব্যুনাল এবং পদ্ধতির সাধারণ পথে। বিচারপতি পতঞ্জলি শাস্ত্রী, এতদূর যাননি কিন্তু তিনি বলেছিলেন যে "কিছু মৌলিক নীতিগুলি সেই সমস্ত পদ্ধতির জন্য পরিচিত ফ্রবক কারণ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল এবং তারা আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতির মূল গঠন করেছিল।" বিচারপতি মহাজন, আরও পর্যবেক্ষণ করেছেন যে অনুচ্ছেদ ২১-এর প্রয়োজন যে "একজন ব্যক্তিকে তার জীবন বা তার স্বাধীনতার ক্ষেত্রে নিন্দা করা যেতে পারে তার আগে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া উচিত" এবং "এটি চমত্কার, স্বৈচ্ছাচারী এবং নিপীড়ক রূপের ধারণাকে নেতিবাচক করে তোলে কার্যধারার।" কিন্তু এ.কে. গোপালনের ক্ষেত্রে এই পর্যবেক্ষণগুলি ছাড়াও, যার যথেষ্ট ওজন রয়েছে, আমরা দেখতে পাই যে ২১ অনুচ্ছেদে অনুচ্ছেদ ১৪-এর প্রভাব বিবেচনা করে, অনুচ্ছেদ ২১ দ্বারা চিন্তা করা পদ্ধতিতেও নীতিগতভাবে যুক্তিসঙ্গততার ধারণাটি প্রক্ষিপ্ত করা আবশ্যিক।"

অনুচ্ছেদ ২১-এর জামিন পূরণ করার জন্য, ফৌজদারি মামলার বিচারের জন্য আইন দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিটি অবশ্যই ন্যায্য, ন্যায়সঙ্গত এবং যুক্তিসঙ্গত হতে হবে এবং কল্পনাপ্রসূত নিপীড়নমূলক বা স্বৈচ্ছাচারী নয়।

বিলের ৫, ৭ এবং ৮ শর্ত, তবে নিম্নরূপ প্রদান করে, -

"৫. এই ধরনের ঘোষণার ভিত্তিতে এই ধরনের অপরাধের বিষয়ে কোন বিচার করা হবে শুধুমাত্র একটি বিশেষ ব্যবস্থায়

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মনোনীত আদালত এবং ভারতের যেকোন আদালতে বিচারাধীন এই ধরনের অপরাধের বিষয়ে যে কোনো মামলা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মনোনীত একটি বিশেষ আদালতে স্থানান্তরিত হবে।

৭. একটি বিশেষ আদালতের সভাপতিত্ব করবেন ভারতের একটি উচ্চ আদালতের একজন বর্তমান বিচারক বা একজন ব্যক্তি যিনি ভারতের একটি উচ্চ আদালতের বিচারক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং ভারতের প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ করে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন।

৮. একটি বিশেষ আদালতের এখতিয়ার থাকবে যে অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বিচার করার জন্য যার বিষয়ে ধারা ৪ এর অধীনে একটি ঘোষণা করা হয়েছে প্রধান, ষড়যন্ত্রকারী বা প্ররোচনাকারী হিসাবে এবং অন্যান্য সমস্ত অপরাধ এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের একটি বিচারে যৌথভাবে বিচার করা যেতে পারে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ অনুযায়ী।"

একত্রে নেওয়া হলে, ধারাগুলি শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন বিচারকের সভাপতিত্বে বিশেষ আদালত দ্বারা অভিযুক্তের বিচারের বিধান করে এবং শর্ত ৪, ৫ এবং ৭ বিশেষ আদালতকে মনোনীত করার ক্ষমতা দেয় যেখানে একজন অভিযুক্ত হতে হবে সেই সরকারে একচেটিয়াভাবে চেষ্টা করেছে। ব্যবহারিক ভাষায় কথা বললে, এই বিলটি কেন্দ্রীয় সরকারকে তার মনোনীত বিচারকদের মধ্যে কোন অভিযুক্তের বিচার করবে বা অন্য কথায়, তার মনোনীত বিচারকদের মধ্যে কোন অভিযুক্তের বিচার করবে তা নির্ধারণ করতে সক্ষম করে। এটি আসলে বারে মিঃ জেঠামালানি বলেছেন যে বিলটিতে যে বিশেষ আদালতের কথা বলা হয়েছে তার বেশিরভাগই দিল্লিতে অবস্থিত হবে। তাই দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকার যদি বেশ কয়েকটি আদালত তৈরি করে এবং সেগুলি সবই সভাপতিত্ব করে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মনোনীত বিচারকদের দ্বারা, দিল্লিতে বিচারযোগ্য যে কোনও বিশেষ মামলার বিচারক মনোনীত করার ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে থাকবে। সরকার যেমনটি প্রদর্শিত হবে, অনুচ্ছেদ ২১ এর অর্থের মধ্যে এই জাতীয় পদ্ধতিকে ন্যায্য, ন্যায়সঙ্গত এবং যুক্তিসঙ্গত বলা যায় না এবং এটি বিচার বিভাগের স্বাধীনতার উপর গুরুতর লঙ্ঘনের সমান।

দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচার বিভাগীয় আদালত গঠন এবং সেই আদালতের সভাপতিত্বকারী বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেটদের স্বাধীনতার জন্য সংবিধানে প্রদত্ত পরিকল্পনার উল্লেখ ইতিমধ্যে করা হয়েছে। এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ আদালত ও উচ্চ আদালত উদ্ভিন্ন, কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার বিচারক মনোনীত করার প্রশ্ন যা একটি নির্দিষ্ট মামলা মোকাবেলা করবে না এবং উঠতে পারে না। অধস্তন আদালতের বিষয়ে, ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৯(২) বিধান করে যে প্রতিটি দায়রা আদালতের সভাপতিত্ব করবেন উচ্চ আদালত কর্তৃক নিযুক্ত একজন বিচারক, এবং ধারা ১১(২) অনুরূপ বিধান করে

জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর সম্বন্ধে। চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এবং সাব-ডিভিশনাল জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ এবং স্পেশাল জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের ক্ষমতা প্রদানের ক্ষেত্রেও একই যত্ন নেওয়া হয়েছে। কাজেই ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে কোনো বিশেষ অভিযুক্তের বিচারে সভাপতিত্ব করার জন্য কোনো বিশেষ বিচারক বা ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা নির্বাহী বিভাগের পক্ষে বৈধ নয়। এটি ন্যায্য, ন্যায্য এবং যুক্তিসঙ্গত এবং অভিযুক্তকে যেকোনো সম্ভাব্য নিপীড়ন থেকে মুক্তি দেয়।

এটাকে উপলব্ধি করতে হবে যে বিলে উল্লেখ করা বিশেষ আদালতের সামনে বিচারের ক্ষেত্রে সমস্যাটি অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। স্পষ্টতই, একটি উত্তরসূরি সরকারের ফিয়াট দ্বারা একটি বিচার, যদিও ন্যায্যসঙ্গত, সন্দেহ একটি পরিমাণ সংশ্লিষ্ট লক্ষ্য করা হয়। যদি কাউকে এটি বলার অনুমতি দেওয়া হয়, একটি "উত্তরাধিকারী বিচার", ব্যাপকভাবে বলতে গেলে, তার প্রাথমিক অস্বস্তি এবং ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব থেকে স্থানচ্যুত হওয়ার পরে এবং উচ্চ রাজনৈতিক মর্যাদার অধিকারী একজন অভিযুক্তের ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষকে দ্বিতীয়বার আঘাত করতে চায় এটা তার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ধ্বংসের প্রভাব ফেলতে পারে। বিষয়গুলির স্বভাবগত দিক দিয়ে, এই ধরনের সন্দেহের অভিযুক্তের মনকে অপব্যবহার করা কঠিন যে বিচারটি রাজনৈতিক বিবেচনা দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং ন্যায্যসঙ্গত এবং ন্যায্য হবে না, বা তাকে বোঝানো যে এটি শেষ পর্যন্ত ন্যায্যবিচারের দিকে নিয়ে যাবে। সুতরাং যারা বিচারের আদেশ দিচ্ছেন তাদের চেষ্টা হওয়া উচিত এমন কিছু না করা যা দূর থেকেও এই ধরনের সন্দেহকে ন্যায্যতা দিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে অভিযুক্তসহ সংশ্লিষ্ট প্রত্যেককে বোঝানোর জন্য তাদের যথাসাধ্য করা উচিত যে, আদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের সর্বোত্তম উদ্দেশ্য ছিল ট্রায়াল এবং একটি ন্যায্য এবং সোজা-আগামী পদ্ধতি এবং বিচারকদের মধ্যে সবচেয়ে পরিষ্কার, খোলামেলা এবং নির্ভীক পদ্ধতিতে বিচারের ব্যবস্থা করেছে। এটি শুধুমাত্র এড়িয়ে যাওয়া সমালোচনাই বন্ধ করবে না বরং আইনের শাসনের মহিমাকে তার প্রকৃত অর্থে সমৃদ্ধ করবে।

অধিকন্তু, যদি বিচারের ফলাফলকে সামগ্রিকভাবে জনগণের সাথে প্রত্যয় বহন করতে হয় এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের টিকে থাকার জন্য এবং পরিচ্ছন্নতার জন্য অপরাধ সংঘটিত করা ব্যক্তিদের "সত্যিকারের চরিত্র" সম্পর্কে তাদের পরিচিত করা হয়। রাজনৈতিক জীবন, বিলের অবজেক্ট এবং কারণের বিবৃতিতে যেমন বলা হয়েছে, বিলের ৪ নং ধারায় উল্লেখিত ঘোষণাটি যারা করেছেন তাদের স্বার্থে অভিযুক্ত সহ সবাইকে বোঝাতে হবে যে বিচার হচ্ছে না। উদ্দেশ্যমূলকভাবে দর্শনীয় এবং সাধারণ আইনের অধীনে সাধারণ বিচারে অন্য কোনো অভিযুক্তের দ্বারা নেওয়া ঝুঁকির চেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে যারা এটির মুখোমুখি হচ্ছে তাদের প্রকাশ করে না। এই ধরনের আশ্বাস, যে কোনও পূর্বপরিকল্পিত ফলাফল নেই এবং অভিযুক্তদের আদালতের প্রধান বিচারপতির কাছ থেকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, এটি একটি "উত্তরাধিকারী বিচারের" মৌলিক প্রয়োজন। মানব মর্যাদা আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় নিহিত একটি ধারণা এবং এটি যা প্রদান

করে তার মাধ্যমে চলে। এটা তাই প্রয়োজন যে এই ধনটি অমূল্য সম্পদ হওয়া উচিত এবং আমাদের সকল সহ নাগরিকদের দৃঢ় আশা, যাদের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত অপরাধের জন্য বিচারের মুখোমুখি হতে হবে।

কিন্তু উপরে উল্লিখিত বিলের ধারাগুলি এত গৌরবময় এবং নিশ্চিতভাবে সংবিধান দ্বারা নির্মিত বিচার বিভাগের মহিমাকে অবমাননা করে এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতার উপর একটি গুরুতর হস্তক্ষেপ।

এই সংযোগে লিয়ানাগে এবং অন্যদের বনাম রেজিনা() এর রেফারেন্স করা যেতে পারে। সেই ক্ষেত্রে, আপীলকারীদের স্বাভাবিক পদ্ধতি অনুসারে বিচারক এবং জুরি দ্বারা বিচার করা হয়নি, তবে বিচার মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত সিলন সর্বোচ্চ আদালতের তিনজন বিচারক দ্বারা বিচার করা হয়েছিল। একটি প্রাথমিক আপত্তি তোলা হয়েছিল যে মনোনয়ন এবং যে ধারার অধীনে এটি করা হয়েছিল তা সংবিধানের উলটরা ভাইরস। সর্বোচ্চ আদালতের তিন বিচারপতি সর্বসম্মতিক্রমে এই আপত্তিকে বহাল রাখেন যে মন্ত্রীকে প্রদত্ত মনোনয়নের ক্ষমতা সর্বোচ্চ আদালতের বিচারকদের দ্বারা তাদের উপর অপিত রাষ্ট্রের কঠোর বিচারিক ক্ষমতা প্রয়োগে হস্তক্ষেপ তাদের নিয়োগ বা তার অবমাননা ছিল, এবং এটি এমন একটি ক্ষমতা ছিল যা তখন পর্যন্ত "রাষ্ট্রের বিচারিক ক্ষমতা প্রয়োগের অংশ হিসাবে বিচার বিভাগ দ্বারা সর্বদা ব্যবহার করা হয়েছে, এবং বিচার বিভাগের বাইরের কোনোটিতে স্থাপিত হতে পারে না।" এরপর আইনটি সংশোধন করা হয় এবং প্রধান বিচারপতির জন্য তিনজন বিচারপতিকে মনোনীত করার অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু প্রিভি কাউন্সিল, সংশোধিত বিধান কার্যকর হওয়ার পরে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বিরুদ্ধে আপীলে, নীতিগতভাবে সর্বোচ্চ আদালতের উপসংহারকে বহাল রাখে এবং বলে যে বিচার বিভাগের ক্ষমতা নির্বাহী বা আইনসভা দ্বারা "হরণ বা লঙ্ঘন" করা যাবে না। প্রিভি কাউন্সিল সংশোধিত আইনের অন্যান্য আপত্তিকর বিধানগুলি পরীক্ষা করে দেখে যে সেগুলি অবৈধ ছিল। এই বিধানগুলি বর্তমান মামলার উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক নয়, তবে আমি তাদের লর্ডশিপ দ্বারা আঘাত করা নিম্নলিখিত সতর্কতার নোট বের করতে সাহায্য করতে পারি না, -

"যা একবার করা হয়, যদি এটি অনুমতি দেওয়া হয়, আবার করা যেতে পারে এবং একটি কম সংকট এবং কম গুরুতর পরিস্থিতিতে; যা এইভাবে বিচারিক ক্ষমতা ক্ষয় করতে পারে।"

বর্তমান বিলের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা হস্তান্তর করে নির্বাহী বিভাগের ওপর ন্যস্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে, এটি বিচার বিভাগের স্বাধীনতার উপর একটি গুরুতর অনুপ্রবেশ এবং এটি গুরুতর পরিণতিতে পরিপূর্ণ। তাই এটি অগত্যা শুরুতেই নামিয়ে দেওয়া উচিত কারণ এটি অন্যথায় একটি সম্ভাবনার জন্ম দিতে পারে যা খুব ভয়ঙ্কর

ধারণা করা এবং আইনের অনুমোদনের অনুমতি দেওয়া খুব বিপজ্জনক।

রাষ্ট্রপতির নির্দেশিত প্রশ্নের আমার উত্তর হবে প্রধান বিচারপতির দ্বারা নির্দেশিত তিনটি ক্রটি ছাড়াও, বিলের ৫ এবং ৭ শর্ত সাংবিধানিকভাবে অবৈধ, এবং আমি সেই অনুযায়ী আমার মতামত জানালাম।

P.B.R.

### **DISCLAIMER**

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

### **দাবিত্যাগ**

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।